সমীপে উপস্থিত! এ বালিকা কে? বালিকার বা এ সতীবেশ কেন? মহিষীও অবাক্। সেই বালিকার দিকে চাহিয়া আছেন; বিস্ময়ের ভাব তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বালিকা অপর কেহ নহে, তাঁহারই অনুচরী। মহিষী বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালিকাও প্রাণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রিয় বিবেচনা করিত। মহিষী সহগমনে যাইবেন, বালিকা কি পার্থিব সুখলোভে এ মরজগতে থাকিতে পারে! সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! সে কি আশায় সংসারে থাকিবে? সে জানিত আমি মহিষীর, মহিষী আমার। এই স্বর্গীয় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সংসার তরঙ্গে লীলা করিতেছিল। তাহার অন্য সুখ ছিল না; রাণীর সেবাই তাহার একমাত্র সুখ। রাণীর মধুর হাসি দেখিলেই সে নাচিয়া উঠিত। সেই রাণী আজি সহগমনে উদ্যতা; আর কি সে সেই রাণী হারাইয়া, রাণীর মুখ না দেখিয়া এ সংসারে থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, এ জগৎ আঁধার, রাণী বই তাহার আর কেহ নাই। তবে আর কেন? রাণী প্রিয় পতির সহগমনে হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন, সে কি প্রিয় রাণীর সহগমনে যাইতে পারিবে না? বালিকা সহগমনে প্রস্তুত হইল, সকলের অলক্ষ্যে সতীবেশ ধারণ করিল এবং সর্ব্বশেষে চিতাসমীপে আসিয়া মধুর স্বর্গীয় হাস্যতরঙ্গে চতুর্দ্দিক বিভাসিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। আহা কি মধুর! কি স্বর্গীয় ভাব! ধন্য সেইজন, যে মধুর হইতে মধুরতর এ ভাব দর্শন করিল। আর ধন্য সেই প্রেম! যে প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া মানব জীবন-সর্ব্বস্বকে হৃদয় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে।

মহিষী বিস্ময় সহকারে কহিলেন, অয়ি বালিকে! এ কি? আমি আমার প্রিয় পতির সহগমনে যাইতেছি; তোমার এ ভাব কেন? বালিকা মহিষীর অনিন্দ্য-মুখপানে চাহিয়া—বলে-বলে—বলিতে পারে না—ভাবে কহিল; "আমি আর এ জগতে থাকিব না।" রাণী স্নেহমধুর বাক্যে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সাংসারিক প্রলোভন দেখাইলেন। বালিকা কিছুই শুনিল না; কেবল অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলপ্রকাশদ্বারা স্থানান্তরিত করিলেও বালিকা পুনঃ পুনঃ আসিয়া চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনুনয় ও কাতরবাক্যে সকলের হৃদয়ভেদ করিয়া কহিল, আমাকে যেন অনুগমনে বাধা দেওয়া না হয়। পরে যেন ক্রোধে পূর্ণ করালিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে কহিল, "আমি ঐ মহাত্মার শব সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যে, যদি আমাকে বর্ত্তমানে কেহ অনুগমন হইতে নিবৃত্ত করে, আমি অন্য উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব। এই স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাক্যে সকলে

বিশেষতঃ ধ্যানমহিষী বুঝিলেন, যে এই বালিকাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। তখন রাণী সাদরে তাহাকে আপন পদতলে গ্রহণ করিলেন। বালিকা পদতলে পড়িয়া অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণীর অনুমতিতে চিতা প্রজ্বলিত হইল। দেখিতে দেখিতে সকলই ভস্মে পরিণত হইল। আজ যদি সেই ভস্ম পাই, মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই।

বাঙ্গালা প্রবচন।

সা, সি, সী।

১। সাক্ষী গোপাল।
২। সাগরও শুকায় না,
পাপও লুকায় না।
৩। সাজ্‌তে গুজ্‌তে ফিঙে রাজা।
৪। সাজার মা গঙ্গা পায় না।
৫। সাত কথার এক কথা।
৬। সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে
সীতা কার ভার্য্যা?
৭। সাত কুঁড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।
৮। সাত গেঙের কাছে মামদবাজী।
৯। সাত ঘাটের জল এক করা।
১০। সাত চড়ে রা বেরোয় না।
১১। সাত নকলে আসল খাস্ত।
১২। সাত পাঁচ খতয়ে মনে,
চাষ করে না সোনার বেণে।
১৩। সাত পুরুষে বিয়ে নাই,
শ্বশুর বাড়ী যায়।
১৪। সাত সতীনে নড়ি চড়ি,
বেড়া আগুণে পুড়ে মরি।
১৫। সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।
১৬। সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ।
১৭। সাদা মনে কালী দেওয়া।
১৮। সাদা মুলুকজাদা।
১৯। সাধ কত ছিল রে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে।
২০। সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে,
মুসকিল বড় মচ্ছব দিতে।
২১। সাধ হয় বাদসা হতে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
২২। সাধিলে মান বাড়ে।
২৩। সাধিলে জামাই কাঁটাল খান না,
না সাধিলে ভোঁতাটা পান না।
২৪। সাধিলেই সিদ্ধি।
২৫। সাধু যাহার সংকল্প,
ঈশ্বর তাহার সহায়।
২৬। সাধে বিধাইলাম কাণ,
কাটি দিতে যায় প্রাণ।
২৭। সাধের কাজল পর্‌তে গিয়ে
হয়ে এলি কাণা।
২৮। সাধের কমল তুল্‌তে গিয়ে
হাতে ফুটলো কাঁটা।
২৯। সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে।

৩০। সাপ হয়ে কামড়ায়,রোজা হয়ে ঝাড়ে।
৩১। সাপ বলেই সোজা।
৩২। সাপা ডরায় ব্যাঙাকে,
ব্যাঙা ডরায় সাপাকে।
৩৩। সাপে ছুঁচো ধরা বা গেলা।
৩৪। সাপে নেউলে।
৩৫। সাপের মুখে ঈশার মূল।
৩৬। সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
৩৭। সাপের হাঁচি বেদে বুঝে।
৩৮। সাবধানের মরে মার নাই।
৩৯। সারা দিন থাকব নায়,
কখন দিব খড়ম পায়?
৪০। সারা দিন বঁড়সী হাতে,
সন্ধ্যা বেলা আমড়া ভাতে।
৪১। সালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।
৪২। সালুক খেয়ে দাঁত কাল,
লোকে বলে আছে ভাল।
৪৩। সাহসের ভরা ডোবে না।
৪৪। সাহেবের সাত খুন মাপ।
৪৫। সাঁতার দিয়ে সিন্ধুপার।
৪৬। সাঁতার না জানিলে,
বাপের পুকুরে ডুবে মরে।
৪৭। সিকি পয়সার মা বাপ।
৪৮। সিকেয় তোল।
৪৯। সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
৫০। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
৫১। সিদ্ধির ঝুলি।
৫২। সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।
৫৩। সিন্ধুকের কাছে ধার করা।
৫৪। সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
বাঘ মেরেছে গণ্ডাদশ।
৫৫। সীতারামি সুখ।
৫৬। সীতা সাবিত্রী।

ছোট বৌ।

"সংসারকূটবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
সুভাষিতরসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সুজনৈঃ সহ॥"

ভাদ্রমাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, তাহার সহিত বিদ্যুৎ খেলিতেছে ও খরবেগে বায়ু বহিতেছে। দুই একটী বায়স আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের উপর শরীর সঙ্কোচন পূর্ব্বক চুপটী করিয়া বসিয়া আছে এবং দুই একবার ডানা ঝাড়িতেছে, অন্যান্য বিহঙ্গগণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হইতেছে না। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। এই সময় ষোড়শ বৎসরের একটী বালক কতকগুলি পুস্তক ও খাতা হস্তে লইয়া একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার হস্তস্থিত বিস্তৃত ছাতাটী মস্তক ও বসন রক্ষা করুক না করুক পুস্তকাদি রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত

ছিলেন। বালকটী যে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, সে বাড়ীটী অতি সামান্য। একখানা বাঙ্গালা ঘর ছোট একখানা রন্ধুই ঘর, আর বহির্ব্বাটীতে এক খানা সাত চালা ঘর। এই বহির্বাটীতে সদা সর্ব্বদা লোকে উঠা বসা, ক্রীড়া গল্প ও গান বাদ্যাদি হইয়া থাকে ; আজ দুর্দ্দিন বলিয়া কেহ বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির হয় নাই, সুতরাং এতক্ষণ সাতচালা খানি নীরবে বিরাজ করিতেছিল। বালকটীর জুতার শব্দ শ্রবণ করিয়া একটী লোক শশব্যস্তে তথায় আসিয়া বলিল, ছোট বাবু! অদ্য খাবার খাইতে দোকানে যাইতে পারিবে কি, না আমি যাইব ?" বালকটী একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "দুঃখীরাম! আমার জন্য না গেলেও চলে, কিন্তু দাদার কি হইবে ?" দুঃখীরাম বলিল," বাবুর জন্য আর কি, তাঁহার জন্যত ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে, আপনার জন্যই বলিতেছিলাম। সেদিন বাবু আমাকে বলিলেন "দুঃখীরাম! যোগেন সবে মাত্র এই বিদেশে আসিয়াছে, আমাকে অনেক সময় আফিসে থাকিতে হয়, তুমি সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করিবে ; সে যদি কোনরূপ ক্লেশ পায় তাহা হইলে হয়ত পড়া শুনা ছাড়িয়া বাড়ী পলাইবে।" আমিও বাবুর নিকট আপনার তত্ত্বাবধানের ভার লইব স্বীকার করিলাম। বাবু যদি আজ জানিতে পারেন যে, আপনি বৃষ্টির জন্য দোকানে যাইয়া খাবার খাইতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন ? আর আমারও ত মৎস্য তরকারী আনিতে বাজারের দিকে যাইতেই হইবে, অতএব আপনি কাহার দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন বলুন আমি আনিয়া দিতেছি। "বাবুর ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে "এই কথাটী বালকের কর্ণে যেমন প্রবেশ লাভ করিল, অন্য কথাগুলি তেমন করিয়াছিল কি না সন্দেহ। বালক যোগেন জানিত যে, তাহার ন্যায় তাহার দাদাও দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন। যোগেন জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কি প্রত্যহ ছোলা ভিজা খাইয়া থাকেন ?" দুঃখী বলিল "হাঁ।" যোগেন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগামীকল্য দোকানদারের পাওনা হিসাব করিয়া দিবেন এবং সেই ময়রার দোকানের খাবার আর খাইবেন না। যোগেন বাড়ীর ভিতর গিয়া যথাস্থানে পুস্তকাদি রাখিয়া দিলেন। বাড়ীর ভিতরের বাঙ্গালা ঘরখানির আসবাব—একখানা বিছানাযুক্ত বড় তক্তপোষ। যোগেন তাঁহার দাদার সহিত রাত্রে এই তক্তপোষে শয়ন করিয়া থাকেন, মেজেতে একটা টেবিল ও দুখানা কেদারা, একটা আল্‌না, একটা সেল্‌ফ ও একটা ছোট আলমারা। আলমারাটীতে ৪টী খোপ, ৩টীর ভিতর পুস্তক, অন্যটীর ভিতর ছোট একটী বাক্স, প্রত্যেক খোপেই তালা আছে। ঘরটীতে ৩টী জানালা ও দুইটী দরজা, বেড়াগুলি মাটিধারা লেপা। ঘরটী ও জিনিষ গুলি বেশ পরিষ্কার পরি-

চ্ছন্ন, ইহা দুঃখীরামেরই গুণে। দুঃখী-রাম কায়স্থ, তাহার আত্মীয় পরিবার কেহ ছিল না, যোগেন্দ্র নাথের পিতার সময়ের লোক, এবং যোগেন্দ্রদের দুই ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকে। ভাত রাধা, জলযোগ, বাসন মাজা, গৃহ পরিষ্কার করা, বাজার করা সমস্তই একা করে, কিন্তু ইহার মাহিয়ানা কত, তাহা আমরা শুনি নাই, যোগেনের দাদা ইহার সহিত পরামর্শ না করিয়া নাকি কোন কার্য্য করেন না। যাহাহউক যোগেন ডাকিলেন "দুঃখীরাম।" দুঃখীরাম যোগেনের আদেশের জন্য বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল, এখন যোগেনের নিকটে আসিলে, যোগেন বলিলেন "আমাকে ছোলা ভিজা, বাতাসা ও এক গেলাস জল দাও।" দুঃখীরাম কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যোগেন তাহা না বলিতে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখন হইতে ছোলা ভিজাই খাইব, উহা খাইতে বেশ।" সন্দেশ, রসোগোল্লা, মালপুয়া, মতিচুরাদি অপেক্ষা ছোলা ভিজা কেমন সুখাদ্য দুঃখীরামের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা আসিল না, সে মনে মনে যোগেনকে নির্ব্বোধ ছেলে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া যোগীনের আদেশমত কার্য্য করিল। যোগেন জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিল,কিন্ত পড়া ভাল লাগিল না,কেননা এই মাত্র কেবল স্কুল থেকে পড়িয়া আসিতেছেন, তাহার পর দুর্দ্দিন, কোন সহাধ্যায়ী বালক তাঁহার নিকট আইসে নাই, তিনিও তাহাদের নিকট যাইতে পারেন নাই। যোগেন মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, ধীর, বুদ্ধিমান, দয়ালু; বালকস্বভাবসুলভ দোষও আছে;—ভীরু, ইয়ারকি পরায়ণ ও ক্রীড়াসক্ত। যোগেন্দ্র ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া অল্প সময়ে পড়িয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যোগেন্দ্র নাথ নিজ বাসগ্রামের স্কুলে মাইনর পাস করিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন, যাহাহউক যোগেনের খেলা, গল্প ও বেড়ান কিছুই হইল না,পড়াও ভাল লাগিল না, একা থাকিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর সন্ধ্যা সমাগত, তথাপি তাঁহার দাদা বাসায় আসিলেন না। যোগেন্দ্রনাথ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ দুঃখীরামও উনান জালিয়া প্রভুর উদ্দেশে বাটীর বাহির হইলেন।"

পথিমধ্যে বাবুর সহিত দুঃখীরামের দেখা হইল। এই স্থানে যোগেনের ও তাঁহার দাদার একটু পরিচয় দিয়া রাখা যাউক। যশোহর জেলার অন্তর্গত 'আগড়হাটি' নামক স্থানে ইঁহাদের বসতি। ইঁহাদের পিতার নাম হরেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি বনগ্রামে নিম্ন আদালতে ওকালতি করিতেন। তাঁহার উপার্জ্জন নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু পানাসক্তি দোষে নিজের সাংসারিক অবস্থাকে উন্নত করিতে পারেন নাই। হরেন্দ্র নাথের ৩টী পুত্র, প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ

ও তৃতীয় সুরেন্দ্র নাথ, আর একটী মাত্র কন্যা বামাসুন্দরী বালবিধবা, একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও স্ত্রী, এই মাত্র পরিবার। হরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রকে বনগ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়াইবার জন্য রাখিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারে পাস করিলেন। এই সময়ে হরেন্দ্রনাথ বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে ৯।১০ মাসের অন্ন সংস্থান হইত, সুতরাং দেবেন্দ্রকে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, অনেক চেষ্টার পর ৫০৲ টাকা বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে আরও দুইটী পরিবার বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে দুইটী দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্র। দেবেন্দ্র বাবু বাসায় আসিলেন ও অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে দুঃখীরামকে একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিতে বলিয়া যোগেনকে বলিলেন "বাড়ী হইতে চিটী আসিয়াছে বাবা ভারী পীড়িত, আমি এখনই রওনা হইলাম, গাড়ী ঠিক্ হইলে তুমিও রওনা হইও।"

২

দশ দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দুটী ভ্রাতার নয়ন অশ্রুতে আপ্লুত; ইহারা এখন পিতৃহীন। এখন আর দুঃখীরামের পাকে চলে না, দেবেন্দ্রনাথ মৃৎপাত্রে স্বহস্তে দুই ভ্রাতার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইরূপে একমাস কাল গত হইলে দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পরে ৬ মাস কাল গত হইয়া গেল। বিপদ যখন আইসে, একাকী আইসে না। খাদ্য দেখিলে কাক ও পিপীলিকা আরও সঙ্গী যুটাইয়া আনে। বিপদও তেমনি ভাগ্যবিপর্য্যস্ত দেখিলে, আরও সঙ্গী লইয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে। বাটী হইতে সংবাদ আসিল, দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী পীড়িত, উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না। দেবেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে বাসায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। দেবেন বাবুর স্ত্রী স্বামীকে লিখিলেন "আমার পীড়ার জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না, সামান্য একটু পুরাতন জর, ঔষধ সেবন করিতেছি, সম্ভবতঃ সত্বরই নিরাময় হইতে পারিব। আমি এখন তোমার ওখানে গেলে অধিক টাকা ব্যয় হইবে। শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ভোজ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রজাগণের নিকট হইতে আগামী সনের ও খাজনা লওয়া হইয়াছে, বাড়ীতে টাকা না দিলে চলিবে না, সুতরাং ৫০৲ টাকায় তোমার সমস্ত কুলান ভার হইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া এখন আমি ওখানে যাইতে চাহি না, নতুবা আমার কি তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা হয় না—স্বহস্তে তোমার সেবাশুশ্রূষা ও আহারাদি করাইতে কি আমার প্রাণে সাধ ও বাসনা হয় না? কিন্তু

আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমি সে সাধ-বাসনাকে সংযত করিয়াছি, তুমি যদি পার, তবে ২১৪ দিনের ছুটী লইয়া ঠাকুরপোর সহিত বাটী আসিবে; ঈশ্বরেচ্ছায় ঠাকুর-পো উপার্জনক্ষম হইলে আমরা একত্র থাকিতে পারিব।" দেবেন্দ্র বাবু সেই চিঠী পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপে ২১৪ দিন কাটিয়া গেল, ছুটী লইবার চেষ্টা করিলেন, সাহেব দিল না। আবার বাড়ী হইতে দেবেন্দ্র নাথের দিদি বামাসুন্দরী পত্র লিখিলেন, "বৌয়ের পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, ভাল রকম চিকিৎসা হইতেছে না, এখনও তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, ইহার পর তাহাও ঘটিবে না।" এবার দেবেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি যোগেন্দ্রকে বাটী পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, ঘরে তালা লাগাইয়া সকলকে লইয়া আসিবে।

দেবেন্দ্র বাবুর সমস্ত পরিবার বাসায় আসিয়াছেন, স্ত্রী ভারী কাহিল, পীড়া চিকিৎসকের অসাধ্য, তবুও "যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ" বলিয়া চিকিৎসা চলিতেছিল, দিন পনর পরে পতিপুত্র ও শাশুড়ী ননন্দা আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া দেবেন্দ্র বাবুর সাধ্বী স্ত্রী গোলাপসুন্দরী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মাসেক পরে দেবেন্দ্র বাবুর মাতা, জেঠাইমাতা ও ভগিনী মাতৃহীন শিশুবালকটিকে লইয়া শোকাকুলচিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন সকলেই, কেবল আসিলেন না শাশুড়ী ননন্দার প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীতে অনুরক্তা, পুত্র ও দেবরগণে স্নেহময়ী, গৃহের আনন্দময়ী, পরিজনগণের আরামদায়িনী, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী—গোলাপ সুন্দরী।

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এটা কি?

বড় বৌ। এটা সিসের চাকৃতি। হরিণের পেটের গুলি কামারের হাতুড়ীতে পিটে ঐরকম চাকৃতি করে গলায় দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। গলায় দিলে কি হয়?

বড়বৌ। অনেক রোগ ভাল হয়। এক বার আমাদের গ্রামে এক জন লোক হরিণ মাংস বেচ্‌তে আসে, তাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনিয়েছি।

শান্তি। পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনাতে হ'য়েছে! সিকি পয়সা দিলে যে এখানে এর চারি গুণ গুলি পাওয়া যায়।

বড়বৌ। এ সব গুলিতে কাজ হয় না। শিকারীরা যে হরিণ মারে, সেই হরিণের পেটের গুলি চাই।

শান্তি। হরিণের পেটের গুলি না হলে হবে না কেন?

বড়বৌ। হরিণ শিকারীরা বলে, হরিণ বনে এমন অনেক রকম পাতা লতা ওষুধের গাছ গাছ্ড়া খায়, যাহা এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। সেই সব গাছ গাছ্ড়া হজম হয়ে পেটে ওষুধ হয়। সেই পেটে বন্দুকের গুলি গেলে ওষুধের সঙ্গে মিশে ওষুধ হয়ে যায়। তাইতে হরিণের পেটের গুলি এত উপকারী।

শান্তি। উপকারী যদি, তবে আপনার ছেলের উপকার হল কৈ?

বড়বৌ। আর মা, আমার "অদেষ্ট"। আঁটকুড়ীর ব্যাটা টাকা কটি ফাঁকি দিয়ে নিলে।

শান্তি সরোজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দিদি দেখুন দেখি, হরিণ শিকারীদের কেমন টাকা নেবার ফন্দি! একটা হরিণ বেচে পাঁচটাকা পায় না, কিন্তু একটা সামান্য গুলি বেচে পাঁচটাকা! আমি অনেক ছেলের গলায় ঐ রকম দেখেছি। সরোজিনী বলিলেন, কত ধূর্ত্ত লোক ঐ রকমে ভাল মানুষকে ঠকাচ্ছে। প্রবঞ্চকেরা যাই বলে, সরল লোকে তাই বিশ্বাস করে। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, বাটপাড়ী, রাহাজানি, ভাণ্ডামি, গুণ্ডামি, ষণ্ডামির মস্ত একটা ব্যবসা যেন পৃথিবীর চারিদিকে চলেছে।

তৎপরে শান্তি সেই সকল মাদুলি হাতে লইয়া বলিলেন, উঃ এ যে প্রায় আধ্ সের ভারি! এতে কি আছে?

বড় বৌ। এই সব সোনার মাদুলিতে ঠাকুরের ওষুধ, রূপোর মাদুলিতে "গুণিনের" ওষুধ, তাঁবার মাদুলীতে কবচ আর উদাসীনের ওষুধ আছে। আর এই যে সব "পুঁটুলীপাঁটুলী" এতে যে যখন যা বলেছে, তখন তাই বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। কি কি, বলুন না শুনি।

বড় বৌ। এই সব সোনার মাদুলীতে "পঞ্চানন্দ" মনসা, চিলেশ্বরী, নবদুর্গা, "দক্ষিণদ্বার" শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, জলষষ্ঠী, "রক্ষেকালী", "কসাই কালী," শ্মশানকালী," জয়চণ্ডী, "বিশালাক্ষী," "তারকেশ্বর," "বাবা কপিলমণি,"গাজিসাহেব, পীর গোরাচাঁদ, বদর সাহেব, গাজি ফৌজ্‌দার, পাঁচপীর, নারায়ণজী, সত্যপীর, ওলাবিবি, আশানবিবি, পাষাণবিবি, বোরকুৎ বিবি, সুবচনী আর আর ঠাকুরদের "থানের" মাটী, ঘটের জল, "কাঁড়ান" ফুল আর স্বপ্নদত্ত ওষুধ। আর এই রূপোর মাদুলীতে রাগচণ্ডালের হাড, কাল বেরালের "ফুল," "ছেলে মাছের"দাঁত, "ভাল্লুকের" গায়ের লোম, পেঁচার পালক, "উদ্‌বেরালের পিত্তি," বাঘের জিভ, সাদা ঝিণুকের পোঁটা, হাতীর "নাদ," উৎসর্গ ষাঁড়ের খুর, আর আর কত কি আছে মনে নাই। তাঁবার মাদুলীতে আছে রামকবচ, "রক্ষে" কবচ, "বংশকবচ," জয়কবচ, লক্ষ্মীকবচ, রাধাকবচ, কৃষ্ণকবচ, সূর্য্যকবচ, শিবকবচ, ব্রহ্মাণ্ডবিজয়কবচ,

বিদ্যাকবচ, অক্ষয়কবচ, মথুরার কদম-ফুল, হিমালয়ের "গিরিমাটী," কৈলাসের "কল্পতরু" ফুল, গুজ্‌রাটের বটফল, কাশীর যজ্ঞডুমুরের ফুল, সীতা কুণ্ডের জল, হরিদ্বারের মাটী, প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মাটী, সাগর সঙ্গমের মাটী, "কামরূপ কামিক্ষের" মাটী, কালী-ঘাটের কালীর কপালের সিঁদূর, বিন্ধ্যা-চলের বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার ফুল, জগ-ন্নাথের মহাপ্রসাদ, শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝঁটার কাটি, ফল্‌গু নদীর বালী, বৈত-রণীর কাদা, পারিজাতের শিকড়, রক্ত "চন্দনের" ফুল। আর এই যে সব "পুটলী পাটলী," এতে আছে "নিদ্‌লী," ভূতভৈরবী," "ওয়ে বাব্‌লার' শিকড়, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত সিমূল, "আঁত মোড়া" "ময়না" কাঁটা, "বাদুড় ঝুট্‌পুটে", "ম্যাড়া সেড়ী", "বন চাড়াল", "তারা ভারা", "নোদকাট," "ভোঁদকাট," "বনহলুদ," "তন্ধালম্বা," "ম্যাদার মাটী," কলুর ন্যাতা, ধোবার পাটের কাঠ, ঝাটার দড়ী, কোমরের চাকের মাটী, "ন্যাতা," "গুকানি," "কাল্‌গু," হরিণের বিষ্ঠা, রেলগাড়ীর কাঠ, ফানসের কর্পূর, বংশ-লোচন, গোরচনা, মৃগনাভী, আমড়া আঁঠী, আর একটী রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ যোগিনী-চক্র, "রসকাটী," "ক্‌ক্‌রেকাঁঠী, আর এটি গন্ধকের চাকতি আর ওটি সিকি পয়সা।

নূতন সংবাদ।

১। পূর্ণিয়ার কুমার নিত্যানন্দ সিংহ লেডি ডফারিণ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। সাতপুকুরের বাগানে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কাশীপুর পুষ্পপ্রদর্শনীর অধি-বেশন হইয়াছিল। জজ নরিস সাহেব পুষ্পপ্রদর্শনী খোলা উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শোভাবাজার দাতব্য সভার হাত দিয়া ২৫০ বোম্বাই চাদর গরিব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবাদিগকে বিতরণ করিয়াছে।

৪। সম্প্রতি রেঙ্গুণ সহরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শতাধিক গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছিল। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইল বোম্বাই পুনানগরে অগ্নি-কাণ্ড হইয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সামগ্রী ধ্বংস হইয়াছে।

৫। কতকগুলি নরপিশাচ মেদিনী-পুর হইতে মেয়ে ধরিয়া আনিয়া কলি-কাতায় বেশ্যাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইহাদের ২১ জন ধৃত হইয়া মেদিনীপুর সেসন জজের বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬। লেডী ল্যান্সডাউন স্বর্গীয়

কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রান্নাঘর, রাঁধিবার হাঁড়ী, কড়া, কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। লাটমহিষী এখানে ১ঘন্টা পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

বামারচনা।

প্রীতি-প্রতিমা।

১

মরিতে জনম মম
মরণে করি না ভয়,
মরিব মা, তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

২

সংসারের অবহেলা,
অনাদর, অপমান,
কভু না দেখিব চেয়ে
কাণে নাহি দিব স্থান।

৩

মানবের—জগতের
দূরে—শত দূরে র'ব,
নি'র্জন বিজন-বাস
আনন্দে সকলি স'ব।

৪

নাহয় গোলাপ, বেলি,
ফুটিবেনা মোর বনে,
"বউ কথা কও" কথা
কবেনা আমার সনে।

৫

না হয় আমার বাড়ী
ব'বে না মলয় বায়,
সরস বসন্ত হেথা
আসিবে না পুনরায়।

৬

না হয়, তরুণ উষা
ছড়াবে না সোণা হাসি,
শরতে চাঁদিমা চারু
ঢালিবে না সুধা রাশি!

৭

না হয়, এ ম্লান বুকে
আরও লাগিবে কালি,
বিরক্ত সংসার মোরে
শত মুখে দিবে গালি।

৮

বড় "আপনার" জন
সেও পর হয়ে র'বে,
নীরবে আঁধার চিত
আঁধারে মগন হবে!

৯

পাষাণ পরাণে মম
এ সবি সহজে স'য়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১০

ভিক্ষা করা, পায়ে ধরা,
বজ্র হেন বাক্যবাণ,!
তোর লাগি কভু আমি
নাহি ভাবি "অপমান।"

১১

আগুনে পুড়েছে যেই
সে কি তাপে ভয় করে?
সমুদ্রে বসতি যার
সে কি গো শিশিরে ডরে?

১২

অযুত আঘাতে যাহা
ভেঙে গেছে সমুদায়,
যতই আঘাত কর,
তা' কি আর ভাঙা যায়?—

১৩
—আমারো এ মৃত প্রাণ
মরিবার নাহি ভয়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১৪
অনাথ কাঙ্গাল আমি
তাই দয়াময় বিধি,
দিয়াছেন স্নেহাশীষ
তো'হেন অমূল্য নিধি!

১৫
তোরি তরে সাধ আশা,
তোরি তরে বাড়ী ঘর,
তোরি তরে স্নেহ প্রীতি,
তোরি তরে পরাপর।

১৬
সংসারে বন্ধন তুমি,
হৃদয়ের ভাল বাসা,
কন্মে উৎসাহ মম—
—খুঁজিয়া না পাই ভাষা!

১৭
বিধাতার শ্রীচরণে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
বুক ভরা সুখ তোর
দেখে, সুখে ম'রে যাই।

১৮
তোর সুখ-আশে আমি,
কিবা না পারিব বল,
ডুবিব অনলে সুখে
শুকাইব সিন্ধু-জল!

১৯
কি করিলে তোর মুখে
চির-সুখ-হাসি র'বে?
শোক, রোগ, পাপ, তাপ,
কিসে শত দূর হবে?—

২০
জানি না ললাট-লিপি—
কি বাসনা দেবতার—
বোঝেনা অবোধ নর
অদৃষ্টের সমাচার!—

২১
—জানি এই, বিশ্ব মম
ও প্রীতি-প্রতিমা-ময়!—
মরিতে মা তোর তরে
আমার কিসের ভয়?

শ্রী প্রিয়-প্রসঙ্গ ও কাব্যকুসুমাঞ্জলি
রচয়িত্রী।

নব লাট আগমনে।*

এস এস নব লাট এস এলগিন!
আজি ভারতের ভাগ্যে বড় শুভ দিন।
রাজ-প্রতিনিধি তুমি, এসেছ ভারতভূমি,
ভারত কল্যাণ ব্রত করিয়া গ্রহণ,
সমাদরে কে না তোমা করিবে বরণ?
তব শুভ আগমনে হৃদয় সবার
আনন্দ সাগর মাঝে দিতেছে সাঁতার।
কিন্তু মোরা দীন, হীন, রোগে শোকে কাটে দিন,
তব যোগ্য উপহার কি দিব তা বল?
প্রাণের ভকতি এক আছয়ে সম্বল।
সে ভকতি-ফুলে মালা করিয়া গ্রন্থন,
দিলাম তোমার পদে করগো গ্রহণ।
রাজ্ঞীর স্বরূপ তুমি, এসেছ ভারত ভূমি,
রহ নিরাপদে সদা আনন্দিতমন,
পুত্রবৎ প্রজাগণে করহ পালন।
একমনে একপ্রাণে আমরা সকলে
এ মিনতি করি জগদীশ-পদতলে—
তোমার সুখ্যাতি চয়, ভরুক্ ভুবনময়,
তোমার সুযশ গান করুক সবাই,
দূর হোক্ ভারতের আপদ বালাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী,
খাজপুর।

* স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইল। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫০ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩০০— মার্চ্চ ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নবলাট এলগিন—লর্ড এলগিন তাঁহার উদার-হৃদয়তাদ্বারা ইতিমধ্যে সকল শ্রেণীর প্রজার আদর ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। বড় বড় অনেক সভাসমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে এদেশের অশেষ মঙ্গলের আশা করিতেছেন। লর্ড এলগিনের চরিত্রও দেবচরিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে—তিনি নিরামিষাশী এবং মাদক স্পর্শও করেন না।

নবলাট পরিবার—আমাদের বড়লাট লর্ড এলগিন বাহাদুরের ১০টী সন্তান। তাঁহার প্রথম ৩ কন্যা লেডি এলিজেবেথ, খৃষ্টীয়ানা ও কনষ্টান্স সঙ্গে আসিয়াছেন—তাঁহাদের বয়স ১৭, ১৫ ও ১৪ বৎসর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লর্ড ব্রুসের বয়স ১৩ বৎসর। তিনি এবং অবশিষ্ট ৬টী শিশুসন্তান বড়লাট বাহাদুরের ভগ্নী লেডী লুইসা ব্রুসের তত্ত্বাবধানে দেশে আছেন।

বোবা বালকদিগের শিক্ষা—গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটীকলেজে বোবা-কালাদিগের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিবরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক মান্যগণ্য সহৃদয় লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

স্ত্রীরত্ন—মেরী পুলি-নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মনোবিজ্ঞান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া-

ছেন। ইহাদের মধ্যে ১৬০ জন পুরুষ ছিলেন।

দূর নিকট হইল—কলিকাতা হইতে নাগপুর ৭৬০ মাইল। এই উভয়ের মধ্যে টেলিফোঁ নলের যোগ হইয়া কথোপকথন চলিতেছে। নাগপুর হইতে নলের এক মুখ দিয়া একজন কথা বলিতেছেন, কলিকাতায় শ্রোতা আর মুখ দিয়া শুনিতেছেন যেন বক্তা নিকটে বসিয়া আলাপ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য!

দান—রাউলপিণ্ডির মাননীয় ক্ষেম সিংহবেদী আপন জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থদ্বারা উক্ত সহরে এক শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপাততঃ ঐ টাকার মধ্যে ১লক্ষ টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। (২) মিয়ানমিয়ের সেঠ বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী রায় রামরতন বাহাদুর মৃত্যুর পূর্ব্বে ৫০ হাজার টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

নূতন প্রধান রাজমন্ত্রী—সংবাদ আসিয়াছে গ্লাডষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করাতে লর্ড রোজবেরী প্রধান রাজমন্ত্রি পদে বৃত হইয়াছেন।

মৃত্যু—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যদুনাথ মল্লিক এবং রেইস ও রায়তের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের মা।

প্রহ্লাদ মহাশয় সত্যকালের বালক ভক্ত। তাঁহার মহীয়ান্ চরিত্রের অনুপম জ্যোতিঃ ত্রিযুগব্যাপী অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কলিকালকেও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! তাঁহার অলৌকিক চরিত অবলম্বনে কত প্রবন্ধ, কত কাব্য, কত সন্দর্ভ এবং কত কি বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রহ্লাদচরিত্র কত লোকের উপজীবিকা হইয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করে? থিয়েটারে প্রহ্লাদ, যাত্রায় প্রহ্লাদ, কথকের বেদিতে প্রহ্লাদ, মুদীর দোকানে, কলুর ঘানিতে, স্কুল—পাঠশালায়, প্রহ্লাদ না আছেন, এমন স্থানই নাই। জগৎপাবনী সুরধুনীর ন্যায় প্রহ্লাদচরিত্র হিন্দু জগৎকে চিরকাল পবিত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে গর্ভ হইতে এই অসমুদ্রসম্ভৃত ভুবনবিজয়ী মহারত্নের উদ্ভব, সেই গর্ভধারিণী কয়াধু রাণীর উল্লেখ ত বড় শুনা যায় না। আজ আমরা এই প্রবন্ধে সেই ভগবৎপরায়ণা সাধ্বশীলা রাণীর দুই একটী কথা বলিব।

ত্রিলোকাধিপতি অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা এবং কয়াধুরাণী তাঁহার মাতা, ইহা অপর সাধারণ সক-

লেই অবগত আছেন। সে সকল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণদ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।' এস্থলে কেবল ইহাই দেখাইতে হইবে যে, যে গর্ভে প্রহ্লাদ সদৃশ ভগবদ্ভক্তের জন্ম হইয়াছিল, ভগবান্ সেই গর্ভটাকে সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযোগী করিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপুর প্রতাপে ত্রিভুবন প্রকম্পিত। এমন কি হিন্দু পুরাণ মতে, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন জন্য স্বয়ং ভগবান্‌কেও অবতার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর হৃদয় এত কঠিন ও নৃশংস যে, পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেননা বিষ্ণুকে তিনি আপনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার শত্রুর আশ্রয় লইয়াছে, এ অপমান তাঁহার সহ্য হয় নাই। এই জন্যই তিনি প্রহ্লাদের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করেন। পুত্র সহস্র অপরাধী ও সহস্র অত্যাচারী হইলেও পিতা তাহাকে সহস্র দণ্ডদানে সক্ষম ও অধিকারী বটে; কিন্তু প্রাণনাশের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপু সেরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতেও বিমুখ হন নাই। যে ব্যক্তি আপন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারে, তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের প্রতিকূলাচারী ছিল, একথায় কি কাহারও বিশ্বাস হয়? বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রতাপশালী দুর্দ্ধান্ত পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়া যে সকল ললনার ললাটলিপি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রকৃতরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, তাহাইবা কে বিশ্বাস করিতে পারে? আমরা দেখাইব, ভক্তিদেবীর কৃপায় কয়াধু মহিষীর বামাহৃদয় এত উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল যে, হিরণ্যকশিপুরূপ জলন্ত অগ্নিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

প্রহ্লাদ মহাশয় অসুরারি হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া মদগর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বধ করিবার বিবিধ চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে মনে করিলেন, প্রহ্লাদের গর্ভধারিণী প্রহ্লাদের এই দুর্ম্মতি দূর করিতে সমর্থা হইবেন।

"এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে,
বুঝাইতে কহি পাঠাইয়া।
কয়াধু সুমতি রাণী, ভুবন পাবনী ধনী,
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লইয়া॥
ঘন মুখ চুম্বয়ে, মস্তকে আঘ্রাণ লয়ে,
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
পিতা তোর কত দিলা দুখ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদ জননী কয়াধু রাণী পুত্রকে এইরূপ স্নেহাদর করিয়া তাঁহাকে অতি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন এবং বিষ্ণুভক্তি ছাড়াইয়া দিবার জন্য রাজার

বিশেষ নির্ব্বন্ধ থাকিলেও তিনি পুত্রকে এইরূপ লোকবেদসাধুসম্মত উপদেশ দিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বাঁধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হইতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈব গতি, কি দুষ্ট অসুরমতি,
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পারাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষম গরলে পুষ্ট,
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অসুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, মরণে হইবে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্ম নাহি সবে॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখিও করিয়া পণ,
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি,
জনম জীবন মম, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি॥" ভক্তমাল।

কয়াধুরাণী পুত্রকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে স্নান ভোজন করাইলেন এবং রাজসভার যোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। এরূপ শিক্ষায় রাজা পুত্রকে হত্যা করিবেন, তাহা একবারও মনে করিলেন না। তাঁহার ভগবানে এতই বিশ্বাস ও এতই নির্ভর যে, লৌকিক পুত্রস্নেহ তাহার নিকট তিষ্টিতে পারিল না, প্রবল স্রোতে পতিত তৃণবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল।

জননীর নিকট শিক্ষা ও সহানুভূতি পাইয়া প্রহ্লাদের মুখজ্যোতিঃ দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজা তদ্দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, মাতার যত্নে প্রহ্লাদ এখন নিশ্চয়ই কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অঙ্গে হস্তামর্শ পূর্ব্বক কহিলেন,—' "আমি যাহাকে তৃণবৎ গণ্য করি না, তুমি আমার পুত্র হইয়া সেই হরিকে ভজনা কর, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়। অতএব আমার সহিত আর হঠ ব্যবহার না করিয়া হরির আনুগত্য ত্যাগ কর।" প্রহ্লাদ পিতার এরূপ আদর ও লৌকিক সুখৈশ্বর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাহাতে ভুলিলেন না। কহিলেন :—

"প্রহ্লাদ কহে যে পুন,, মহারাজ কহি শুন
যতেক কহিলে নীতি বাণী।
সকলি অনিত্য হয়, সংসর্গ বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দুষ্ট মানি॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়ে রহয়।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণ মাত্রে উড়িয়া পলায়॥
মহারাজ ভজ পদ অভয় শরণ।
কাপুরুষ যেই জন, নাহি ভজে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভজন॥

তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে অনিত্য সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম।
সংসার যাতনা ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কাম॥
ইন্দ্রিয় বিষয় আনে, দুঃখ সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাপর সুখ রাশি,
নাবুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ তৃষ্ণা,
ভজহরি অভয় চরণ।
বিষয় যে কুটী নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
সদা কর অনন্যশরণ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদের এই সকল উক্তির পর যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধে সে সকল বক্তব্য নহে। এস্থলে কেবল ইহাই দেখান উদ্দেশ্য, মানবগণ দেবতুর্ল্লভ ভক্তিধনে ধনী হইলে লৌকিক ভোগৈশ্বর্য্য, সুখবিলাস ও ভয়মৈত্রী কিরূপে তুচ্ছ করিতে পারে এবং তাহাদের হৃদয় কত উচ্চভাব লাভ করে। ভক্তি শাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হইলে তীব্র ভক্তিযোগশালী ব্যক্তিগণ কৈবল্য মুক্তিকে নরক তুল্য, স্বর্গসুখকে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক পদার্থ, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষদন্তবিহীন কালসর্পবৎ, বিশ্বকে সুখপূর্ণ এবং বিধি মহেন্দ্রাদিকে কীট তুল্য মনে করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদচরিত্র এই উক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রহ্লাদ, ত্রিলোকবিজয়ী দুর্দ্দান্ত বহির্ম্মুখ পিতা হিরণ্যকশিপুকে যে উপদেশ দিলেন, তাদৃশ নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা, বিষয়বিরাগী ভগবৎভক্ত ব্যতীত আর কে প্রকাশ করিতে পারে? চৈতন্যচরিতের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তি বাস্তবিকই ভগবানেরও লোভনীয় পদার্থ। এইজন্যই শাস্ত্রে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ভক্তির উদয়ে ভক্ত ভগবানের সাহায্য লাভ করেন, তাদৃশ ভক্তি, জীবের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। যেখানে ঘটে, সেইখানেই কয়াধুরাণী ও প্রহ্লাদের সৃষ্টি হয়। অতএব আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠিকা কয়াধুরাণী হইয়া পাপ-কলুষিত বঙ্গভূমিকে পবিত্র করুন এবং প্রহ্লাদ সদৃশ পুত্রের জননী হউন।

লেডী হেনরী সমারসেট্।

(গত বারের শেষ)

তিনি শ্রমজীবী কৃষকদিগের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন; এবং প্রসূতিগণকে আপন গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া সন্তান

পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এইরূপে লেডী সমারসেট প্রজামণ্ডলীর হিতসাধনে যত্নবতী হইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি গাইয়াছেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যানাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

অর্থাৎ বায়ু যে দিকে বহিতে থাকে, পুষ্পসৌরভ সর্ব্বদা সেইদিকেই চালিত হয়, মানবের ধর্ম্মসৌরভ আপনাআপনি চতুর্দ্দিকে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। লেডী সমারসেটের গুণের সৌরভ কি কেবল স্বগ্রামেই বদ্ধ ছিল? না, তাহা নহে। তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী। যখন এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, অমনি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রাম সকল হইতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিল না, দূরপ্রসারিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার স্বাভাবিক বক্তৃতা শক্তি যথেষ্ট ছিল। অভ্যাসদ্বারা সেই স্বাভাবিক শক্তি আরও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। লেডী হেনরী অনেক গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মজ্ঞান অভাবে লোক সকল অতি হীনভাবে পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। যাহাতে চারিদিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হয়, এইজন্য স্থানে স্থানে লৌহনির্ম্মিত ভজনালয় সংস্থাপন এবং ধর্ম্মযাজক ও পরিব্রাজক নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় বহুসংখ্য পুরোহিত মিলিত হইয়া লেডী হেনরীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, লেডী হেনরী তাঁহাদিগের কৌলিক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সেইজন্য ইনি নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করিতেছেন। কৌলিক ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এমন কি সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিল। একবার তিনি যাজকবর্গকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের জন্য অন্নপান প্রস্তুত, কিন্তু কেহই তাঁহার বাটীতে আসিলেন না; একজন লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যে সকল ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত এবং যাজক ও পরিব্রাজককে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় যাজকমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, অতএব আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, সেইজন্য আমরা কেহই আপনার গৃহে অন্নপান গ্রহণ করিব না।" তিনি এইরূপ প্রত্যাখ্যানে অপ্রতিভ হইলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ক্রিকেট ক্লবের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের পর যাজকদিগের জন্য প্রস্তুত অন্নপানদ্বারা উঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ধর্ম্মযাজকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার

আর কেহই তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হন নাই।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, কুমারী ফ্র্যান্সেস্ উইলার্ডের লিখিত একখানি পুস্তক লেডী হেনরীর হস্তগত হয়। সেই পুস্তকের নাম "Nineteen Beautiful Years" বা "সুন্দর উনবিংশতি বর্ষ"। এই উনবিংশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যে নারিজাতির বিশ্বব্যাপিনী মাদক-নিবারিণী সভার শাখা প্রশাখা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা সুরাপান ও সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজে তুমুল আন্দোলন সমুপ-স্থিত করিয়াছে, কুমারী উইলার্ড সেই সভার সংস্থাপয়িত্রী। তল্লিখিত প্রাগুক্ত পুস্তকে ঐ সভার কার্য্য বিবরণ প্রক-টিত হইয়াছে। লেডী হেনরী এই পুস্তক পাঠ করিয়া এমনই উৎসাহিত হইলেন, যে তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। কুমারী উইলার্ডকে দর্শন এবং তাঁহার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তদ্দণ্ডেই আমেরিকা যাত্রা করিলেন। তিনি আমেরিকায় উপনীত হইয়া সিকাগো নগরীতে উইলার্ড পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারী উইলার্ডের জননী এই ইংরাজ মহিলাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাকে পাইয়া মনে করিলেন যেন তাঁহার মৃত মেরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আবার এই মর্ত্যধামে লীলা করিতে আসিয়া-ছেন। সুরাপান নিবারণ করিবার জন্য নারিজাতি দ্বারা কি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, লেডী হেনরী তাহা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমে-রিকার সর্ব্বত্র লেডী হেনরী সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিয়া ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমেরিকাবাসিগণ যে কিরূপ উৎ-সুক হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। লেডী হেনরী যে কিরূপ প্রতিভাশালিনী রমণী, আমেরিকাবাসিগণ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং আমেরিকা-বাসীরা সৎকার্য্যে কিরূপ উৎসাহী এবং কর্ম্মশীল লেডী হেনরীও তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন।

সিকাগো নগরীতে লেডী হেনরী "ইউ-নিয়ান সিগ্ন্যাল" নামক সাময়িকপত্রি-কার সম্পাদকতা কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই "ইউনিয়ান সিগ্ন্যাল" আমেরিকায় খৃষ্টীয়মহিলাগণের সুরাপান প্রতিশোধক সম্মিলনীর মুখপাত্র। এই মহানগরীতে অবস্থানকালে তিনি ধর্ম্ম-যাজক মুডীর ধর্ম্মবিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্য-য়ন করেন। অতঃপর তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশে নিজের সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হই-লেন।

লেডী হেনরী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন দক্ষিণ ওয়েলসের শ্রম-জীবীদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে, এই স্থানের শ্রমজীবিদলের

অবস্থা যারপরনাই হীন। দক্ষিণ ওয়েল্‌-সের উপত্যকাপ্রদেশে যে সকল পল্লীগ্রাম আছে,সে সকল সর্ব্বদা ধূমাচ্ছন্ন। পথ ঘাট সর্ব্বদা কর্দ্দমিত। এই স্থানে অনেকগুলি লোহের কারখানা আছে। শ্রমজীবিদল ঐসকল কারখানায় দৈনিক পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অতি কষ্টে নির্ব্বাহিত হয়। তাহার উপর এই সকল লোকদিগের পানদোষ এমনি প্রবল যে, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধি-কাংশ সুরাক্রয়ে ব্যয়িত হয়, কাজেকাজেই অন্যান্য পরিবারদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করিতে তাহাদিগকে খুব কম দেখা যায়। কোন প্রকার নীতি বা ধর্ম্মের শাসন না থাকাতে এই সকল শ্রমজীবী পশুর মত জীবন যাপন করে। লেডী হেনরী ইহাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ঐসকল স্থানে আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি স্থানে স্থানে পটমণ্ডপ স্থাপন এবং গৃহ ভাড়া করিয়া শ্রমজীবীদিগকে আহ্বান করিতে লাগি-লেন এবং কিরূপে তাহারা আপনা-দিগের অন্ধকারময় জীবনকে সুখময় করিতে পারে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, লোকের সঙ্গে না মিশিলে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এইজন্য তিনি শ্রমজীবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সহিত এক সঙ্গে বাস এক সঙ্গে আহারাদি করিতে লাগিলেন। মোটের উপর ইহারা যেরূপভাবে থাকে, তিনিও সেইরূপভাবে থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের অভাব যখন তিনি সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত হইলেন, তখন সেই অভাব দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

কুমারী উইলার্ড আমেরিকাতে নারী-জাতির সুরাপান নিবারণার্থ যে মহা-সমিতি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশমহিলাগণের মাদক নিবারণী সভার সম্যক যোগ স্থাপনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকা এই দুই মহাদেশের মহিলাগণ মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং বিবিধ-প্রকার দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করেন, ইহাই লেডী হেনরীর উদ্দেশ্য। এই মহান্‌ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগি-লেন। বিগত ১৮৯১ খৃঃঅব্দে লেডী হেনরী বৃটিশ মহিলাগণের মাদক নিবা-রণী সভায় সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি অদ্যাপি সেই সভায় সভাপতি নিযুক্ত আছেন। তিনি যখন প্রেমসূত্রে আমে-রিকা এবং গ্রেট বৃটনকে সম্বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অনেক অনু-দার ইংরাজ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, লেডী হেনরী গ্রেট বৃটনকে আমেরিকার মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরাজ মহিলাগণকে মার্কিনভাবাপন্ন করিয়া তোলা ভাল নয়, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু পরিশেষে বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া গেল, লেডী হেনরীর উদার নীতিরই জয় হইল।

লেডী হেনরী দেখিলেন কেবল স্বরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে হইবে না। সর্ব্বাগ্রে পতিতা রমণীদিগের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। পতিতা রমণীগণই সুরারাক্ষসীর সহচরী। বেশ্যালয়ই স্বরাপূজার প্রধান স্থান। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই সকল নরপিশাচীদিগকে দুর্নীতির অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করা চাই, নতুবা উপায় নাই। অনুদার ইংরাজদল এই মহাপাপ নিবারণের বিরোধী ছিলেন। এইজন্য ইহাঁরা লেডী হেনরীর কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহারা বলিয়াছিলেন, সুরাপান নিবারণার্থ বৃটিষমহিলা সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, অন্য প্রকার দুর্নীতি মার্গের সংস্কারে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল ঐ কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লেডী হেনরী ইহাদিগের অসার যুক্তি খণ্ডন করেন এবং আপনার শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বৃটিশমহিলাসমাজের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োজিত হন। এইরূপে লেডী হেনরী সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেনে এক তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে হুইগ এবং টোরী নামক দুই সম্প্রদায় আছে। এই টোরী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি একবার বিলাতের রাজসভার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হন। ইনি চরিত্রবান্ নন, তদ্ব্যতীত ইনি একজন মদ চোলাই কারখানার স্বত্বাধিকারী। এরূপ ব্যক্তি মহাসভার সভ্য হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এইজন্য লেডী হেনরী প্রকাশ্য সভায় তাহার নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। টোরী সম্প্রদায় এই প্রতিবাদে ক্রোধান্ধ হইয়া সভা ভঙ্গ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। উহাঁরা কেবল সভা ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেডী হেনরীকে প্রহার এবং অপমানিত করিবার জন্য উহার গাড়ী অনুসরণ করেন এবং মারিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন। লেডী হেনরী ইহাদিগের অভদ্র আচরণে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা বিচলিত হন নাই। বরং নির্ভীকভাবে এবং সমধিক অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নারীজাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বিলাতে উদারনৈতিক নারীদিগের যে এক সভা আছে, লেডী হেনরী তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন প্রধান সভ্য। নিরাশ্রয় বালিকাদিগের প্রতিপালন ও সৎশিক্ষার জন্য ইনি রিগেটে এক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনেক অনাথা বালিকা এখানে বিনা ব্যয়ে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া এখন স্বাধীনভাবে সুখে সচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। রোগার্ত্ত দীনদুঃখীদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস

সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে অসংখ্য দীন দরিদ্র ঔষধ পথ্য ও সেবা প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। রিগেট ও ইষ্টনর প্রাসাদের অবারিত দ্বার সর্ব্বদা দীন দুঃখীদিগের জন্য উন্মুক্ত।

সাধারণ শিক্ষা বিস্তার এবং সদ্‌জ্ঞান প্রচারার্থ ইঁহার "উওম্যানস্ হেরালড্" নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে. ইনি স্বয়ং সেই সংবাদ পত্রের সম্পাদিকা। ইংরাজীতে গদ্য লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তদ্ব্যতীত ইনি কবিতা রচনা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। ইঁহার পুত্রের বয়স এখন একবিংশতিবর্ষ। সম্ভবতঃ ইনিও জননীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন।

সতী ও শান্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এ মাদুলীটি কিসের?

বড়বৌ। ওটি "অষ্টধেতে" মাদুলী।

শান্তি। এর মধ্যে কি আছে?

বড়বৌ। বল্‌বনা মা, সেটা ব'ল্‌তে নিষেধ আছে।

শান্তি। বলুননা, ব'ল্‌তে দোষ কি? যদি ভাল ঔষধ হয়, জান্‌লে অনেকের উপকার হ'তে পারে। আমরাত ঔষধের গুণাগুণ সব জানিনা, দিদি এখানে উপস্থিত আছেন, যদি ভাল ঔষধ হয়, ইনি ব'ল্‌বেন।

বড়বৌ। এতে যে ওষুধ আছে, তা "মড়াকে পোয়াতীদের" ভারি উপকারী। এতেই নাকি অনেকের "মড়াঞ্চে" সেরে যায়। তাই মা আমাকে এই ওষুধটি সংগ্রহ করে দিয়েছে।

শান্তি। ঔষধটি কি বলুন্‌না শুনি।

বড়বৌ। আমার ত মা পাঁচটি ছেলে হ'ল। প্রথমে কোথা থেকে এক মরা মেয়ে এল, সেই যত "আপদ্ বালাই" এর মূল। তার পর দুটো ছেলে হ'ল। তাদের মধ্যে একটি "আঁতুড়ে" আর একটি ছ'মাসের হ'তে না হ'তে চ'লে গেল। তারপর আমার "পালান" হ'ল। বাছার আমার "হাতে খড়ি" হ'ল, পাঠশালে গেল, আর, তার পর বছরে......

বড়বৌ আর কথা কহিতে পারিলেন না, দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

শান্তি বলিলেন, থাক্, ওসব কথায় যদি মনে কষ্ট হয়, ব'লে কাজ নাই। আপনি কাঁদ্‌বেন না। বড়বৌ আবার বলিতে লাগিলেন, বার বার ঐরূপ ছেলে-হ'য়ে ম'রে যায় ব'লে, মা ঐ ওষুধ এনে দেয়। এই অষ্টধেতে মাদুলীটি আমার পালানের গলাতে ছিল। এই মাদুলিতে

"পুত্রবতীর" গায়ের মলা, পরণের কাপড়, আর মাথার চুল আছে।

সরোজিনী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "সে কি, এতে কি সন্তান রক্ষা হয়?" বড় বৌ বলিলেন,হাঁ এতে নাকি সন্তান রক্ষা হয় ও "মড়াঞ্চে" সারে। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যাতে পুত্রবতীর গায়ের মলা কৌশল ক'রে তাহার অজ্ঞাতসারে নিতে হয়, "আঁশবঁটী" দিয়ে তাহার কাপড় কেটে নিতে হয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় মাথার চুল কেটে নিয়ে, তিনটী একত্র করে বন তুলসীর শিকড়ের সহিত কাঁটালি কলার মধ্যে পুরে খেতে হয় এবং "অষ্টধেতে মাদুলিতে ক'রে ছেলের গলায় দিতে হয়। ইহাতেই নাকি "পোয়াতীর" "মড়াঞ্চে" সারে এবং ছেলের কোন "ব্যামোশ্যামো"হয় না,সে দীর্ঘজীবী হয়।

সরোজিনী বলিলেন, গলাতে যা কিছু বাঁধা হয়েছে, এর কোনটাতে কি উপকার হয়?

বড় বৌ বলিতে লাগিলেন, "রাগ চণ্ডালের হাড়" গলায় বাঁধিলে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না, "ডাইন বোকোসের নজর" এবং মন্দলোকের' দৃষ্টি হইতে ছেলেকে রক্ষা করে। "কাল বেরালের ফুলে" কোন শোক থাকে না। "ছেলে মাছের দাঁতে" ছেলের দাঁতে পোকা লাগে না এবং ছেলে কখন জলে ডুবে মরে না। "পেঁচার পালকে" ছেলে "লক্ষীবন্ত" হয়। "উদ্‌বেরালের পিত্তি"তে রক্ত আমাশয় সারে। "হাতীর নাদ" বা বিষ্ঠাতে ছেলে হাতীর মত খর্ব্ব "নাদুস্ নুদুস্" হয়। "কুকুরে কাঁটী" গলায় বাঁধিলে "গতর" সুখে সুখে থাকে—কোন রোগ হয় না। মথুরার কদমফুলে কৃষ্ণ সখা হয়। হিমালয়ের "গিরি মাটীতে" ছেলে গৌর বর্ণ ও সুন্দর হয়, কোন রোগ শোক থাকে না—বংশে কখন কাল ছেলে হয় না। কৈলাসের কল্পতরুর ফুলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। গুজরাটের বট ফলে সন্তান দীর্ঘজীবী হয়—কোন রোগ থাকে না। কাশীর যজ্ঞডুম্বুরের ফুল ধারণ করিলে ছেলে খুব ভাগ্যবান্ হয়।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল কে এনে দিলে?

বড় বৌ। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এনে দিয়াছে।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল নাকি তবে মানুষে দেখ্‌তে পায় না? "সাপের পা, পিঁপ্‌ড়ের রা, আর ডুমুরের ফুল," যে দেখে, সে নাকি রাজা হয়? সে সন্ন্যাসী কাশীর রাজা হয়েছে নাকি?

বড় বৌ। "এ পুরী"তে কি আর রাজা হবে? "আর পুরী"তে রাজা হবে।

শান্তি। তবু ভাল। আপনার গোপালকে মন্ত্রী কর্ব্বে ব'লেছে ত?

বড় বৌ। আর মা, জগদীশ্বর কি গোপালের কপালে "অতটা" লিখেছে!

শান্তি। সন্ন্যাসী ঠাকুর এবার যখন "বার্ষিক" নিতে আসবে, তখন কথাটা ঠিক্ করে নিলে হবে। তার পর সীতাকুণ্ডের জলে কি হয়?

বড় বৌ। খোব্ ভাল হয়। হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগর সঙ্গম, কামরূপ প্রভৃতি তীর্থের মাটী গলায় বাঁধিলে কোন রোগ শোক থাকে না। "নিদ্‌লী"গলায় বাঁধিলে ছেলে রাত্রে কাঁদে না, খুব ঘুময়। "ভূত ভৈরবী"তে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না। "আঁত মোড়া"তে ছেলের ঘন ঘন "হাই তোলা" আর "গা ভাঙা" সেরে যায়। "বাছড় সুট্ পুটে" গলায় বাঁধিলে ছেলের শরীরে খুব বল হয়। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত্রিতে অথবা গ্রহণের দিন "ম্যাদার মাটী" বা ধোবার পাটের মাটী চুরি করে আনতে হয়। সেই মাটী ছেলের গলায় বাঁধিলে তাহাকে কখন ভূত-প্রেত ডাইন-যোকসে কিছুই করিতে পারে না। আর ছেলের "দুধ তোলানি" সেরে যায়। কোমরের চাকের মাটীতে "ছোঁয়াচে রোগ" ভাল হয়। বনহলুদে ছেলের "পাগ্‌লা" ভাল হয়। "কলুর ন্যাতা" চুরি করিয়া ছেলের গলায় বেঁধে দিলে ছেলে খুব ধীর হয়—উপদ্রব করে না। "শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝাটার কাঠী" দিয়ে ছেলের নাক কান ফোঁড়াইয়া দিতে হয় এবং একটু কাঠী ছেলের গলায় বেঁধে দিতে হয়। তা হ'লে ছেলে আর মরে না। ঝাঁটারকাঠী গলায় বাঁধিবার সময় এই মন্তরটি বলিতে হয়,—

"গলায় বেঁধে হাড়ীর ঝাঁটা।
যমের দোরে দিলুম্ কাঁটা।"

মন্ত্র শুনে সরোজিনী এবং শান্তি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা হ'লে বুঝি যমবরে বদ্ধ হয়ে থাক্‌বে।" এত যদি কল্লেন তার সঙ্গে যদি চিনের দেশালাইয়ের একটা কাঠী খরচ কর্ত্তেন, তা হলে সব গোল চুকে যেত। যমরাজ ঘরের মধ্যে পুড়ে "খাক্" হয়ে থাক্‌ত; মানুষের জ্বালাযন্ত্রণা সব নিবে যেত; বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্ত্তে পার্ত্ত।

বাঙ্গালা প্রবচন।

স।

১। সুখ দুঃখানি তুল্যানি, যথাত্মনি তথা পরে।
২। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়।
৩। সুখের কপোত বা পায়রা।
৪। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।
৫। সুজন পিরীত সোনা ভেঙে গড়া যায়, কুজন পিরীত কাচ ভাঙ্গিলে ফুরায়।
৬। স্বধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।
৭। সুন্দর বনে বান্দর রাজা।

৮। সুঁচ গড়িতে পারে না,
বন্দুকের বায়না নেয়।

৯। সুঁচ সোহাগা স্বজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।

১০। সুঁচ হয়ে সেঁধোয়,
ফাল হয়ে বেরোয়।

১১। সেই একদিন আর
এই একদিন।

১২। সেই কড়ি ক্ষয়, তবু
বৌ সুন্দর নয়।

১৩। সেই গাধা সেই জলে যায়,
তবু গাধা ঘুলয়ে খায়।

১৪। সেইত মল খসালি,
তবে দেশটা কেন হাসালি।

১৫। সেই বুড়ি নাচে,
কত কাচ কাচে।

১৬। সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুক্ ঠুকনিতে ভয় পায় না।

১৭। সেকরার ঠুক ঠাক্,
কামারের এক ঘা।

১৮। সে কহে বিস্তর মিছা,
যে কহে বিস্তর।

১৯। সে কাল গেছে বয়ে,
এঁটে কচু খেয়ে।

২০। সে গুড়ে বালি।

২১। সেধে পড়ে ভাব,
আর মেজে ঘসে রূপ।

২২। সে বড় কঠিন ঠাঁই,
গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

২৩। সে রামও নাই
সে আযোধ্যাও নাই।

২৪। সেরেকে পশুরি চুরি।

২৫। সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।

২৬। সোনা দানা দুধের বাটী,
ছুয়ো মেগের গুচলা মাটী।

২৭। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।

২৮। সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল,
কসিতে পিতল হল।

২৯। সোনার অঙ্গ কালি হল।

৩০। সোনার উপর মিনের কাজ।

৩১। সোনার ওজন কুঁচের সঙ্গে।

৩২। সোনার দাঁড়ে কাক বসান।

৩৩। সোনার থালে খুদের জাউ।

৩৪। সোনার পাথর বাটী।

৩৫। সোনার লঙ্কা ছার খার।

৩৬। সোপানৎক সদা ব্রজেৎ।

৩৭। সোপোকার বংশ।

৩৮। সোমে বুধে না দিও হাত,
ধার করে খেয়ো ভাত। *

৩৯। সৌরভে ভ্রমর মজে।

৪০। স্ত্রী গৃহের শ্রী।

৪১। স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্।

৪২। স্ত্রী ভাগ্যে ধন,
স্বামিভাগ্যে পুত্র।

৪৩। স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।

৪৪। স্থান মান নাই, উচ্চ কবর।

৪৫। স্নেহ নীচগামী।

৪৬। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,
বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

* প্রাচীন হিন্দুদের মতে সোম ও বুধবারে গোলা হইতে ধান পাড়িতে নাই, বরং ধার করিয়া খাওয়া ভাল।

৪৭। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

৪৮। স্বনামা পুরুষোধন্যঃ
পিতৃনামাচ মধ্যমঃ।

৪৯। স্বয়ং সিদ্ধঃ।

৫০। স্বয়মসিদ্ধঃ কথং
পরান্ সাধয়তি ?

৫১। স্বর্গের অপ্সরী।

৫২। স্বামীর কিবা সুখ,
পৌষ মাসে ভাতের দুখ।

৫৩। স্বামী নাই পুত্র নাই,
কপাল ভরা সিন্দুর ;
ধান নাই, চাল নাই,
গোলা ভরা ইন্দুর।

৫৪। স্বামীর হাতে ধন থাকিলে,
স্ত্রীর নাম লক্ষীমণি।

৫৫। স্বপ্নেরও অগোচর।

৫৬। স্রোতে গা ঢালা।

৫৭। স্রোতের আগে টেঁপা ভাসে।

স্বর-সাধন প্রণালী।

স্বরলিপি দেখিয়া গীত শিক্ষা করিবার এক মাত্র অসুবিধা এই, যে তদ্দারা স্বর সকলের যথাযোগ্য স্থায়িত্ব নিরূপণ করা সহজ নহে, এবং এই স্থায়িত্ব নিরূপণ হইলেও ছন্দানুসারে বাজান বা গান করা যায় না। কিঞ্চিৎ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমে বাদন ও গান আপনা আপনিই সহজ হইয়া আইসে। প্রথমতঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এই কয়েকটী অঙ্ক পুনঃ পুনঃ সমান ওজনে মুখে গণনা করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণ কালে অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা ভূমিতে সমান ওজনে আঘাত করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর মুখে গণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূমিতে আঘাত কর। এরূপ না করিলে সমান ওজনে আঘাত করিতে পটুতা জন্মিবে না, কারণ অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা সমান ওজনে আঘাত করিতে এরূপ অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইবে, যে যন্ত্রাদি বাদন কালে আঘাতের নিবৃত্তি ও তাহার পরিমাণ হ্রস্ব দীর্ঘ না হয়। কেননা গাইবার কিম্বা বাজাইবার সময় ঐ আঘাত দ্বারাই স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হইবে।

স্বর অভ্যাস করিতে হইলে একটী এস্রাজ বা বেহালা, কিম্বা সারঙ্গী অথবা একটী হারমোনিয়ম অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহাদের সহিত আওয়াজ সাধিলে কণ্ঠ সুললিত হইবার সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম যন্ত্রটী প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী কেন না ইহার সুর বাঁধিতে হয় না।

হারমোনিয়মের বাম দিক্ হইতে

আরম্ভ করিয়া প্রথম ১৪টী সাদা চাবি ছাড়িয়া পঞ্চদশটী অথবা হারমনি ফ্লুটের ১১টী সাদা চাবি ছাড়িয়া দ্বাদশটী টিপিলে যে স্বর নির্গত হইবে, সেই স্বরটি প্রথমতঃ ছুই এক দিন শ্রবণ করিয়া পরে ওষ্ঠাধর চাপিয়া অল্প শব্দে হুঁ হুঁ করিয়া উক্ত স্বরের সহিত কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা কর। যখন দেখিবে যে হারমোনিয়মের স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলিয়া গিয়াছে, তখন ওষ্ঠাধর মুক্ত করিয়া "সা" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ২।৪ দিন কেবল ঐ স্বরই সাধন করিবে। ঐ প্রণালীতে হারমোনিয়মের চাবি পর পর টিপিয়া ঋ, গ, ম, প, ধ, নি অভ্যাস করিবে। এই সাধনটী প্রকৃতরূপে আয়ত্ত হইলে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর আরোহী ও অবরোহী ক্রমে হারমোনিয়মের সহিত অন্ততঃ একপক্ষ কাল অভ্যাস করিবে।

যখন দেখিবে কণ্ঠস্থ স্বরগুলি যন্ত্রের স্বরের সহিত ঠিক্ হইয়াছে, তখন উদারা ও তারা সপ্তকের স্বর গুলি ঐ রূপে অভ্যাস করিবে। উদারা ও তারা গ্রামের যে কয়েকটী স্বর সহজে বাহির হয়, সেই কয়েকটী অভ্যাস করিবে। জোর করিয়া অতিরিক্ত স্বর বাহির করিতে গেলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

হিন্দু সংগীতে উদারায় প বা ম এবং তারায় ম বা প পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব পাঠিকাগণ অন্ততঃ এই কয়েকটী স্বর উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে। যদ্যপি ইহাও কাহার কণ্ঠ হইতে সহজে বাহির না হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বাহির হয়, সেই পর্য্যন্তই অভ্যাস করা উচিত, ততোধিক বাহির করিতে চেষ্টা যেন আপাততঃ না করা হয়; কেন না যে কয়েকটী বাহির হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, পরবর্ত্তী স্বরগুলি সহজেই বাহির হইবে।

অনন্তর কোমল ও কড়ি স্বরগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উদারা, মুদারা, তারা তিন গ্রামে অভ্যাস কর। প্রকৃত এবং কোমল স্বর উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে এবং মাত্রা বোধ হইলে পাঠিকাগণ অনায়াসে গীত অভ্যাস করিতে পারিবে।

মনে কর, পশ্চাৎ লিখিত এই গীতটী অভ্যাস করিতে হইবে, "তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে।" তু, মি, বি, না, এই কয়েকটী অক্ষর তুল্য সময় অন্তর উচ্চারণ কর এবং তুর স্থানে সা, মি-র স্থানে গ, বি-র স্থানে গ, ও না-র স্থানে গ স্বর লাগাও, তাহা হইলে গীতের ঐ অংশটী অভ্যাস হইল। পরে "কেএ প্রভু" অভ্যাস করিতে হইবে। পাঠিকা দেখিবেন যে, কে-র পরে এ অক্ষরটী আছে, তাহার কারণ এই, বি হইতে না—র অন্তর যত, অথবা না হইতে কে ও প্র—র অন্তর যত, কে হইতে প্র—র অন্তর তাহার দ্বিগুণ, এই নিমিত্ত সুবিধার নিমিত্ত কেও প্র—র মধ্যে এ দেওয়া

হইয়াছে। কে প্রভু ইত্যাদি অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে উচ্চারণ কর এবং কে—র স্থানে ম, প্র—র স্থানে প, ভু—র স্থানে প ইত্যাদি লাগাও, তাহা হইলেই এই গীতটী অভ্যাস হইবে।

সকল গীতের তাল ও রাগিণী আছে. ও যে সমুদায় গীত মুদ্রিত হয় তাহার উপরে তাল এবং রাগিণী লেখা থাকে, কিন্তু তাহা দেখিয়া স্বর অবগত হওয়া যায় না। তাল ও রাগিণী স্বরের সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ এক তাল ও এক রাগিণীতে বহুতর স্বর প্রস্তুত হইতে-পারে। লিপিবদ্ধ স্বর দেখিয়া গীত অভ্যাস করিলে আপনা আপনি রাগিণী হইয়া যাইবে।

এই গীতটীর তাল কাওয়ালী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কাওয়ালী ১৬টী হ্রস্ব মাত্রার তাল ও ইহার সম ২য় তালে। কিন্তু এই গীতটীর আরম্ভ ৪র্থ তালে যাহাকে ফাঁক বলে। যাহা হউক পাঠিকার এইক্ষণে তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই। অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্বর দিয়া উচ্চারণ কর, তাহাহইলেই গীতটী অভ্যাস হইবে ও আপনা আপনি কাওয়ালী তাল ও বেহাগ উপরাগ হইয়া যাইবে।

বেহাগ উপরাগ।

তাল কাওয়ালী।

ব্রহ্মসঙ্গীত। সংগীত রত্নাকর।

০।   ।   ।   । | ১॥   ।   ।
সা   গ   গ   গ | ম   প   প
"তু- মি বি- না | কেএ- প্র- ভু

+॥   ।   । | ৩॥   ॥ | ০।   ।
সা'   সা'   সা' | নি   প | ধ প
সং-   কট   নি- | বা-   রে, | কে

।   । | ১।   ।   ।   । | +।   ।   ॥ | ৩॥
ম   গ | ম   গ   গ   গ | ম   প   ম | গ
স-   হা- | য়   ভ   ব | অ-   ন্ধ | কা-

। | } ০।   ।   ।   । | ১।   ।
সা | } প   প   প   সা' | সা'
রে, | } (র-   য়ে-   ছি   ব- | ন্দি

।   । | +।   ।   ।   । |
সা'   সা' | সা'   সা'   ঋ   সা' |
স - ম | মো-   হে-   র   আ- |

৩॥   ॥ | ০।   ।   ।   । | ১॥   ।
নি   প | ধ   ম   ম   গ | ম   প
গা-   রে), | ক-   লু-   ষি-   ত- | পা-   প-

। | +॥ | ৩॥   ॥ | ০।   ।   ।
ম | গ | ম | সা   গ   গ
বি- | কা- | রে- | বি-   ষ-   য়-

। | ১॥   ।   । | +।   ।   ।
ম | প   সা'   সা' | সা'   গ'   ঋ'
র- | সে-   র-   ত | ত   ব   প্রে

। | ৩।   ।   ।   । | ০।
গ' | ঋ'   সা-   স' | নি
মা- | মৃ-   ৩   ছাড়ি | ম-

।   ॥ | ১॥   ।   । | +॥   ॥ | ৩॥   ॥ }
নি   নি | প   ধ   নি | নি   ধ | প   প }
ন-   ভূ- | ষ্ণ-   বি- | হা- | আ   রে }

০।   ।   ।   । | ১॥ | ।   ।
সা   গ   গ   ম | প | প   প
(বি-   ত-   র-   ক্কু- | | পা-   ত-

+॥   ।   । | ৩॥   ।   ।   ০। | ।
ধ   ধ   ধ | ধ   প   প   ম | ম
যা-   র-   গু- | ণে-   প্র-   ভু-   মৃ- | ত-

। । | ১॥ ৺ ৺ । | +॥ ৩॥ | ৩। । । | ০। । । । |
ম ম | ম প ম ম | গ | নি প নি | সা সা ঋ সা |
দৈ- হে- | জী- ব- ন- ন- | প্কা- | দয়ে- আ- সি) | কি- আ- র- জা- |

॥ | ০॥ । । | ১। । | ১। ৺ ৺ । । | +॥ ॥ | ৩॥ |
সা | প সা সা | সা সা | নি ধ প প ধ | নি ধ | প |
রে,- | (পা- প- তি- | মি- র- | না- ব- ত- ব | হা- |

। । | +। । । । | ॥ | }
সা সা | সা সা ঋ সা | প |
না- শি- | বি- রা- জ- হ- | রে।"::

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় হওয়ায় তিনি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে আপনার নিকট ডাকিয়া বলিলেন "আমি পারিব্রজ্যে গমন করিব, অতএব আমার ধন সম্পত্তি সকল তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্! যদি বিত্তেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, না, ঐশ্বর্য্যবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ হয়, তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যেনাং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।" যাহাতে আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্! অমরত্ব লাভের উপায় যাহা আপনি অবগত আছেন আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয় এবং প্রিয় বাক্য বলিতেছ, অতএব তোমাকে আমি অমরত্ব লাভের উপায় বলিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অয়ি মৈত্রেয়ী, পতির জন্য কি পতি প্রিয়? না, তাহা নহে, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য পতি প্রিয় হয়।

অয়ি! ভার্য্যার জন্য ভার্য্যা প্রিয়া হয় না, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য ভার্য্যা প্রিয় হয়।

অয়ি! পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য পুত্র প্রিয় হয়।

অয়ি! বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বিত্ত প্রিয় হয়।

অয়ি! ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের জন্য

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়।

অয়ি! লোক সকলের জন্য লোক সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য লোক সকল প্রিয় হয়।

অয়ি! দেবতাদিগের জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন না, কিন্তু আত্মার জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন।

আর বেদ ও শাস্ত্র সকলের জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয়।

আর ভূত সকলের জন্য ভূত সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ভূত সকল প্রিয় হয়।

আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মাকেই সেই জন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

হে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞানে এই সকলই বিদিত হয়। পরমাত্মাকে না জানিয়া যে ব্যক্তি সংসারের কার্য্য করে, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রিয় জ্ঞান করে, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অভ্যাস করে, তাহার সকল কার্য্য বিফল হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই সমস্ত বাক্য দ্বারা এই উপদেশ দিলেন যে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু ও প্রিয় বস্তু এবং তাঁহার জন্যই আর সকল বস্তু সত্য ও প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে এই সকলকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র দেখে, সে ভ্রান্ত। এই আত্মা হইতেই এই লোক সকল, ভূত সকল, দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই সকলে প্রলয়কালে লীন হইবে।

যেমন দুন্দুভি জ্ঞান না থাকিলে যদি কোন অদৃশ্য দেশে দুন্দুভি ধ্বনি হয়, তাহা দুন্দুভি ধ্বনি বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন ঐ জ্ঞান হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারা যায়; যেমন শঙ্খ জ্ঞান না থাকিলে শঙ্খ ধ্বনি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন শঙ্খ জ্ঞান হয় তখন পারা যায়; যেমন বীণা জ্ঞান না থাকিলে কোন অদৃশ্য দেশে বীণা বাদন হইলে তাহা যে বীণা ধ্বনি তাহা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বীণা জ্ঞান হইলে তাহা হয়; সেইরূপ আত্মজ্ঞান না হইলে অন্য বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

যেমন আর্দ্র ইন্ধন হইতে ধূমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ী, এই মহান্ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গীরস, ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা, দেবজন বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা, মন্ত্রব্যাখ্যা সকল।

যেমন নদী, তড়াগাদি সকল প্রকার জলের একমাত্র আধার স্থান সমুদ্র, যেমন

স্পর্শের আধার ত্বক্‌, যেমন রসের আধার রসনা, গন্ধের আধার নাসিকা, বর্ণের চক্ষু, শব্দের শ্রোত্র, সঙ্কল্পের মন, জ্ঞানের হৃদয়, কর্ম্মের হস্ত, গতির পদ, বেদের বাক্য; যেমন একখণ্ড লবণ জলে নিষিক্ত হইলে জলবৎ হইয়া যায়, কেহ তাহা আর দেখিতে পায় না কেবল তাহা আস্বাদন দ্বারা উপলব্ধি হয়; সেই রূপ সর্ব্বাধার মূলাধার এই মহদ্ভূত মহান্‌ পুরুষ। তিনি অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে উপলভ্য। আর এই সমস্ত ভূত এবং জীবাত্মা বিনাশশীল। মৃত্যুর পর কাহার আর সংজ্ঞা বা নাম থাকে না। হে মৈত্রেয়ী! আমি এইরূপ বিশ্বাস করি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবন্‌ আপনি মৃত্যুর পর জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়া আমাকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি তোমাকে মোহে নিক্ষেপ করি নাই। এ আত্মা অবিনাশী ও অবিক্রিয়। কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান হইলে বিনাশী বলিয়া বোধ হয়। আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু আর সমস্ত তাহারই প্রতিবিম্ব। যেমন জলেতে চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা সত্য নহে, যেহেতু জল স্থানান্তরিত করিলে ঐ প্রতিবিম্ব আর থাকে না, কেবল চন্দ্র থাকে; সেইরূপ ভূত সকল ও জীবাত্মা সকল সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র তাহারা সত্য নহে। অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলে সেই পরমাত্মা মাত্র থাকেন, প্রতিবিম্ব সকলের আর অস্তিত্ব থাকে না।

যেখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে সেখানে এক অন্যকে দর্শন করে, এক অন্যকে আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে, এক অন্যকে বর্ণন করে, এক অন্যকে মনন করে, এক অন্যকে জানে। যাহার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যাঁহাদ্বারা সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ী! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? *

* অদ্বৈতবাদ নানা সময়ে নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "I and my father are one" আমি ও আমার পিতা এক। "অহংবুদ্ধি যখন লোপ হয়, তখন ঈশ্বর সর্ব্বময় ও সকলি ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ঋষিদিগের অদ্বৈতবাদের মধ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম ভাব নিহিত আছে বোধ হয়। কিন্তু দ্বৈতভাব ভিন্ন উপাসনা ও সাধনা হয় না। বা, বো, স।

বাইবেল গ্রন্থ।

হিন্দুদিগের যেমন বেদ, পারসীদিগের আবেস্তা, মুসলমানদিগের কোরাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট বাইবেল সেইরূপ ঈশ্বরের বাক্য এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র। এই বাইবেল পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং

ইহা অবলম্বন করিয়া যে কত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

বাইবেল দুই ভাগে বিভক্ত, পুরাতন বিধান ও নূতন বিধান। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা হিব্রু ভাষায় লিখিত ও ইহুদীদিগের শাস্ত্র, তাহা পুরাতন বিধান; এবং তৎপরে গ্রীক ভাষায় যাহা লিখিত হয়, তাহা "নূতন বিধান" নামে অভিহিত। খৃষ্টানেরা উভয় ভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ ভাগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মানেন।

বাইবেল ছয়ষট্টি পুস্তকে বিভক্ত। সেই পুস্তকগুলি নানা প্রকার, এবং নানা সময়ে নানা লেখকদ্বারা রচিত। এই পুস্তক গুলির মধ্যে ৩৯ উনচল্লিশ খানি পুরাতন ও ২৭ খানি নূতন বিধানের অন্তর্গত।

প্রথমে মোশিলিখিত পঞ্চগ্রন্থ। মোশি যীশু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হইবার ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ "আদিপুস্তক" নামে অভিহিত। এই পুস্তকে লেখা আছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রে জগৎ ও প্রথম নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই নর নারী প্রথমে নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র পাপে পতিত হন। তাঁহাদের বংশ ক্রমশঃ এমন ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে যে, ঈশ্বর সমুদয় জগৎকে জলপ্লাবনে বিনষ্ট করেন, কেবল নোহ নামক একজন ধার্ম্মিক লোককে সপরিবারে রক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে নোহের বংশও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতে ঈশ্বর আব্রাহাম নামক এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার কাছে আপনার পরিচয় দেন, এবং তাঁহাকে সপরিবারে কনান দেশে যাইবার আদেশ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি তাঁহার বংশকে সেই দেশ দিবেন। আদিপুস্তকে আব্রাহামের এবং তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের ইতিহাস বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। কালক্রমে তাঁহার পৌত্র যাকোব সপরিবারে মিসর দেশে যান, এবং তাঁহার বংশ বহুকাল তথায় বাস করিয়া বহুসংখ্যক হইয়া পড়ে। মোশিলিখিত অন্য চারি গ্রন্থের নাম যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। এই সকল পুস্তকে লেখা আছে যে, মিসররাজ কালক্রমে ইস্রায়েলীয়দের উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঈশ্বর মোশির হস্ত দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক কার্য্য সকল সাধনপূর্ব্বক ইস্রায়েলীয়দিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার করেন। তিনি তাহাদিগকে একটী বৃহৎ প্রান্তরে লইয়া গিয়া তথায় তাহাদের কাছে তাঁহার দশ আজ্ঞা ও ব্যবস্থা সকল প্রকাশ করেন, এবং তাহাদের ভ্রমণকাল চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি আশ্চর্য্যরূপে তাহাদিগকে ভক্ষ্য ও পেয় যোগান। এই সকল বিষয় সেই চারি পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। মোশিলিখিত পঞ্চগ্রন্থের পরে

কয়েকখানি ঐতিহাসিক পুস্তকে পাওয়া যায়। যিহোশূয় পুস্তকে ইস্রায়েলীয়দের কনান দেশ অধিকারের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তৎপরে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বিচারকগণ, রূৎ, শামূয়েল, রাজাবলি, বংশাবলি, ইষ্‌রা, নহিমিহ ও ইস্থার, এই সকল পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল ঐতিহাসিক পুস্তকের পরে আরও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাইবেলে পাওয়া যায়। যোব পুস্তকে একজন ঈশ্বরভক্তের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তিনি ধার্ম্মিক হইয়াও অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এবং তাঁহার কষ্ট হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করেন। দায়ুদের গীতাবলী পুস্তকে ঈশ্বরের স্তুতি ও মাহাত্ম্যপূর্ণ অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট গীত সংগৃহীত হইয়াছে। হিতোপদেশ ও উপদেশক নামক দুইখানি গ্রন্থে নানাবিধ সদুপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমগীতে আপন প্রজাগণের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম দাম্পত্য-প্রেমের দৃষ্টান্তস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার পর ষোলখানি ভবিষ্যবাণী পুস্তক বাইবেলের অন্তর্গত। ভবিষ্যবাদীরা ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরের সেবায় রত ও সদাচরণে ব্যাপৃত করিবার জন্য উত্তেজনা করিতেন এবং সময় সময় তাঁহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া ভবিষ্যৎ ঘটনাও প্রকাশ করিতেন।

পুরাতন বিধানের অন্তর্গত শেষ পুস্তক-রচয়িতার নাম মালাখি। তাঁহার জন্মের ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পরে যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। "যীশু" শব্দের অর্থ "ত্রাণকর্ত্তা," এবং "খ্রীষ্ট" শব্দের অর্থ "অভিষিক্ত" অর্থাৎ "ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত।" প্রায় ১৯০০ বৎসর হইল, খৃষ্ট এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাইবেলের বর্ণনায় যীশুখ্রীষ্টের জন্ম অদ্ভুত এবং তিনি নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করেন। বিশেষতঃ পীড়িতদিগকে এক কথায় সুস্থ করিতেন, অন্ধদিগকে দেখিবার, খঞ্জদিগকে চলিবার, বোবাদিগকে কথা কহিবার শক্তি দিতেন, এমন কি, মৃত মানুষকেও জীবনদান করিয়াছিলেন। যীশু লোকদিগকে সদুপদেশ দান ও তাহাদের কল্যাণসাধনে ৩ বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতি ইহুদীরা তাঁহার দারুণ শত্রু হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, নিরপরাধী যীশুর মৃত্যুতে জগতের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

যীশুখ্রীষ্টের ইতিহাস ও শিক্ষা বিস্তারিতরূপে বাইবেলের দ্বিতীয়ভাগে, অর্থাৎ "নূতন বিধানে" বিবৃত হইয়াছে। সাতাইশখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক নূতন বিধানের অন্তর্গত। প্রথমে মথি, মার্ক, লূক

ও যোহন লিখিত চারি "সুসমাচার" পাওয়া যায়। এই চারিখানি পুস্তকে যীশুর জন্ম, অদ্ভুত কর্ম্ম, উপদেশ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে, সে জন্য এই পুস্তক চতুষ্টয় "সুসমাচার" নামে অভিহিত। তাহার পরে "প্রেরিতদের ক্রিয়া" নামক পুস্তক পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাদেশে সুসমাচার প্রচারিত হইবার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে মহাত্মা পল প্রভৃতি প্রচারকেরা কোন কোন খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলী অথবা বিশ্বাসী ব্যক্তির সমীপে যে সকল পত্র লেখেন, তাহা পাওয়া যায়। সেই সকল পত্রে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় আন্দোলিত হইয়াছে এবং তাহা ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সকলের শেষে "আপ্তবাক্য" নামক পুস্তক আছে; এই পুস্তকে যোহনের নিকটে প্রকাশিত স্বর্গীয় নানাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল দর্শনের সার এই যে বিশ্বাসীরা ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিবে বটে, কিন্তু অবশেষে বিশ্বাসের জয় এবং যীশুখ্রীষ্টের রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জরুর সিং।

ভ্রাতৃস্নেহরূপ স্বর্গীয় ভূষণে
ভূষিতা যে নারী, এতিন ভুবনে
সেই হয় ধন্যা। এহেন ললনা
রমণী সমাজে কে আছে বলনা?
বালিকার মনে কি মহান্ ভাব,
এতই উদার রমণী-স্বভাব!
ছাড়ি অবরোধ দিতে ঋণ শোধ—
যে ঋণের দায়ে আবদ্ধ ভাই,
অবলার প্রাণ উদ্ধারিতে তারে
উঠিল কাঁদিয়া! সাধে কি গাই
বালিকার গুণ? স্বর্গের প্রসূন—
ফুটিয়ে মরতে শোভিছে দ্বিগুণ!
মোহিছে সবায় কি নবরাগে?
সিপাহী সাজিয়ে ছদ্মবেশ ধরি,
সৈনিক দলেতে পশিলা সুন্দরী।
কি চরিত্র-বল সুদৃঢ় অটল!
কে বলে অবলা এত হীনবল?
যে কাজে পুরুষ ভয়ে ভীত অতি,
সে কাজে নারীর কিসে হ'ল মতি?
(বুঝি) ভ্রাতৃ-স্নেহ রসে বিগলিত মন!
(তাই) স্বার্থ-সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
অসাধ্য সাধনে হ'ল অগ্রসর,
এহ'তে কি আছে লক্ষ্য উচ্চতর?
ঝাঁপ দিবে আজ পরীক্ষার মাঝে!
এ হেন সাহস বালিকারে সাজে?
অগ্নিমন্ত্রে যার হইয়াছে দীক্ষা,
সে কি করে কভু সময় প্রতীক্ষা?
এত যে তিতিক্ষা কি শিক্ষা বলে?
দু তিন বছর গেল এই ভাবে,
কেহ না জানিল রমণী-স্বভাবে!

কিন্তু এক দিন সৈন্য একজন,
হয়ে সন্দিহান—পশ্চাতে গমন
করিল তাহার অতি সংগোপনে,
একেলা স্নানেতে যায় কি কারণে?
আড়ালে থাকিয়ে দেখিল তাহায়,
সিপাহীর সাজে সেনা-বালিকায়!
শিবিরে সে কথা হইল প্রচার
কেন একাকিনী করে স্নানাহার?
সেনাপতি শুনি চাহিলা দেখিতে,
সেনা-দল গিয়ে আনিল সাক্ষাতে।
সিন্ধিয়ার কাণে পৌছিল সংবাদ,
বারেক হেরিবে মনে বড় সাধ।
রাজা ও মহিষী সুধাইলা তারে
থাকিবে কি তুমি এ রাজ সংসারে?
'জরুর সিং' তাতে একান্ত নারাজ
কহিলা কাতরে ক্ষম মহারাজ!
আসিনু এ কাজে ভ্রাতার তরে।
সিন্ধিয়া তখন লিপি সহযোগে
অর্থ রাশি দিয়ে কতই উদ্‌যোগে,
ভূপালে তাহারে—নবাবের কাছে
পাঠালেন ত্বরা কারা-মুক্তি যেচে,—
জরুর ভ্রাতার যেবা ঋণ-দায়,
ফাটকে আটক করেছে তথায়।
তাহ'তে উদ্ধারি গেল নিজ বাসে
ভ্রাতার সহিত মাতিয়ে উল্লাসে!
হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা আর!

তোমার সুনাম গাইবে সকলে
দিয়ে করতালি বীর-বালা ব'লে।
ভারতের নারী তুলা দিতে নারি,
সাহস উত্তম যাই বলিহারি!
যে ভাব দেখালে বালিকা জীবনে,
ভুলিবে না কভু স্বদেশীয় গণে!
তব নাম হ'ল চিরস্মরণীয়,
সকলের তুমি হ'লে বরণীয়!
রমণী সমাজে রাখিলা যে নাম,
শত কণ্ঠে সবে গাবে অবিরাম!
চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি অগণন তারা,
ঘোষিবে সুযশ দিবানিশি তারা!
জাহ্নবী যমুনা কৃষ্ণা গোদাবরী,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদা কাবেরী,
বিন্ধ্য হিমাচল গাবে অবিরল
তোমার কাহিনী হইয়ে বিহ্বল!
কে বলে মানবী জরুর তোমারে?
স্বরগের দেবী বিরাজো সংসারে!
ভ্রাতৃস্নেহ রূপ সুধারসে প্রাণ
মাতোয়ারা কার তোমার সমান,
কে চায় সন্নির সহোদর পানে!
এত স্নেহ রস আছে কার প্রাণে!
যে মহাপ্রাণতা দেখাইলে তুমি,
তব নামে আজ ধন্যা আর্য্য ভূমি,
ধন্যা ধন্যা তুমি ধন্যা এই ভবে।

শ্রী চ।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

৩৪৯ সংখ্যা ৩০১ পৃষ্ঠার পর।

যে সকল বস্তু এই রূপ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক বলে। কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করিলে আহত পরমাণুসকল

আঘাত বলাভিমুখে চালিত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকেও চালিত করে। ইহারা আবার ইহাদিগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকে চালিত করে, এইরূপে সেই আহত বস্তুর সমস্ত পরমাণু আঘাত বলাভিমুখে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রথম আহত পরমাণু সকল যখন অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সমূহের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহারা ঐ পরবর্ত্তী পরমাণু হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানাভিমুখে প্রতিপ্রেরিত হয় এবং ঐ প্রতিঘাত বলে স্বস্থান ছাড়াইয়া কতক দূর চলিয়া যায়। এইরূপে ঐ আহত বস্তুর পরমাণুসকল বার বার আঘাত বলের অভিমুখে ও প্রতিমুখে পরিচালিত হয়। একটী রবার বা হস্তিদন্তের গোলক যদি ভূমিতলে আঘাত করা যায়, উহা ভূমিতল হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। অথবা যদি একটী দোলককে (Pendulum) একদিকে টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ দোলক স্বস্থানাভিমুখে ধাবিত হয় এবং স্বস্থান ছাড়াইয়াও কতক দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বার বার অভিমুখে ও প্রতিমুখে চালিত হইয়া শেষে স্বস্থানে অবস্থান করে। আহত বস্তুর পরমাণু সকলের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই পারমাণব প্রকম্প (Vibrations) বলা যায়।

যখন কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করা যায়, তখন তাহার পারমাণব প্রকম্প জন্মিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুতে সংক্রামিত হয়। বায়ু নিজে বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক, সুতরাং বায়ুতে ঐ পারমাণব প্রকম্প বহুদূর প্রসারিত হয়। কোন জলাশয়ে যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে অবিলম্বে তরঙ্গ উৎপন্ন ও প্রসারিত হইয়া তীরে আঘাত করে, এবং ঐ জলে পদ্ম পত্রাদি যাহা কিছু থাকে, ঐ তরঙ্গ সংযোগ কম্পিত হইতে থাকে। সেইরূপ বায়ুতরঙ্গ কর্ণ মধ্যস্থ পটহাকার পাতলা চর্ম্ম প্রকম্পিত করে। এই কর্ণপটহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে সংলগ্ন আছে। কর্ণপটহে বায়ু তরঙ্গের সংস্পর্শ হইলেই ঐ স্নায়ুতে তাড়িতবেগবৎ এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়। এই বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে আমাদিগের শব্দ জ্ঞান হয়। ইহা এক্ষণে প্রায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান মাত্রই স্নায়ুবেগসম্ভূত। যখনি হস্তাদির ত্বকে অগ্নি বা অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শ হয়, তৎক্ষণেই ঐ ত্বক্ সংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলেই স্পর্শজ্ঞান হয়। এইরূপ যখন কোন খাদ্য দ্রব্য রসনা সংযুক্ত হয়, অথবা আলোক চক্ষু সংযুক্ত হয়, তখন ঐ রসনা বা চক্ষুসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং তাহাতে আস্বাদন বা দর্শন জ্ঞান হয়। সেইরূপ শব্দ জ্ঞানের সময়ে কর্ণ পটহ সংলগ্ন স্নায়ুতে একপ্রকার

বেগের উৎপত্তি হয়। উহা কর্ণ পটহের কম্পনবেগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু বায়ু নিজে অতিশয় **স্থিতিস্থাপক** গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণু সকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ু মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে, কম্পমান পদার্থ মাত্র হইতেই কম্পন ক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ুমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহা বায়ু রাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গায় তরঙ্গ সকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে, সেইরূপ কম্পমান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একটা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসৃত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তু সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতঃই সজীব অনুভবক্ষম ধমনী সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দররূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। সে যাহা হউক ঐ প্রকার সজীব ধমনী সকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনী সমুহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই আমরা শব্দ কহি।

"আকাশসম্ভবোনাদস্তথানাহত উচ্যতে।"

নাদ পুরাণ।

নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু যদি ঐ কম্পমান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হয়।

"নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ।"

নাদসংহিতা।

পূর্ব্বকালের বিপুল চিন্তাশীল আর্য্য-ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে আকাশই সর্ব্বাদিম, জগতের মূল কারণ, সৃষ্টি শক্তির বীজ স্বরূপ। আকাশ হইতেই বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৃষ্ট বস্তু আকাশেই অবস্থিতি করে, আকাশেই লীন হয়। আকাশ এক মহতী শক্তির রাশির স্বরূপ। "শব্দ-গুণমাকাশম্।" আকাশ বায়ুর ও শব্দের সমবায়ী কারণ। বায়ুও আকাশ হইতে জন্মিয়াছিল, অতএব শব্দগুণটী আকাশের অসাধারণ ধর্ম্ম। বায়ু প্রভৃতি পরভাবক ভূতেও শব্দগুণ আছে বটে, কিন্তু তাহা তাহারা আকাশের নিকটেই লাভ করিয়াছে। অতএব, আকাশকে অনুভবারূঢ় করিতে হইলে বায়ুর ও শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যবস্থাই আকাশ, এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। বৃক্ষের প্রকৃতি বা আদ্যবস্থা যেমন বীজ, সেইরূপ শব্দের ও বায়ুর আদ্যবস্থা বা বীজ আকাশ। বীজ না থাকিলে যেমন প্ররোহ হয় না, সেইরূপ আকাশ না থাকিলেও শব্দ হইত না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'আকাশ কোন বস্তু নহে; উহা কেবল সংজ্ঞামাত্র; সুতরাং উহার কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই। তোমরা শব্দ গুণের কথা বলিলে. তাহা বায়ুর গুণ। বায়ু হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বায়ুই কঠিন বস্তুদ্বয়ের দ্বারা অভিহত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে। শব্দ যে বায়ু হইতেই জন্মে, আকাশ হইতে জন্মে না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যথা—বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থান হইতে বায়ুকে নিষ্কাশিত কর, তৎপরে সেই বায়ুশূন্য স্থানে দুই কঠিন বস্তু লইয়া পরস্পরকে অভিঘাত কর, দেখিতে পাইবে, তথায় কোনও শব্দ উৎপন্ন হইতেছে না। এতদ্রূপ বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, শব্দ বায়ুর গুণ—আকাশের গুণ নহে; শব্দ আকাশের গুণ হইলে, অবশ্য তথনও শব্দ হইত। কিন্তু তথায় যখন শব্দ হয় না, তখন আর শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পার না।

এই যুক্তি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের যুক্তির নিকট অকিঞ্চিৎকর। যথা—আকাশ বা ব্যোম ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারিতে, বায়ু নিঃসৃত করণের ন্যায় যদি উহাকে বুজাইয়া ফেলিয়া শব্দ জন্মাইতে পারিতে তাহা হইলে তুমি শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিতে পারিতে। কিন্তু যখন তুমি তাহা পার না, তখন তুমি কিসে জানিলে যে শব্দ আকাশের গুণ নহে? আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ করা দূরে থাকুক, শব্দজনক বস্তুদ্বয়ের অভিঘাত সিদ্ধও করিতে পারিবে না। যদি তুমি সত্য সত্যই "বায়ু শূন্য স্থলে শব্দ হয় না" এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তবে তোমার তদ্বিষয়ে বুঝিবার ত্রুটী আছে।

সেস্থলে তোমার ইহাই বুঝা উচিত যে, সবাতস্থলে যেমন শব্দ হয়, নির্ব্বাত স্থলেও ঠিক সেইরূপ শব্দ বহনকারী বায়ুর অভাবে তাহা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয় নাই, কেন না আঘাতদ্বারা আকাশে যে শব্দ জন্মে, তাহা বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ে নীত হয়। সেই নির্ব্বাত স্থলের শব্দ বায়ুর অভাবে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপনীত হয় নাই, সুতরাং তুমি তাহা শুনিতে পাও নাই। অপিচ, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত, শব্দের কিরূপ কারণ, তাহাও দেখা আবশ্যক। যুক্তিদ্বারা নির্ণয় হয় যে, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র; সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নহে। কেন না সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের স্বভাব এই যে, উহারা নষ্ট হইলে তৎসমবেত কার্য্যও নষ্ট হয়। ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা আর তাহার অসমবায়ী কারণ কপাল কপালিকার সংযোগ। এই দুই কারণের অভাব হইলেই তজ্জাত ঘটের অভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বস্তুদ্বয় ও তদভিঘাত চলিয়া গেলেও তদুৎপন্ন শব্দ চলিয়া যায় না। সুতরাং ঋষিরা শব্দ নিমিত্ত কারণ এবং আকাশই তাহার সমবায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দ যে আকাশসমবেত হইয়াই জন্মলাভ করে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

(ক্রমশঃ)

পক্ষীর স্মৃতিশক্তি।

(রোমান হইতে সংগৃহীত)

পক্ষীজাতির স্মৃতি-শক্তি অদ্ভুত। অনেক পক্ষী কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে এক নির্দ্দিষ্ট দেশ হইতে অন্য নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করে। যদিও ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব অদ্যাপি জানা যায় নাই, তথাপি এ কথাটা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে স্থান বিশেষের স্মৃতি মনে রহিয়া যায় বলিয়া বর্ষান্তে পুনরায় তাহারা সেইস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। বাক্লাও সাহেব তাঁহার কৌতূহলমালা (Curiosities) নামক গ্রন্থে একটী পায়রার বিবরণে লিখিয়াছেন, যে একটী কপোত আঠার মাসের অনুপস্থিতির পর, কেবল মাত্র স্বর শুনিয়া তাহার পত্নী কপোতীকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। উইলসন সাহেব তাঁহার বিহঙ্গবিজ্ঞান গ্রন্থে (American Ornithology) একটী কাকের স্মৃতি শক্তির বড় সুন্দর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকার ডিলাওয়ার নদীর তটে, একটী গ্রামে একজন ভদ্রলোক একটী কাক পুষিয়াছিলেন। কাকটীকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা খেলা

করিতেন। কাকটী একবার দৈবাৎ উড়িয়া চলিয়া যায়। অনেকদিন চলিয়া গেল; কাকটি আর ফিরিল না দেখিয়া, ভদ্রলোকটি মনে করিলেন যে, হয়ত কোথাও বন্দুকের গুলিতে অথবা অন্য কোন প্রকারে মরিয়া গিয়াছে। প্রায় এগার মাস পরে একদিন সেই লোকটি অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত নদীকূলে বেড়াইতেছেন; সহসা একটা কাক দল ছাড়িয়া তাঁহাদিগের দিকে উড়িয়া আসিল, এবং ভদ্রলোকটির ঘাড়ের উপর বসিয়া নানা স্বর ভঙ্গীতে চিৎকার করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটী প্রাচীন বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সে ধরা দিল না। সে মুক্ত আকাশ-ক্ষেত্রে স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া স্বাধীনতার মধুরতা আস্বাদন করিয়াছিল, কাজেই আর বন্দী হইতে চাহিল না; কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'কা' 'কা' করিয়া উড়িয়া আপনার দলে গিয়া মিশিল। তাহার পর হইতে আর তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। কাকচরিত্র(Logic of Chance) গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত ভেন্ সাহেব একটি তোতার বিবরণ রোমানে (Romanes) সাহেবকে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—"আমার একটা তোতা ছিল; সেটি পশ্চিম আফ্রিকায় বাচ্চা অবস্থায় ধৃত হয়। আমি এই পাখীটীকে জানালার ধারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সে সদর দরজার ও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ সমান শুনিতে পাইত। খিড়কীর দরজায় একটা কুকুর থাকিত, সে ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেই ডাকিয়া উঠিত। তোতাটি শুধু যে কুকুরের ডাক অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাই নয়, সদর দরজার এবং খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজের প্রভেদ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিল; কারণ দেখা গিয়াছে যে যখন কুকুরটি দরজায় থাকিত না, তখনও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ পাইলেই, কুকুরের মত ডাকিয়া উঠিত।

ওয়াল্‌টার পলক সাহেব যে বৃত্তান্তটি লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে তোতা পাখী কথা মুখস্থ করিতে তো পারেই, তাহা ছাড়া আবার পূর্ব্বের অভ্যস্থ কথা কিঞ্চিৎ ভুলিয়া গেলে, চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে স্মরণ করিয়া লইতে পারে। বিবি নেপিয়ারের একটা তোতা "বুড়া ডান্ টাকর" পড়িতে শিখিয়াছিল। একবার সে সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া, পুনরায় স্মরণ করিবার জন্য "বুড়া, বুড়া" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বুড়া বেসি টাকর" কিন্তু বুঝিতে পারিল যে তাহার কথা ঠিক্ হয় নাই; অমনি আবার "বুড়া বুড়া" বলিয়া কপচাইতে লাগিল। সে বাস্তবিকই "ডান্" শব্দটি স্মরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, দেখিবার জন্য বিবী নেপিয়ার যাই 'ডান' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, অমনি তোতা বলিয়া উঠিল, "বুড়া ডান্ টাকর"। তাহার পর আর "বুড়া বুড়া" বলিয়া না চেঁচাইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া

দাঁড়ে বসিয়া স্কুলের বালকের মত "খুড়া ডান্ টাকর্" আবৃত্তি করিতে লাগিল।

যঁাহারা পাখী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা পাখীর বুদ্ধি, মেজাজ, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির যদি পরীক্ষা করেন, তবে অনেক শিক্ষা ও আমোদ লাভ করিতে পারেন।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়।

কালা ও বোবাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব মানব সংসারে অল্প। শব্দ কি? ইহারা জানেনা এবং শব্দজ্ঞান না থাকাতে সকল জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার ইহাদিগের নিকট রুদ্ধ। যাহারা অন্ধ, তাহারা কথা শুনিতে পায় ও বলিতে পারে, সুতরাং ভাষাজ্ঞানের সহায়তায় সমুদায় জ্ঞান উপার্জ্জনে তাহারা অধিকারী। কিন্তু কালাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং তাহাদিগের জন্মগ্রহণ একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

কালা বোবারা যে শিক্ষালাভ করিতে পারে, এদেশের লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদিগের জন্য শত শত বিদ্যালয় আছে এবং ইহারা সুশিক্ষিত হইয়া বড় বড় কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে যদিও মূক বধিরের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, ইহাদিগের জন্য একটীও বিদ্যালয় ছিল না। ৪।৫ বৎসর হইল বোম্বাই সহরে একটী মাত্র বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রায় ২৫টী ছাত্র আছে এবং গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী ও দয়ালু লোকদিগের সাহায্যে ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে।

গত মে মাসে কলিকাতায় কালাবোবাদিগের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিটী কলেজের গৃহে কয়েকটী সদাশয় লোকের উৎসাহে দুইটী মাত্র ছাত্র লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১১টী হইয়াছে এবং ৩ জন শিক্ষক অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন বোম্বাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা করেন। শিক্ষা গুণে কালা বোবারা মা, বাবা, কাকাবাবু, হাতী, ঘোড়া, আঁব, আতা, বাবা টাকা দাও, মা ভাত দাও, মা দয়া কর, তোমার নাম কি প্রভৃতি অনেক কথা উচ্চারণ করিতে ও লিখিতে পারে, আপনাদিগের নাম বাঙ্গালাতে ও ইংরাজিতে লিখিতে পারে, কেহ কেহ অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহারা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিতেছে। এক একটী ছাত্রকে এক একটী কথা শিক্ষা দিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষকেরা এবিষয়ে অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত আগষ্ট মাসে বোবাকালা বালক-

দিগের ত্রৈমাসিক পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত তারা কুমার কবিরত্ন ও বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রভৃতি ইহাদিগের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। তখন ছাত্রেরা যে অল্প অল্প শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই অনেকে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই বালকদিগকে আলিপুর পশুশালা দর্শনার্থ লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে তাহারা বড়ই আনন্দ লাভ করে। শোভাবাজার রাজবাটী, বিসপ্‌স কলেজ প্রভৃতি আরও কয়েকস্থানে ইহারা আহূত হইয়া যায় এবং আহার ও পারিতোষিকাদি পাইয়া বড়ই প্রীত হয়। বালকদিগের মধ্যে সকলেই হিন্দু, কেবল একটী ফিরিঙ্গী; ইহাদিগের বয়স ৪ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত। অল্পবয়স্ক বালকেরা অধিক পরিষ্কাররূপে কথা কহিতে শিখে। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে বন্য জন্তুর মত উগ্রস্বভাব ছিল, কিন্তু ক্রমে ধীর ও শান্ত হইয়া আসিতেছে।

গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটী কলেজ হলে এই বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক উপলক্ষে মহাসমারোহ হয়। তাহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রধান সেক্রেটারী অনরেবল কটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার অনেক মান্যগণ্য লোক এবং কয়েকটী ইংরাজ, মেম সাহেব এবং বঙ্গমহিলাও উপস্থিত হন। প্রথমে একটী অল্পবয়স্ক ছাত্র কালা বোবাদিগের জন্য রচিত দুইটী সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে, তৎপরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং একটী শিক্ষক "মূক বধিরদিগের বিদ্যাশিক্ষার আমূল ইতিবৃত্ত" পাঠ করেন। পরে বালকেরা তাহাদিগের শিক্ষার পরিচয় দেয়। বাক্য উচ্চারণ, লেখা, উচ্চারিত শব্দ অনুসারে বস্তু প্রদর্শন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং পরস্পরে কথোপকথন ইত্যাদিতে তাহারা যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করে, তাহাতে সভাস্থগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও মোহিত হন। তৎপরে সভাপতি ড্রইং ও চিত্রের বাক্স, পুস্তক, ছবি ও নানাপ্রকার খেলনা পারিতোষিক দান করিলে কালা বোবারা মস্তক অবনত করিয়া শান্তভাবে একে একে গ্রহণ করে। ইহার পরে কয়েকটী প্রস্তাব হয়। প্রথমতঃ দেশহিতৈষী সাধারণ লোকে এই বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দান করেন, মাস্যবর বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব করিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিসপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ হোয়াইটহেড সাহেব ইহার পোষকতা করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রো সাহেব ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ইহার সমর্থন করেন এবং রো সাহেব নিজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া প্রত্যেক ইংরাজকে তাঁহাদের বর্দ্ধিত নূতন বেতনের দশমাংশ এই কার্য্যে দিতে অনুরোধ করেন। কলি-

কাতা মিউনিসিপালিটীর সাহায্য লাভার্থ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়া এ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য বিশদ ভাষায় প্রকাশ করেন এবং রেবরেণ্ড মাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেব তাহার পোষকতা করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ফাদার লাফোঁ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য তৃতীয় প্রস্তাব করেন, সিবিলিয়ান জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষকতা করিলে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ইহার সমর্থন করেন। সকল বক্তাই সংক্ষেপে যে যে বক্তৃতা করেন,তাহা শ্রোতাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল এবং সর্ব্বসম্মতিতে সকল প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় অনেক সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে বেশী বলিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখ করিলেন এবং বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া সভাকার্য্য শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব এবং মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর তাহার পোষকতা করিলে সর্ব্বসাধারণে আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার অনুমোদন করেন। সভাকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি এবং সহৃদয় হিতৈষী নরনারীদিগকে অর্থে ও সামর্থে ইহার সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করি।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বালিকা শিক্ষা, ১ম ভাগ, শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /০ আনা। বালিকাদিগের বিশেষ উপোযোগী করিয়া এই বর্ণপরিচয় রচিত হইয়াছে। ইহা বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

২। তীর্থযাত্রা, প্রথম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। সুপ্রসিদ্ধ "Pilgrim's Progress" পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মপথযাত্রীদিগের পক্ষে এরূপ পুস্তক অতি উপাদেয় ও উপকারী। ইহার কবিতা সকল যেমন সুললিত, ইহার মধ্যে লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও ধর্ম্মবিষয়ক অভিজ্ঞতারও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। সঙ্গীতহার ২য় ভাগ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ব্রহ্মসঙ্গীত গায়কদিগের মধ্যে পুণ্ডরীক বাবু একজন গণনীয় এবং তাঁহার গান সকল যেমন তানলয় বিশুদ্ধ, সেইরূপ ভক্তিরসোদ্দীপক। তাঁহার রচিত প্রথমভাগ সঙ্গীতহার এজন্য বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেও অনেকগুলি মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন আছে। ভগবদ্‌ভক্ত ও সঙ্গীত রসজ্ঞদিগের নিকট এ পুস্তকখানিও প্রীতিকর হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কৃষ্ণা নদীর উপর দিয়া যে টেলিগ্রাফ তার গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট, উচ্চতা ১২০০ ফুট।

২। বাইবেল পুস্তকখানি ৩৪৪টী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

৩। মিস চক্রবর্ত্তী নামে একটী বঙ্গ-মহিলা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। সিটি কলেজের মূক ও বধির বিদ্যালয়ের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক য়ো সাহেব ও তাঁহার পত্নী বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় লর্ড ও লেডী এলগিন এবং লেডী ইলিয়ট ইহার সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫। ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেগাজিন এণ্ড রিভিউ নামক পত্রে প্রকাশ যে ভারতের ৩০৬ জন লোক এখন বিলাতে বাস করিতে ছেন। ১৮৯০ সালে মোট ২০৭ জন ছিল।

বামারচনা।

বসন্ত।

বসন্ত ! সাধে কি তোমায় বলে ঋতুরাজ?
শীতের প্রকোপ যায় তব পরশনে।
তোমার পরশ পেয়ে,
কোকিল মধুর গেয়ে,
ভুলায় ভাবুক প্রাণ ভাবুকের সনে,
তব সম কেহ নয় পৃথিবী রঞ্জনে।

বসন্ত তোমার সনে সকলি সুন্দর,
পরশ মণির সম তব পরশন ;
নির্ম্মল নদীর জল,
নির্ম্মল আকাশ তল,
তোমা ছুঁয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু মলয় পবন,
তুমি দেও ফলে মূলে নূতন জীবন।

প্রকৃতি হাসাতে তুমি পার হে বসন্ত !
দশ মাস গর্ভে ধরি জননী যেমন,
হেরে সন্তানের মুখ,
ভুলে যায় গর্ভদুখ,
তেমতি প্রকৃতি তোমা করি দরশন,
গ্রীষ্ম, বর্ষাদির দুঃখ, হয় বিস্মরণ।

হে বসন্ত ! সাধ্য যেন সকলি তোমার,
বিরহী হাসাতে, পার কলিকা ফুটাতে,
বন্ধ্যা গাছে দেও ফল
রৌদ্র তাপে ঢাল জল,
কভুবা ইচ্ছায় পার ময়ূর নাচাতে,
মৃতপ্রায় লতিকায় পারহে বাঁচাতে।

সকল সমান তুমি করহে বসন্ত !
দিবায় নিশায় কর সম পরিমাণ,
শীত গ্রীষ্ম সম হয়,
হিম তাপ নাহি রয় ;
স্থলে নানা ফুল, জলে পদ্ম শোভমান,
পশু পাখী নরগণে আদরে সমান।

জীবনে যৌবন সম, সময়ে বসন্ত !
তিথিতে পূর্ণিমা সম, মানবে রাজন,
নগরের রাজধানী,
ফুলে পারিজাত মানি ;
দেবে যেন, দেবরাজে করি দরশন,
তেমতি সময়ে তুমি মানসরঞ্জন।

তাই বলি সদা তুমি থাক হে বসন্ত !
শীত গ্রীষ্মে বরষায় হেরিয়ে তোমায়,
সদা তব পরশনে,
প্রকৃতি প্রফুল্ল মনে,
থাকে যেন, সদা পিক কুহু রব গায়,
হরিলীলা রসে ভাসে বিশ্ব সমুদায়।

শ্রী সরোজিনী দেবী
কিশোরগঞ্জ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫১ সংখ্যা	চৈত্র ১৩০০—এপ্রেল ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট—এ বৎসর মহারাণী স্বয়ং পার্লেমেণ্ট খুলিয়াছেন এবং বক্তৃতায় বলিয়াছেন পৃথিবীর সমগ্র জাতির সহিত তাঁহার সদ্ভাব আছে।

গ্লাড্‌ষ্টোন্—ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষুর অবস্থা দেখিয়া সহৃদয়া ইংলণ্ডেশ্বরী দুঃখ করিয়াছেন। গ্লাড্‌ষ্টোন্ পার্লেমেণ্টের সভ্যপদ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার আশা আছে একটু সুস্থ হইলেই পুনরায় রাজনৈতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

দান—কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী লৌইস জুবিলি স্বাস্থ্যালয়ে ৩,০০০ এবং রঙ্গপুরের শিল্পবিদ্যালয়ে ৪,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ছাত্রীবৃত্তি—বঙ্গমহিলাগণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থে যে ১৬৭০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহার সুদের টাকায় একটী বৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে হিন্দুবালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিবে, তাহাকে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

মহারাণীর ভ্রমণ—ইংলণ্ডেশ্বরী সদল ফ্লোরেন্সে গমন করিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিবেন। ভ্রমণের ব্যয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হইবে।

রামমোহন রায় ক্লব—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটী-কলেজ গৃহে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩এ মার্চ্চ ইহার যাণ্মাসিক অধি-

বেশনে বহুলোকের সমাগম হয়। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ এবং মান্দ্রাজ নিবাসী পিটার পিলে রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—৫ই মার্চ্চ এই কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। লর্ড এলগিন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন, লেডি বেবিলটন্ স্মিথ পারিতোষিক দান করেন। কতকগুলি বড় মেয়ে এক একটী ছোট মেয়েকে লইয়া ফুলের গহনা পরাইবার যে অভিনয় করেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

বিলাত প্রবাসী ভারতবাসী—ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৯০ সালে ২০৭ ছিল, এখন ৩০৬ হইয়াছে। হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার সপক্ষে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত মত দিয়াছেন, গত প্রদেশীয় কনফারেন্স সভায় অধিকাংশের মতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। বিলাত ভ্রমণ ক্রমে আরও সাধারণ ও নির্বিঘ্ন হইবে।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার এক নূতন অনুষ্ঠান পত্র পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার স্থায়ী ফণ্ডের জন্য ৪০০০টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগ স্বীকারকে ধন্যবাদ! তিনি তাঁহার বরাহনগরের বসতবাটী বাগান প্রভৃতির সহিত ৭ বিঘা জমি (যাহার মূল্য ২০। ২২ হাজার টাকা) ইহার জন্য উইল করিয়া দিতেছেন। হিন্দু বিধবারা ধর্ম্ম ও আচার প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে বাস করিতে পারিবেন। এরূপ সদনুষ্ঠানে সাধারণের আনুকূল্য দান করা কর্ত্তব্য।

বার মেসে।

(বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসের সংক্ষিপ্ত কৃষি বিবরণ।)

এক্ষণে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যেরূপ অন্নকষ্ট হইয়াছে, অনাহারের হাহাকার ধ্বনিতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেরূপ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আহার্য্য শস্যের দুর্ভিক্ষ মূল্য যেরূপ স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষি কার্য্যে মনোযোগ পূর্ব্বক উৎপন্ন বৃদ্ধি না করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই। বঙ্গদেশের ভূরাজস্বের সহিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে এদেশের কৃষির উন্নতি

কল্পে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ করিবার কথা নহে। কিন্তু আমাদের নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সেই গবর্ণমেন্টেরও মন টলিয়াছে, তজ্জন্য তিনি ১৮৯২ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেট্ দ্বারা কয়েক খানি কৃষিপুস্তক স্কুল পাঠশালায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরাও বামাবোধিনীর বিগত কয়েক সংখ্যায় কৃষি বিষয়ে কতক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি—উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টিপাত দ্বারা এ দেশের হীনাবস্থ কৃষির উন্নতি হইবে ; তৎসঙ্গে উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়া আমাদের উপস্থিত দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশীয় শিক্ষিত জনগণের মন, আদৌ কৃষির দিকে যাইতেছে না, তাঁহাদিগের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দাস্যের প্রতিই নিয়োজিত রহিয়াছে। যতদিন এইরূপে চলে চলুক। চাকুরীর দ্বারাও আমাদের অনেক মঙ্গল হইতেছে। কেননা জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যতীতও শরীর ও মনকে সংযত ও নিয়মিত করিবার শত উপায় আছে, তন্মধ্যে পরের চাকুরি একটী প্রধান ও স্বাভাবিক উপায়। সুতরাং মনুষ্যসমাজের সঙ্গে২ উহা চিরকালই থাকিবে। কিন্তু কতক গুলি শিক্ষিত লোককে কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিতেই হইবে এবং অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি ক্রমশঃ সেই কালকে নিকটবর্ত্তী করিতেছে।

সাংসারিক সচ্ছল অবস্থা আনয়ন জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিবায় বিলম্ব থাকিলেও যে কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাংসারিক নিত্যব্যয়ের সংকোচ করা বোধ হয়, সকল সময়েই কর্ত্তব্য ও প্রার্থনীয়। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান চৈত্র মাস হইতেই গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, সবজী, তরকারী, ফল, ফুল, মসলাদির চাস আবাদের এমন একটী প্রণালী যথাক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, যদ্দারা প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সকল শাক, তরকারী, ফল, মূল নিত্য আহার করিতে হয়, তাহা গৃহ সন্নিহিত উদ্যানে বা গৃহ প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। যাঁহাদের উদ্যান কার্য্যে অভিজ্ঞ মালী চাকর রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় ; কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ ফসলে কিরূপে চাস আবাদ করিতে হয়, তাহা জানা না থাকায় অনেকেরই সে বাসনা পূর্ণ হয় না। যে যে মাসে যে যে ফসলের চাস আবাদ যেরূপে করিতে হয়, আমরা তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসের বামাবোধিনীতে সেই সেই বিবরণ প্রকাশ করিব। মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে সকলেই প্রতি মাসের কর্ত্তব্য সম্পাদনের সুযোগ পাইবেন। এইজন্যই প্রবন্ধের নাম হইল "বারমেসে"।

চাস আবাদের জন্য ভূমিনির্ণয়, মৃত্তিকা পরীক্ষা, সারধান, শস্যপর্য্যায়, পাইট (culture) প্রভৃতি বহুবিধ বৈজ্ঞা-

নিক কার্য্য আছে। চাস আবাদের পূর্ব্বে সেগুলি অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেও আমরা এক্ষণে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। হস্তক্ষেপ না করিবার দুইটী কারণ—প্রথমতঃ একবৎসর মাসিক পত্রিকায় সে সকল প্রকাশ করিবার সময় নাই, দ্বিতীয়তঃ আমরা যে সকল ফসলের চাস আবাদ বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয় জানিবার তত প্রয়োজনও নাই। যে টুকু জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা এই স্থলেই বলিয়া দিব।

গৃহস্থ মাত্রেরই বাটীতে প্রায় দুই একটী গরু থাকে এবং তজ্জন্য একটী গোশালা আছে। গোশালার সম্মুখে ৫।৬ হস্ত গভীর একটী কূপ বা গর্ত্ত খনন করা আবশ্যক। গোশালার মেজে হইতে ঐ গর্ত্ত পর্য্যন্ত একটী নালা এরূপে প্রস্তত করিয়া দিতে হইবে যেন প্রতিদিনকার গোমূত্র গড়াইয়া ঐ গর্ত্তে আসিয়া পড়িতে পারে। প্রতিদিন বাটীতে যত গোবর হইবে, তাহার কিয়দংশ এবং ঘুঁটে পুড়াইয়া যত পাশ হইবে, সেই গুলি ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ঘর দ্বার, উঠান ঝাঁইট্ দিয়া যত ওচলা ও বৃক্ষের গলিত পত্র জড় হইবে, তৎসমুদয় ইতস্ততঃ নিঃক্ষেপ না করিয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। প্রতিদিন বাটীতে যদি মৎস্য, মাংসের ব্যবহার থাকে, তাহার অব্যবহার্য্য অংশ ও ধৌত জলও ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। স্নানের জল, এবং চাউল তরকারী ধোয়া জলও যাহাতে ঐ গর্ত্তে পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গর্ত্তের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ পচিয়া মৃত্তিকা হইতে থাকিবে। ঐ মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট সার। উহা সকল প্রকার ফসলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। ঐ গর্ত্তকে "সার কুড়" কহে। এইরূপ একটী "সার কুড়" প্রতি গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তত করিবার জন্য সকলকেই বিশেষ যত্ন করিতে হইবে; কেন না এইরূপ একটী সারকুড় থাকিলে প্রয়োজনীয় শাকসব্জি প্রস্তত করণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইবে। এক্ষণে আমরা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে কোন কোন ফসলের চাস আবাদ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই চৈত্র মাসে প্রকাশ করিলাম, ইহাতে সকলেই বৈশাখ মাসীয় চাস আবাদের সময় ও সুযোগ পাইবেন। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ বৈশাখ মাসে, আষাঢ় মাসের বিবরণ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইত্যাদি ক্রমে বার মাসের চাস আবাদ লিখিত হইবে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, বৎসরের মধ্যে দুইবার মাত্র কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করিলেই চলিতে পারে, একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে, আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে; তজ্জন্য সর্ব্বদা চিন্তা ও চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এটা তাঁহাদিগের ভ্রম, বলিতে হইবে। কেননা চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিক

বপন রোপণের প্রধান সময় বটে; কিন্তু অন্যান্য মাসেও চাস আবাদের কিছু কিছু কার্য্য আছে এবং তাহা না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বর্ষা বারি দ্বারা যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান কাল চৈত্র বৈশাখ মাস; যেমন আশুধান্য অরহর, কচু, হরিদ্রা, আদা, কলায়, পাট, শশা, কুমড়া, নটেশাক ইত্যাদি। হেমন্তের শিশিরে যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পরিপালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান সময় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস; যেমন ছোলা, মটর, সর্ষপ, তিসি, তামাক, আলু, মূলা, কপি ইত্যাদি। যে সকল ফসলের আবাদ অল্প পরিমাণে করিলে কোন লাভ নাই, যেমন ধান, পাট ইত্যাদি, বার মেসে প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে এবং যে সকল নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, তরকারী, মসলা প্রভৃতির অল্প পরিমাণ আবাদেই গৃহস্থের যথেষ্ট উপকার আছে, তাহাদিগের বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত হইবে; যেমন কলা, মূলা, আলু, কপি, বেগুন লঙ্কা, হরিদ্রা, লাউ, কুমড়া, শাক ইত্যাদি। মাটী খোঁড়া, ডেলাভাঙ্গা, জমি সমান করা ইত্যাদি কার্য্যের নাম "চাস"। বীজবপন, চারান, দানা রোপণ, পাইট ইত্যাদির নাম "আবাদ"। যে মৃত্তিকায় এ পরিমাণ রস থাকে, যখন লাঙ্গল বা কোদাইল দ্বারা ভূমি খনন করিলে লাঙ্গল বা কোদাইলের ফালে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর তাদৃশ অবস্থাকে "যো" কহে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে ঐ তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, সর্ব্বত্রই তাহাদিগের ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

বৈশাখ।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম বশে মাঘ মাস হইতেই বর্ষের প্রথম বর্ষণ আরব্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দুর্ব্বৎসর না হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসেই প্রায়ই জল হয়। যদি চৈত্র মাসের প্রথম অংশে উত্তমরূপে বর্ষণ হয়, তাহা হইলে বৈশাখে বপনীয় ও রোপণীয় অনেক ফসলের আবাদ চৈত্র মাসেই হইতে পারে। এরূপ ঘটনা হইলে কোন কোন শাক সবজী কিছু অগ্রে (আগুড়ি) জন্মাইয়া ভোজনকারীগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিক্রেতাদিগকে কিছু অধিক লাভবান্ করে। যাহাহউক চৈত্র কিম্বা বৈশাখে জল হইলেই "যো" দেখিয়া আশুধান্য, পাট, হরিদ্রা, অরহর, কচু, বেগুন, শশা, ঝিঙ্গে, কুমড়া, নটে, চাঁপা, কনকা, ওল, কলায়, আদা, মেটে-আলু, শণ, ইক্ষু, করলা, লঙ্কা, ডেঙ্গো ইত্যাদি শস্যের আবাদ করিতে হয়। যে জমিতে এই সকল শস্যের আবাদ করিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত "সারকুড়" হইতে (যদি পূর্ব্ব হইতে উহা প্রস্তুত করা থাকে।) জল হইবার পূর্ব্বে সেই জমিতে সার দিতে যেন ভুল না হয়।

এই সম্বন্ধে একটী কথা যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি; এজন্য এইস্থলেই

বলিয়া যাই। যে সকল শাক, সবজি, তরকারি ফল, মূল, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয়, যথাকালে তাহাদিগের চাস আবাদ করিতে পারিলে যেমন সংসারের উপকার ও কিয়ৎপরিমাণে নিত্য খরচের লাঘব হইবে; তেমনি ঐ কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাকিলে এবং উহাতে নিয়মিত রূপে শ্রম করিলে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। শান্তি রসময়ী বাহ্য প্রকৃতির সহিত নিয়ত ঘনিষ্ঠতা থাকায় মনও শান্ত হইবে। যে কার্য্যে এত লাভ, গৃহস্থ মাত্রেই সে কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আশুধান্য, যে জমিতে জল বাধে না, এরূপ সমভূমিতে আউশ ধান বুনিতে হয়। অনেকে জল হইবার পূর্ব্বেই চৈত্র মাসের ধূলিময় ভূমিতে আউশ ধান্যের বীজ বুনিয়া থাকে। এইরূপ বপন ক্রিয়াকে "কাঁকড়" করা বলে। এই বপনের একটী বিশেষ উপকার এই যে কাঁকড়ের ধানে কখন পোকা ধরে না।

পাট, মুষ্টিমেয় পাটের বীজ ভদ্রাসনের এক পার্শ্বে ছড়াইয়া রাখিলে এবং যথাকালে কাটাইয়া রাখিতে পারিলে ২। ৪ সের কোষ্টা প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহাদ্বারা সংসারের কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সে চেষ্টা করিতে নিষেধ করি। যাঁহারা করিবেন তাঁহারা যেন পাটের গাছ এক কি দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলেই তাহার অর্দ্ধেক, বা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ চারা তুলিয়া ফেলেন এবং পাটের শাক বিতরণ বিষয়ে যথেষ্ট মুক্তহস্ত হন। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ গুলি বিরল ও সরল হইবে। এইরূপ কার্য্যে পাটের ফসল বেশি হয়।

হরিদ্রা,—ইহার আবাদ করিতে হইলে জমিতে উত্তমরূপ চাস দিতে হইবে। হলুদের মোতাগুলি শারি করিয়া পুঁতিতে পারিলে আবাদের সুবিধা হয়। মধ্যে মধ্যে মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়ান ভিন্ন হলুদের চাসে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই। আর যে কার্য্য আছে, তাহা মাঘ ফাল্গুনের বিবরণে লিখিত হইবে।

অরহর,—এই শস্য অল্প পরিমাণে করায় বিশেষ লাভ নাই; কিন্তু টুমুর বলিয়া এই জাতীয় এক প্রকার শস্য আছে, তাহার গাছ ও শুঁটি ঠিক্ অরহরের ন্যায়। গৃহস্থের বাগানের বেড়ার ধারে ধারে উহার বীজ কিঞ্চিৎ ছড়াইতে পারিলে উপকার হয়। উহার শুঁটী একপ্রকার বেশ তরকারী, কাঁচা খাইতেও সুমিষ্ট।

ওল ও গুঁড়ি কচু, ওল ও কচু নানা প্রকার। তন্মধ্যে চণ্ডী ওল এবং গুঁড়ি ও শোলা কচু উৎকৃষ্ট। চণ্ডীওলের গঠন মেটে আলুর ন্যায় লম্বা ও ভিতর ধূট সাদা।

হরিদ্রার ক্ষেত্রের ন্যায় জমিতে চাস দিয়া ওলের মুখী ও কচুর মোতা পুঁতিতে হয়। কচু অপেক্ষাও ওলের

মাটী অধিক শল হওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ দেশে কত প্রকার কচু লোকে তরকারী রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা যিনি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানের 'ক' পর্য্যায়টী পাঠ করিবেন।

বেগুন—ইহা আমাদিগের একটী প্রধান তরকারী। বেগুন দুইপ্রকার, আশু ও আমন। আউশ বেগুন অপেক্ষা আমন বেগুন খাইতে সুস্বাদ। আশু বেগুন শীঘ্র ফলে, কিন্তু খাইতে ভাল নহে। যাহাহউক, এই মাসে হাপোরে বেগুনের বীজ পোতা ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অন্য কার্য্য নাই।

কোন শস্যের চারা প্রস্তুত করিবার জন্য সার দিয়া যে ক্ষুদ্র স্থান প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে হাপোর কহে। চৈত্র মাসেও বেগুনের হাপোর করা যাইতে পারে।

শশা—সচরাচর এদেশে দুইপ্রকার শশা দেখা যায়, ক্ষীরে শশা ও ভুঁয়ে শশা। রাঁধা ও কাঁচা দুই প্রকারেই শশা আহার করা যায়। জল সিঞ্চনদ্বারা বার মাসই ভুঁয়ে শশা হইতে পারে। এই শশার জন্য মাচা বাঁধিতে হয় না, ইহা কাঁকুড়ের ন্যায় ভূমিতেই ফলিয়া থাকে। অপক্ক কচি শশা কাঁচা খায় এবং পাকা শশার উত্তম তরকারী হয়। ক্ষীরে শশা এবং ঝিঙ্গের বীজ ৩।৪ টী করিয়া এক এক থানায় মাচার নীচে পুতিতে হয়।

বিলাতী কুমড়া—৮ হাত অন্তর এক একটী থানায় ২।৩টী বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার গাছ যত দূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমি উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। উত্তমরূপ ফলিলে এক কাঠা জমিতে ৫০টা কুমড়া হয় এবং ৩।৪ টাকার কমে উহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

শাক—উত্তমরূপে মাটী খুঁড়িয়া এবং তাহাতে ২।১ ঝুড়ি সার দিয়া নটে, কনকা, চাঁপা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। শাকের জমি উত্তমরূপ পরিষ্কার ও শল রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে সিঞ্চন আবশ্যক। ডেঙ্গো ডাঁটার হাপোর চৈত্র মাসে করা না থাকিলে এই মাসে করিতে হয়। ইহাও দুই প্রকার—আউশ ও আমন। সাধারণতঃ আমন ডাঁটা মিষ্ট ও অধিককাল স্থায়ী। কলিকাতার হাট বাজারে শাদা রঙ্গের একপ্রকার ডাঁটা বিক্রয় হয়। তাহা বড় মিষ্ট ও সুস্বাদ। বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার অনেক স্থলে উহা জন্মে। ঐ ডাঁটার বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

কলায়—এদেশের কৃষকেরা আওধান্য ও অরহরের ক্ষেত্রে কলায় দিয়া থাকেন। পদ্মার উভয় তীরবর্ত্তী চড়ায় প্রচুর পরিমাণে কলায় জন্মিয়া থাকে। পলিপড়া চড়া জমিই উহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অল্প পরিমাণে উহার চাস আবাদে কোন লাভ নাই।

আদা—নূতন আদা একটা শীতল স্থানে গাদা করিয়া রাখিতে এবং উহার

উপর মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিতে হয়। কিছু দিন পরে উহাদের কলা বাহির হয়। তখন হলুদের ন্যায় উহার চাস করিতে হয়। আদার চাস বিলক্ষণ লাভজনক। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ২।৪ খানা আদা বাগানের কোন স্থানে পুঁতিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। "আম আদা" বলিয়া উহার এক জাতি আছে, তাহার গন্ধ অবিকল আম্রের ন্যায়। যখন আম্র মিলে না, তখন যে কোন অম্লের সহিত একটু "আমআদা" দিলে ঠিক্ আমের ঝোল খাওয়ার সাধ মিটে। অতএব আমআদার আবাদ করিতে যেন কাহারও ভুল না হয়। মোদকেরাও আমআদার যোগে আমসন্দেশ প্রস্তুত করে। আম-আদা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি রুচি-বর্দ্ধক।

মেটে আলু—ইহা নানা প্রকার, চুপ্‌ড়ি, গড়ানে, হরিণশৃঙ্গ, আলতাবোল, শুথনি ইত্যাদি। গভীররূপে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহার ফল পুঁতিতে হয়। উহার গাছ অন্য বৃহৎ বৃক্ষে বা বেড়া ও মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। আল্‌তা-বোলের রঙ্গ ঠিক্ আলতার ন্যায়। উহা ভাতে বা ব্যঞ্জনে দিলে ভাতব্যঞ্জনও লাল হইয়া যায়। মেটে আলু পুষ্টিকর খাদ্য।

শণ ও ইক্ষু—এই উভয় শস্যেরই বপন ও রোপণ এই মাসে করিতে হয়। কিন্তু উহার অল্প পরিমাণ চাস আবাদে কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ ইক্ষুর বীজ তৈয়ার করা বড়ই কঠিন কার্য্য। তবে শামশাড়া আকের অগ্রভাগ ১০।১৫টা শস্যার ভূমিতে রোপণ করিয়া মধ্যে খৈল ও জল দিতে পারিলে জল খাইবার উপ-যুক্ত ইক্ষু প্রস্তুত হইতে পারে।

করলা—ইহা উচ্ছে জাতীয় তর-কারী। কলিকাতার হাটবাজারে উহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। উহার ভাজি ও তরকারী উত্তম হয়। উহার বীজ মাচার তলে পুতিয়া মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে উহা বার মাস যথেষ্ট পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

লঙ্কা—চারা প্রস্তুত করিবার জন্য হাপোরে বীজ পোতা ভিন্ন এ মাসে লঙ্কার জন্য কোন কার্য্য নাই।

কাঁকুড়,—দোআঁশ মাটীর জমিতে থানা করিয়া কাঁকুড় দিতে হয়। কাঁকুড়ের চাস আবাদ ঠিক্ কুমড়ার ন্যায়।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গার্হস্থ্য সুখ ও সৌকর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা প্রথমেই একটা অসুবিধা দর্শন করিবেন। শাকসবজী, তরকারীর বীজ হঠাৎ কোথা মিলিবে? তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য একটা সংবাদ দেই। কলি-কাতার দক্ষিণ চেতলা গ্রামে সপ্তাহে দুইবার যে হাট বসিয়া থাকে, সেই হাটে এবং শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট ওস্তবৈটকখানার পুরাতন বাজারে নানা-বিধ বীজ বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ বীজের হাট দর্শন করিলে যাঁহাদিগের কোন কালে

এ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহাদিগেরও চাস আবাদে কৌতূহল জন্মিবে।

"বারমেসে" প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে যদি কাহারও একটু বাহুল্যরূপ চাস আবাদ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, আমাদের অনুরোধ, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষা" ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসুর "কৃষি-সোপান" নামক পুস্তক দুইখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। তাহাতে চাস আবাদ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

দাম্পত্যধর্ম্ম।

কান্তারেষপি বিশ্রামো
জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্য
স্তস্মাদ্দারা পরাগতিঃ॥

সংসার কান্তারে ভ্রমণকারী মানবের পক্ষে ভার্য্যাই একমাত্র বিশ্রামস্থল; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাসপাত্র, এই জন্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া গণনীয়।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ
সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে
ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥

ভার্য্যাবান্ লোকেই ক্রিয়াবান্ হয়, ভার্য্যাবান্ লোকে যথার্থ গৃহী, ভার্য্যাবান্ লোকেই সর্ব্বদা আনন্দিত হয় এবং ভার্য্যাদ্বারাই লোকে লক্ষ্মীবন্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য
ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য
ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যা মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই সংসারে শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগের মূল এবং ভার্য্যা মোক্ষেরও সহায়।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু
ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু
ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥

যেখানে কেহ নাই সেই নির্জ্জন স্থানে প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা বন্ধুর কার্য্য করেন, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায় সদুপদেশ দান করেন, রোগে, শোকে, দুঃখে ভার্য্যাই মাতার ন্যায় তাপিত হৃদয়ে শান্তি জল সেচন করেন।

ব্রতিনাং বীতরাগাণাং
দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ
তত্র দেশেচ দৃশ্যতে।

সংসারবিরাগী ঋষি তপস্বীদিগের দেবতা স্বর্গলোকে, কিন্তু সাধ্বী ভার্য্যা

যাহার গৃহে, তাহার দেবতা সে গৃহের মধ্যেই দেখিতে পায়।

পতির্বন্ধুগুরুর্ভর্ত্তা
দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী
ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ।

পতিই নারীর বন্ধু, উপদেশক, পালনকর্ত্তা ও দেবতা, পতিই জীবন; সকল সদুপদেষ্টা অপেক্ষা স্বামী শ্রেষ্ঠতর সদুপদেষ্টা, স্বামীর অপেক্ষা গুরু আর নাই।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা
ক্লিষ্টৌ দাতুমিদং ধনং।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি
পতিরেব হি যোষিতঃ।

রমণীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পুত্র প্রার্থিত ধন দানে কাতর হন, কিন্তু পতি অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।

পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ থাকিবেন এবং সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৃহকার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিবেন।

পতিপ্রিয়হিতেযুক্তা
স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি
প্রেত্য চানুপমং সুখং।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

যে পরিবারে পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারেই নিশ্চিত কল্যাণ হয়।

মূক বধিরের জন্য প্রার্থনা।*

হা হন্ত! মা-নাম সুধাময়ং যঃ
শ্রোতুং নবাকর্ণয়িতুং সমর্থঃ।
আজন্মনো যো বধিরশ্চ মূকঃ
ততো দয়াভাজনমস্তি কোবা॥ ১॥

মা-নাম অমৃতময় না পার শুনিতে,
না বোলে বাক্যেক আহা! না পারে ডাকিতে,
জনম অবধি মূক বধির যে জন,
কে আছে দয়ার পাত্র তাহার মতন? ।১।

যেষাং প্রযত্নৈরপি মূকবালাঃ
বদন্তি বাণীমমৃতায়মানাম্।
তএব ধন্যাঃ খলু পুণ্যবন্তঃ
তারাজনন্যা ভুবি তে সুপুত্রাঃ॥ ২॥

* গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি মূক বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে পঠিত।

মূক শিশু যাঁহাদের অতুল যতনে
অমৃত-সমান বাণী বলিছে বদনে ;
এ ভুবনে তাঁহারাই ধন্য পুণ্যবান্,
যথার্থই তারা-মার তাঁরা সুসন্তান। ২।

আয়ান্তু মূর্খবুধপাতকিপুণ্যবন্তঃ
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমৃদ্ধিমন্তঃ।
পঙ্গ্বন্ধমূকবধিরাতুরদুঃখশান্ত্যৈ
প্রাণান্ ধনঞ্চ সকলং বয়মুৎসৃজাম॥৩॥

আয়রে! চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান্!
আয়রে! দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান!
পঙ্গু অন্ধ কুষ্ঠী মূক বধিরের তরে,
ধন প্রাণ সবি মোরা সঁপি অকাতরে।৩।

যো দীনসেবাসু সমাহিতাত্মা
তারাপদে কর্ম্মফলং সমর্প্য।
তারা যথা শ্রাবণবারিধারাং
কিরত্যজস্রং শুভমেব তস্মিন্॥ ৪॥

কর্ম্মফল তারা-মার চরণে সঁপিয়া,
দীনের সেবায় আত্মা যে দেয় ঢালিয়া,
শ্রাবণের ধারা সম অজস্র ধারায়
তারা-মা কল্যাণ তার ঢালেন মাথায়।৪।

তুষারসঙ্ঘাতইবার্কতাপৈঃ
আত্মা দ্রবীভূয় পরস্য দুঃখৈঃ।
ক্ষরত্যজস্রং করুণাং যদীয়ঃ
স সেবকস্তারিণি! তত্বতস্তে॥ ৫॥

হিমাদ্রির হিমরাশি আতপে যেমন,
তেমনি পরের দুঃখে গলে যার মন ;
সহস্র ধারায় ঝরে করুণা যাহার,
যথার্থ সেবক সেই তারা-মা! তোমার।৫

ত্যমেব দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সমসৌহৃদঃ।
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ স তারে তব সেবকঃ॥৬॥

সর্ব্বভূতে তোমাকেই হেরি বিদ্যমান,
প্রণয় সবারি প্রতি যে করে সমান ;
সবারি কল্যাণ তরে সঁপে মন প্রাণ,
তোমার সেবক তারা! সেই ভাগ্যবান।৬।

সেবাতৃপ্তো ন গৃহ্ণাতি নির্ব্বাণমপি হস্তগম্।
তব সেবানিযুক্তস্য সংসারো গোষ্পদায়তে॥৭॥

তোমার সেবায় তৃপ্ত যাহার হৃদয়,
দিলেও নির্ব্বাণ-পদ সে কি তাহা লয়?
সে শুধু নিযুক্ত থাকে তোমারি সেবায়,
সংসার তাহার কাছে গোষ্পদের প্রায়।৭।

দয়াময়ী ত্বং হি দয়ৈকসারা
প্রেয়োঽস্তি তে নৈব দয়াসমানম্।
তাবৎপ্রসাদং লভতে ত্বদীয়ং
যাবদ্দয়াং প্রাণিষু যঃ করোতি॥ ৮॥

দয়াময়ী তারা তুমি, দয়া তব সার,
দয়া হ'তে প্রিয় বস্তু নাহিকো তোমার ;
যে জন জীবের প্রতি দয়া করে যত,
তার প্রতি মুখ তুলে চাও তুমি তত। ৮।

শক্নোতি পঙ্গুরপি বারিধিমুত্তরীতুং
হস্তে করোতি শশিনং কিল বামনোঽপি।
মূকোঽপি বক্তি বচনানি চ যৎপ্রসাদাৎ
তাং বিশ্বমাতরমহং শতশো নমামি॥ ৯॥

পঙ্গু ও সাগর লঙ্ঘে যাঁহার প্রসাদে,
বামনেও হাতে ধরে আকাশের চাঁদে ;
বোবা ছেলে কথা কয় কৃপায় যাঁহার,
সেই বিশ্বজননীরে শত নমস্কার। ৯।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

দুগ্ধ।

যখন ইংরাজদিগের অনুকরণে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকেরা কেহ কেহ গোখাদক হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"যত দেশীভায়া কপ্‌চে উঠে,
চাল্ চেলেছে সাহেবানা ;
তারা ধাড়ি সুদ্ধ দিচ্চে পেটে
আস্ত ভগবতীর ছানা।
* * * * * * * *
গরুতরু, কল্পতরু ;
এমন তরু আর হবে না ;
ফলে গরু গাছে দধি দুগ্ধ,
সর নবনী, ঘৃত ছানা।"

প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ অতীব উপাদেয় এবং প্রয়োজনীয়। শিশুর পক্ষে ত দুগ্ধই একমাত্র খাদ্য ; কাজেই এবিষয়ে দু চারিটি কথা শিশু পালয়িত্রীদিগের নিকট উপেক্ষিত হইবে না আশা করি।

দুগ্ধ মাত্রেই সাধারণতঃ ছানা (casein) চর্ব্বি, চিনি, অম্ল পদার্থ ও লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুগ্ধে যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

	জল	চিনি	ঘন পদার্থ	লবণ	চর্ব্বি	ছানা ও অন্য নাইট্রোজেন
ছাগদুগ্ধ—	৮৪.৪৯	৩.৬৯	১৫.৫১	০.৬১	৫.৬৮	৩.৫১
গোদুগ্ধ—	৮৬.৪	৩.৮	১৩.৫৯	০.৬৬	৩.৬১	৫.৫২
গর্দ্দভ দুগ্ধ—	৮৯	৫.০৫	১০.৯৯	০.৫৪	১.৮৫	৩.৫৬
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮.৯	৪.৩৬	১০.৯২	০.১৩	২.৬৬	৩.৯২

গাধার দুধ এবং গরুর দুধ সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিলে প্রায় মাতৃদুগ্ধের মত হয় ; এইজন্য মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, শিশুদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। অনেক স্থানে গাধা পাওয়া যায় না। সে সকল স্থলে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে, গোদুগ্ধ এইরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা—৷৶০ পরিমাণ গোদুগ্ধ, ।৵০ গরম জলে, এবং এক পাইণ্ট

দুধের পরিমাণে অর্দ্ধ আউন্স পরিস্কার কলের চিনি।

আজি কালি বিলাত হইতে টিনের দুধের (Preserved milk) খুব আমদানী হইতেছে। ডাক্তার(Daly) ডালী সাহেব, ১৮৭২ সালের নবেম্বরের ২রা তারিখের Lancet কাগজে এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার Foods গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত Smith সাহেব, ডালীর কথায় সায় দিয়া তাঁহার সারগর্ভ কথাগুলি স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—

"বালকেরা গোদুগ্ধ অপেক্ষা, জমান দুধ (Condensed milk) খাইতে বেশী ভালবাসে; মিষ্টতা বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। এই দুগ্ধপান করিলে শিশুদিগকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষাও এ দুগ্ধ অধিক উপকারী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পুষ্টি কোন কর্ম্মের নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকল বালক টিনের দুধ খায়, তাহারা কোন রোগ হইলে বড় অল্পেই অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্প একটু পেটের অসুখ হইলেই সহসা গুরুতর হইয়া পড়ে। যে কোন রোগে ইহাদিগকে এতটা পরাভূত হইতে দেখা যায়, যে অনেক সময়েই বাঁচান ভার হইয়া উঠে। বড় বড় সহর মাত্রেই গোদুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত। লণ্ডন সহরে দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত, তাহা অনেকেই জানেন। যে সকল শিশু এই দূষিত দুগ্ধ পান করে, তাহারাও টিনের দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অধিক সুস্থ থাকে। জমান সুইস্ দুগ্ধপায়ী শিশু দিগের মধ্যে অকালমৃত্যু অতিশয় অধিক।

কলিকাতায় ভাল দুধ পাওয়া যায় না বলিয়া যাঁহারা Swiss milk ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা একথাগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রিপদ ত্যাগ উপলক্ষে।

উদার নৈতিক দল—দলপতি আজ
তিরাশী বছর বয়ঃ করি অতিক্রম,
প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকিতে নারাজ
কত কাল থাকে আর যৌবন-উদ্যম ? ১

সাধিতে দেশের হিত মন্ত্রী মহামতি
সমস্ত শকতি-বল করেছেন ক্ষয়,
শেষকালে হইয়াছে বিশ্রামেতে মতি,
স্বভাবের গতি—সেত ফিরিবার নয়। ২

ন্যায় পথে থাকি সদা কর্ত্তব্য পালন
করেছেন প্রাণ পণে পরের কারণ,
পরসেবা মহাব্রত করি উদ্যাপন
লভেছেন পুণ্য ধন অমূল্য রতন। ৩

দিয়াছেন স্বার্থবলি, ভুলি আত্মসুখ
বিশ্বপ্রেমে স'পেছেন দেহ মন প্রাণ,
পর দুঃখ দরশনে ফাটিয়াছে বুক,
বাজিয়াছে কি বিষম বাজের সমান ! ৪

দুঃখিনী ভারত আজ কার পানে চেয়ে
আশ্বস্ত হইবে বল ? কেবা অশ্রুধার
মুছাইবে স্নেহে গলি ? সোহাগের মেয়ে
কার কাছে করিবে সে এত আবদার। ৫

জনকের মত তারে করিয়ে যতন
তুষেছেন দিবা নিশি তনয়া রতনে,
এত দিনে ফুরাইল সুখের স্বপন
সাধে কি বিষাদ রেখা ভারত বদনে ! ৬

গ্লাড্‌ষ্টোন কাছে খাড়া, আর কারে ভয় ?
সহায় থাকিলে হেন বীরে-ন্দ্রকেশরী
কুরঙ্গিনী চরে বনে হইয়ে নির্ভয় !
সে দিন ফুরাল আজ,—দুঃখের শর্ব্বরী
গ্রাসিল ভারত ! ত্রাসে কাঁপিছে অন্তরে
কি জানি কি গ্রহ দোষে নিগ্রহ আবার
কখন ভুগিতে হয় ? মন্ত্রি অবসরে
কোন্ শনি স্কন্ধে পুনঃ করিবে বিহার ?৭

ভারত কি রাশিচক্রে ঘুরিবে কেবল ?
কখন কি ঘুচিবেনা কপালের ফের ?
কত কাল ভুগিবে সে নিজ কর্ম্মফল ?
ভোগের অভাব নাই ভুগিয়াছে ঢের ! ৮

উদার নৈতিক দল—এক আশাস্থল !
সে দলের দলপতি দয়া ধর্ম্ম গুণে
বিভূষিত হইলেই মনে আসে বল ;
আশ্বাসিত হয় প্রাণ ওই কথা শুনে। ৯

'লর্ড রোজবেরি' অতি উদার-প্রকৃতি !
তিনি নাকি হইলেন প্রধান সচিব ?
তাঁর কাছে, আমাদের বিনীত মিনতি
ধন্য হ'ক তাঁর নাম সাধি প্রজা-শিব। ১০

যাও যাও গ্লাডষ্টোন লভগে আরাম,
পরিশ্রান্ত দেহ মন পিয়ে শান্তি রস
শীতল হউক এবে, গ্লাডষ্টোন নাম
ধন্য হ'ক, সবে মিলি গাই তব যশ। ১১

ভুলিও না দুঃখিনীরে রেখ সদা মনে।
ভারত-হিতৈষী তুমি সর্ব্বত্র প্রচার,
তব গুণে বাধ্য মোরা ঋণী তব ঋণে,
কি দিয়ে শোধিব মোরা তব সেই ধার ?
দূর হোক্ আধি ব্যাধি আপদ জঞ্জাল,
আর(ও)দীর্ঘজীবী হয়ে কাট সুখে কাল।১২

শ্রী চঃ——

বাঙ্গালা প্রবচন।

হ।

১। হই মাছ, না ছুঁই, পানি,
হই গিন্নি না ছুঁই হাঁড়ি।
২। হউক না কেন কাঠের বিড়াল
ইঁদুর ধরলেই হল।
৩। হওয়া ভাতে কাঠি।
৪। হক্ কথায় আহাম্মক ব্যাজার।
৫। হক্ চাচার দরবার।
৬। হকের ধন কোথায় যায় ?

৬। হজমী গুলী।
৭। হঠাৎ বাবু।
৮। হন্দ কল্লে পদ্মমুখী।
৯। হযবরল।
১০। হয় না হয় দুবার যায়,
খায় না খায় সকালে নায়।
তার কড়ি কি বৈদ্য খায়?
১১। হয় ত পুত না হয় ত ভূত।
১২। হয় যদি সুজন,
এক বিছানায় নজন।
১৩। হরি ঘোষের গোয়াল।
১৪। হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।
১৫। হরি নামে খোঁজ নাই,
ফটিকের রাঙা থোপ।
১৬। হরি বল্লেই কাঁড়া চাউল।
১৭। হরি বড় দয়াময়,কথায় বটে কাজে নয়।
১৮। হরি মটর।
১৯। হরির খুড়।
২০। হরিষে বিষাদ।
২১। হরিহর আত্মা।
২২। হরে দরে হাঁটু জল।
২৩। হলুদ খেলে কি রাঙা ছেলে হয়?
২৩॥। হলুদ রঙ্ নয় যে ধুয়ে যাবে।
২৪। হলুদ জব্দ শীলে,
মেয়ে জব্দ কিলে,
পাড়াপড়সী জব্দ হয়
চোকে আঙুল দিলে।
২৫। হলুদের গুঁড়া তরকারিতে লাগে।
২৬। হব চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র মন্ত্রী।
২৭। হবু ছেলের অন্নপ্রাসন।
২৮। হস্তি মূর্খ।
২৯। হংস মধ্যে বকো যথা।
৩০। হাকিম ফেরেত হুকুম ফেরে না।
৩১। হাগার নাই বাগার ভয়।
৩২। হাগুন্তির লাজ নাই,
দেখুন্তির লাজ।
৩৩। হাজার টাকায় বামন ভিখারী।
৩৪। হাট চোরের পার্ব্বণ।
৩৫। হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ।
৩৬। হাটে কি দর চাউল?
না মামার ভাতে আছি।
৩৭। হাটে গেছিল যার মা,
সে দেখেছে বাঘের পা।
৩৮। হাটের দুয়ারে কবাট।
৩৯। হাটের নেড়া সুখ চায়।
৪০। হাটে হাঁড়ি ভাঙা।
৪১। হাড় এক ঠাঁই
মাস এক ঠাঁই।
৪২। হাড় খাব মাস খাব,
চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব।
৪৩। হাড় গোড় ভাঙ্গা দ।
৪৪। হাড় পেকেয় বোঝা।
৪৫। হাড়ীর কোদালে মাথা কাটা।
৪৬। হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী।
৪৭। হাড়ে দুব্বা গজায়।
৪৮। হাড়ে ভেল্কি খেলে।
৪৯। হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।
৫০। হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।
৫১। হাত থাকতে মুখ মুখী কেন?
৫২। হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।

সতী ও শান্তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে সকল রমণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, তোমরা, মা, এ সব কথা শুনে হাস, কিন্তু এসব "মেয়েলী শাস্তর।" এসব চাই বৈ কি? ছেলের কোন্ ঘড়ি কি হয়, তা কি জানা যায় মা? পাঁচটা ওষুধ পত্তর গলায় বেঁধে রাখ্‌লে, একটা না একটায় উপগার হয়।

সরোজিনী বলিলেন, হাঁ, তা হয় বৈ কি। কিন্তু যা তা একটা বেঁধে রাখ্‌লে, কি যা তা একটা খাওয়ালে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হয়। এই দেখুন না, "হাড়ীর ঝাঁটার কাঠী" কি একটা ঔষধ? না ঐ যে সব ঔষধের নাম করা হ'ল, ও সব ঔষধ? "মনগড়া" যা তা একটা ব'লে দিলেই কি ঔষধ হ'ল? আমাদের দেশের অকাল মৃত্যুর যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, এই মনগড়া ঔষধ তাদের মধ্যে একটী।

বৃদ্ধা। আসল কথা হ'চ্ছে,মা, ভক্তি। ভক্তি ক'রে একটু দূর্ব্বাঘাসের শিকড় বেটে খেলেও উপগার হয়, অনেক কঠিন রোগ ভাল হয়।

সরোজিনী। ও সব কোন কাজের কথা নয়।

বৃদ্ধা। হাঁ মা, আমি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছি।

সরোজিনী। আপনি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছেন,কিন্তু আবার কোনও ঔষধ না দিলেও ত অনেক রোগ ভাল হয়। আপনার দূর্ব্বাঘাস যে ঔষধ নয়, তা বলিতেছি না, উদ্ভিদ্ মাত্রেই শরীরের কোন না কোন উপকার করে। মনে করুন, দূর্ব্বাঘাস বাত রোগের ঔষধ। এক জনের শিরঃপীড়া হইয়াছে, যদি আপনি ঐ দূর্ব্বাঘাস ভক্তি করিয়া শিরঃপীড়া নিবারণার্থে খাওয়ান, আর রোগী যদি ভক্তি করিয়া খায়, তাহা হইলেই কি তাহার শিরঃপীড়া ভাল হইবে?

বৃদ্ধা। তা কি হয়? যে রোগের যে ওষুধ।

সরোজিনী। তবে আপনি ভক্তির কথা বলিতেছেন কেন? ভক্তি করিয়া বিষ খাইলে, বিষ কি অমৃত হইয়া যাইবে?

বৃদ্ধা। তবু পাঁচটা ওষুধ বেঁধে রাখলে, অনেক উপগার হয়, একটা না একটা রোগে লেগে যায়।

সরোজিনী। এই দেখুন না, এই ছেলেটীর কেমন হয়েছে। এর গলায় এতগুলি ঔষধ ছিল, আর বড়দিদির ছেলের গলায় কোনও ঔষধ নাই, কবচ নাই অথচ শরীরটি কেমন দেখুন দেখি। কোনও রোগ নাই,সে হৃষ্ট—পুষ্ট—বলিষ্ঠ। কেন এমন হয় বলুন দেখি? যেখানে

নিয়ম আছে, সেখানে স্বাস্থ্য আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে। কিন্তু যেখানে নিয়ম নাই, সেখানে স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। বড়দিদি ছেলেদিগকে সুনিয়মে রাখিয়াছেন, তাই তাঁর ছেলে-গুলি এমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম পালন ক'রে চল্‌তে পারে মা?

সরোজিনী। কেন, যে সকল নিয়মের কথা বলা হ'ল, তা কি পালন করা বড় কঠিন? ইচ্ছা থাকিলে সকলেই তাহা পালন করিতে পারেন।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম টিয়ম জানে? যারা জানে, তারা নিয়ম মত কাজ কর্‌তে পারে। কিন্তু যারা জানে না, তারা কেমন করে পালন কর্ব্বে? কাজে কাজেই যে যা বলে, সেই মত কাজ কর্ত্তে হয়।

সরোজিনী। যাঁরা নিয়ম জানেন না, তাঁদের শিক্ষা করা উচিত। যে যা বলে, তাই ঔষধ ব'লে খাওয়ান বা গলায় বাঁধা উচিত নয়। রোগ হইলে ভাল চিকিৎসককে দেখান উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শমত কাজ করিলে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর ভাল চিকিৎসক দেখাইতে পারে মা? যারা গরিব দুঃখী, তারা ভাল চিকিৎসক কোথা পাবে?

সরোজিনী। ভাল চিকিৎসক বলিলে যে ধন্বন্তরীকে আনিতে হইবে বা হানিমানকে ডাকিতে হইবে, তার এমন কোন মানে নাই। যাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যার তার কথা মত কাজ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বিধেয় নয়। আগে আমাদের দেশে সন্তানাদি পালন সম্বন্ধে বেশ সুনিয়ম ও সুবন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে নানা কারণে তাহা অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অনেক কুনিয়ম ও কুসংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের একটি চিন্তার বিষয়। পাড়াগাঁয়ে হাজার হাজার "হাতুড়ে বৈদ্য," বা "ঠ্যাঙাপ্যাথিক্‌" ডাক্তার দিন দিন এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, যে তাহাদিগের হাত হইতে দেশকে রক্ষা না করিলে, অচিরে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। ইঁহারা সব কৃতান্তের সহোদর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কয়জন লোক মরিয়াছিল? কিন্তু এই "শতেকমারী"—"সহস্রমারী" "ঠ্যাঙাপ্যাথিকের" দল প্রতি বৎসর তাহাদের বিষবটিকারূপ অস্ত্রে এবং 'অন্ধকারে ঢিল ছোড়া' রূপ শস্ত্রে তাহার চারিগুণ লোক নিপাত করিতেছে। ইহারা সব কলির পরশুরাম।

কৃতান্তের আর এক সহোদর—"গুণিন্‌"। পাড়াগাঁয়ে ইহাদের আধিপত্য অত্যন্ত বেশী। ইহারা মন্ত্রবলে জগৎ অধিকার করিতেছে, এরা সব "তীতুমীরের" বাবা; এদের "বাঁশের

কেল্লা' শীঘ্র না ভাঙ্গিলে আর নিস্তার নাই।

কৃতান্তের আর এক সহোদর দেখা দিয়াছে—সন্ন্যাসীর বেশধারী জুয়াচোর। ইহাদের গতিবিধি সহর অপেক্ষা পাড়া-গাঁয়ে কিছু বেশী। ইহারা পাড়াগাঁয়ে "কেষ্ট বিষ্ণু"। পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ইহারা এক নিঃশ্বাসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পতরুর ফল, ডুম্বুরের ফুল পর্য্যন্তও এরা এনে দিতে পারে। এমন অনেক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ দেখা গিয়াছে, যাঁহাদিগের নিকট অনেক সময় অনেক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ' মহৌষধ পাওয়া যায়, যদ্দারা অনেকের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। সেরূপ সদাশয় মহাত্মারা পয়সার প্রত্যাশী নহেন। কিন্তু জুয়াচোরের দল যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে,তাহাতে তাঁহারাও যেন ঘৃণাতে ক্রমশঃ সরিয়া দাঁড়াইতেছেন'। এখন এমন দিন কাল পড়িয়াছে যে ভাল মন্দ ঠিক্ করা বড় কঠিন। কোন্‌টা সোণা, কোন্‌টা পিত্তল, কোন্‌টা রৌপ্য, কোন্‌টা রাঙ্, কোন্‌টা হীরক, কোন্‌টা কাচ, তাহা ঠিক্ করা বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুড়ি মিছিরি সব এক দরে বিক্রয় হইতেছে।

গরিব দুঃখী সাধারণের জন্য আমাদের দেশে অল্প চেষ্টা ও অল্পব্যয়সাধ্য এমন অনেক পাঁচন, মুষ্টিযোগাদি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দারা অনেক কঠিন পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু সে সব মহৌষধ ঠিক্ করা বড় কঠিন। সত্যে এবং অসত্যে "খিচুড়ী" প্রস্তুত হইয়াছে। এ খিচুড়ি সেবনে হয় জীবন, নয় মরণ, দুয়ের এক হইবেই হইবে। যে দেশে "শান্তি জল" দিবার সময় "পাঁটা কাটার মন্ত্র" পঠিত হয়, সে দেশের আর মঙ্গল কোথায়?

আপনি যে "মেয়েলী—শাস্ত্রের" কথা বল্‌ছেন, বেশ ত। আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা যে সকলই অসার, অসত্য, তাহা ত কেহ বলিতে-ছেন না। বরং উহাতে যত টুকু সার যত টুকু সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিতে সকলে প্রস্তুত। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান সকলইত ঐ মেয়েলী শাস্ত্রের কাছে পরাভূত। এই মেয়েলী শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা নাই বলিয়াও এত অবনতি। শুধু মেয়েলী শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে কেন? দেখান্, যে আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে এমন একটি উপায় বলিয়া দেওয়া আছে, যাহা দ্বারা কল্পতরু সৃজিত হয়, অথবা জ্যোৎস্নার উত্তাপে জল ফুটাইতে পারা যায়। যদি আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে বলে যে ডুম্বুরের ফুল দেখা যায়, তবে দেখান্। নতুবা আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে লিখিয়া রাখুন যে, "ডুম্বুরের ফুল কেহ কখন দেখে নি, কখন দেখিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব যে ব্যক্তি ঔষধ বলিয়া ডুম্বুরের ফুল আনিয়া দেয়,সে মিথ্যাবাদী প্রতারক।"

বৃদ্ধা। তা কি সব সত্যি হয় মা?

সরোজিনী। তবে যে গুলি সত্য নয় জানেন, সে গুলি গ্রহণ করিয়া কেন প্রতারিত হন।

বৃদ্ধা। কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা কেমন করে ঠিক্ করা যাবে?

সরোজিনী। তার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে একটি সহজ উপায় এই যে পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া যাহাকে সত্য বলিবেন, সেই সত্য এবং বিচারে যাহা মিথ্যা বলিয়া ঠিক্ হইবে, তাহাই মিথ্যা।

বৃদ্ধা। যেরূপ দিন কাল প'ড়েছে, তাতে মিথ্যা হ'তে সত্যকে, মন্দ হ'তে ভালকে পৃথক্ না করিলে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমার কাল মাথা সব সাদা হ'য়ে গেল, কিন্তু এত রোগ শোক আর অকাল মৃত্যু আমি কখনও দেখিনি। শুধু অনিয়ম অত্যাচারের দরুণ এরূপ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, হাঁ মা তা ঠিক্। ইনি যে সব নিয়ম পালনের কথা বলেছেন, আমরা তার শতাংশের একাংশ করি কি না সন্দেহ। সাধে কি আর এত রোগ—শোক—অকাল মরণ?

বড়বৌ। কি কি নিয়ম পালন কর্ত্তে হয়, বল না মা, গোড়া থেকে শুনি।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, আবার গোড়া থেকে হ'লে দেরি হবে, আমি তখন সে সব পরে তোমাকে ব'লব। আমার সব মনে আছে। তার পর থেকে হ'ক। (ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৪৯ সংখ্যা ৩০০ পৃষ্ঠার পর।)

"তস্মাদ্বা এতস্মদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"—তাঁহারা এই শ্রুতি বাক্যকে প্রমাণ রূপে উপস্থিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিরও উদ্ভাবন করেন। উপাদান কারণের গুণ কার্য্য শরীরে সংক্রামিত হয়, পশ্চাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জলের অন্তর-জাত পৃথিবীতে তত্তাবতের গুণ আছে; যেমন স্বর্ণ হইতে বলয় জন্মিলে বলয়ে স্বর্ণের সমস্ত গুণই থাকে, আর মণ্ডলাকার রূপ অপর একটী বিশেষগুণও জন্মে। ইহাদ্বারা এই বলা হইল যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটী গুণই পৃথিবীতে আছে, সন্দেহ নাই। পরন্তু, পরমাত্মা হইতে আকাশ,—আকাশ হইতে বায়ু কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহা অনেকেরই বুদ্ধিগম্য না হইতে পারে; কিন্তু বায়ু হইতে অগ্নি,অগ্নি হইতে জল,এবং জল হইতে যে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; ইহা যুক্তির

দ্বারা অনায়াসেই বোধগম্য করান যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাণিগণের আবাসভূমি পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা একবারেই সমুৎপন্ন হয় নাই। উৎপত্তিকালে কেবল অনন্তসংখ্যক পরমাণুই উৎপন্ন হইয়াছিল, পশ্চাৎ তৎসমুদায় সংহত হইয়া প্রাণিগণের ব্যবহার্য্য এই পৃথিবী জন্ম লাভ করিয়াছে। যে পৃথিবী এইক্ষণে জীবাজীব নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—সেই পৃথিবী এক সময়ে পরমাণুরূপে শূন্যের উপরে লুক্কায়িত ছিল; বর্ত্তমান পৃথিবী পার্থিব পরমাণুর সংহতাবস্থা হইলেও ইহাতে অন্যান্য ভূতের সংযোগ আছে ইহাও বুঝিতে হইবে।"

আর এক সম্প্রদায় (ন্যায় ও বৈশেষিক অর্থাৎ গৌতম ও কণাদ) বলেন, "বর্ত্তমান পৃথিবী এক সময়ে অদৃশ্য ছিল বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু সংহত হইয়া বর্ত্তমান পৃথিবী জন্মিয়াছে, সে সমস্ত পরমাণু উৎপন্ন বস্তু নহে। পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ কস্মিনকালে নাই—উহা চিরনিত্য। পরমাণুদিগকে সংহত করিয়া বিবিধাকারে পরিণত করাতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।"

অপর এক সম্প্রদায় (মীমাংসক সম্প্রদায়) বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশং," এখন আমরা জগতের অবস্থা যে প্রকার প্রত্যক্ষ করিতেছি, জগৎ চিরকালই এই অবস্থান্বিত, এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা জগতের ঘটে নাই, ঘটিবেও না। বর্ত্তমানকালে যেমন এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি, এক জীবের মৃত্যু অন্য জীবের জন্ম, এক প্রদেশের বিলয়, অন্য প্রদেশের উদয় হইতেছে—এইরূপ হওয়া অতীত অনাদিকালের ও আগামী অনন্তকালের নিমিত্ত নিয়মিত। উৎপত্তি, বিনাশ প্রবাহ জগতের একদেশ লগ্ন হইয়া চলাই স্বাভাবিক।"

বেদ, স্মৃতি ও দর্শনবেত্তা আর্য্যেরা উক্তবিধ বহু আকারের বাক্য প্রয়োগ করত পৃথিবীর ও পৃথিবী সম্বন্ধীয় কার্য্যজাতের বিচারণা করিয়া গিয়াছেন। —"আত্মতত্ত্ব দর্শন সৃষ্টিকল্প।"

আদি সৃষ্টিকালের ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপ তত্ত্ব সকল বহুকাল অমিলিতাবস্থায় ছিল; কারণ প্রকৃতি পরিণত হইয়া তত্ত্বসকল প্রসব করিতে করিতে ক্ষিতি-তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। যখন প্রকৃতি ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল সমস্ত তত্ত্বই ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া সমষ্টীভূত হইল। ক্ষিতিতত্ত্ব সকল তত্ত্বের চুম্বকস্বরূপ হইল। (প্রবীণা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা)।—ভগবতী গীতা। এজন্য ইহা একাধারে সকল তত্ত্বেরই প্রকাশক ও বোধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষিতিতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বের মিলিত বা সংহতাবস্থা। এ অবস্থাকে ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় অবস্থা বা অণ্ডাবস্থা বলে, এবং ইহা প্রাকৃতিক

পরিণামের একটী প্রধান বিশ্রামস্থল। প্রকৃতি এই স্থলে আসিতে পারিলেই কতকটা শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ভ্রমণে সক্ষম হন। এজন্য এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার নাম প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টি। ক্ষিতিতত্বই প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টির শেষ সীমা অর্থাৎ মহত্তত্ব, অহংতত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত, তন্মাত্রতত্ব এবং মহাভূততত্ত্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়াকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির শেষ বলা যায়। ইহার পর যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাকে বৈকৃতিক, বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি বলে। (ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৫০ সংখ্যা—৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

স্বর ও মাত্রা উভয়ে মিলিত হইলে তাহাকে গীত বলা যায়। গীত দুই প্রকার—কণ্ঠগীত ও যন্ত্রগীত। সুললিত স্বর-সংযোগে মনুষ্য কণ্ঠবিনিঃসৃত বর্ণাত্মক গীতকে কণ্ঠগীত এবং বীণাদি যন্ত্রোত্থিত ধ্বন্যাত্মক গীতকে যন্ত্রগীত কহে। কণ্ঠগীত আবার স্বরগ্রাম, তেলেনা, খেয়াল, চতুরঙ্গ, ত্রিবট, বিষ্ণুপদ, ধ্রুপদ, জাড, কাওল, গুলনক্স, রাগমালা, আলাপ, টপ্পা, ইত্যাদি প্রকার ভেদে নানাবিধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ সংগীত রত্নাকরে দ্রষ্টব্য।

গীতে চারিটী চরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে:—যথা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। প্রথম চরণের নাম অস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয়ের নাম সঞ্চারী, চতুর্থের নাম আভোগ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি শুদ্ধ এই সাতটী স্বর রাগরাগিণী যোগে, বিবিধ ছন্দোবন্দে ও নানা তালে গীত হইলে, তাহাকে স্বরগ্রাম কহে। স্বরগ্রামে দুইটীর অধিক পদ থাকে না।

স্বরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে; অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করিতে গেলে, সেই উভয় স্বরের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশগুলি অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রুতি বলে।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্তকে দ্বাবিংশতি খণ্ড স্বর আছে, যথা—ষড়্জ হইতে ঋষভে চারিটী, ঋষভ হইতে গান্ধারে তিনটী, গান্ধার হইতে মধ্যমে দুইটী, মধ্যম হইতে পঞ্চমে চারিটী, পঞ্চম হইতে ধৈবতে চারিটী, ধৈবতে হইতে নিষাদে তিনটী, এবং নিষাদ হইতে উচ্চ ষড়্জে দুইটী করিয়া খণ্ডস্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কণ্ঠে গীত অভ্যাস করিতে হইলে আরও কয়েকটী সাধন প্রণালী অভ্যাস করা আবশ্যক। যথা— গমক, মূর্চ্ছনা, বিক্ষেপ, ও প্রক্ষেপ।

গমক।

স্বর কম্পনের নাম গমক। নির্গমন কালে কণ্ঠের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারাই স্বর কম্পিত হয়। গমকের "W" এইরূপ চিহ্ন। এই চিহ্নটী কম্পনীয় স্বরের নীচে থাকিবে, এবং চিহ্নের সংখ্যানুসারে স্বর কম্পিত হইবে।

গামক সাধন।

। । । । । । । ।
সা ঋ গ ম সা গ সা ঋ
W W W W ২W ২W ৩W ৩W

। । । । । । ।
সা. নি সা. ধ সা. ধ সা.
W W W W ২W ২W ৩W

।
ঋ
৩W ইত্যাদি।

মূর্চ্ছনা।

কোন স্বর হইতে স্বর মধ্যবর্ত্তী শ্রুতি-গুলি ভঙ্গ না করিয়া অনুলোম বা বিলোম গতিতে অন্যান্য দুই, তিন বা তদতিরিক্ত স্বর অবিচ্ছেদ প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনার "————" এইরূপ চিহ্ন।

মূর্চ্ছনা সাধন।

। । । । । । । । । । । ।
স ঋ ঋ গ স ঋ গ ম ঋ গ ম প

। । । । । । । ।
সা. নি নি ধ সা. নি ধ প

। । । ।
নি ধ প প ইত্যাদি।

বিক্ষেপ ও প্রক্ষেপ।

কোন একটী স্বর নির্গত করিয়াই তৎক্ষণাৎ অনুলোম গতিতে তৎপরবর্ত্তী দুই, তিন, বা ততোধিক স্বর ব্যবহিত স্বরান্তর প্রকাশ করার নাম বিক্ষেপ এবং ইহার বিপরীত ভাবকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিলোম গতিতে স্বরান্তর প্রকাশ করাকে প্রক্ষেপ বলে। বিক্ষেপের ">" এইরূপ আর প্রক্ষেপের "<" এইরূপ

বিক্ষেপ প্রক্ষেপের সাধন।

× ৶×< × ×৶১ × ×৶<
সা ঋ সা গ সা- নি

× ×৶<
সা. ধ ইত্যাদি।

খাম্বাজ—একতালা।

গীতসার। অস্থায়ী। নবীনচন্দ্রদত্ত কৃত স্থর।

+৶ ৶ ৶ব ৶ | ১৶ ৶ ৶ব
প সা. নি ঋ | সা. সা. নি
না- শ- না- না | শ- না- বি-

৶ব | ১৶ ৶ ৶ ৶ | +৶ ৶
নি | ধ প ম গ | সা সা
র- | য়- বা- স- না, | র- স-

৶ ৶ | ১৶ ৶ ।ব
গ ম | প প নি সা. ঋ. সা. |
না ভা- | ব- না কা-

১×ব × ৶ব। ব
নি সা নি ধ নি
লী।

অন্তরা।

+৶ ৶ ৶ ৶ | ১৶ ৶ব ৶
ম ম ধ ধ | ধ নি নি
ল- ই- যে কি | ছা- র, মি

৺ | ১৺ ৺ব ৺ ৺ | +৺ ৺ব
সা. | সা. নি সা. সা. | সা. নি
ছা- | র সং- সা র, | কা- টা-

৺ ৺ ১৺ ৺ ৫৺ ৺ | ১৺ব ৺
ঋ. ঋ. | সা. নি সা | নি নি
ইলি কা- | ল- শু- রে | ছু রা-

৺ | +৺ ৺ ৺ ৺ | ১৺
ধ | গ. গ. গ. গ. | গ.
চায়, | না বি- কা- লি- | কা-

গং মং ঋং ৺ ৺ | ১৺ ৺
নী- ঋ. ঋ. | ঋ. ঋ.
প- দে | এ- ক

৺ ৺ | +। । ৺ব ৺ | ১৺
সা. সা. | সা. সা. নি ঋ. | ঋ
বা- র, | ক- রে ম ন | আ-

৺ । ব | ১ × ৭ ×
সা. নি সা' ঋ' সা' | নি সা
জি কা-

৺৭ । ৭ |
নি ধ নি |)
লি।

(ক্রমশঃ)

বিবি ফসেট্।

সারলট ব্রন্টির নিকটে একদা এক নারী আসিয়া বলেন, "আমি এই এই অকার্য্য করিব, যদি না করিতে পাই, মরিব।" সারলট্ উত্তর করিলেন "মর ক্ষতি নাই, তবু সে গুলি করিতে পাইবে না।" বিবী ফসেট সেই শ্রেণীর মহিলা। তাঁহার সন্তানেরা কখনও অবাধ্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক "মরিব" বলিলে তিনি বলিতেন "মর," বাধ্য হইতে হইবে।" এক-দিন ইনি আত্মজা ফিলিপা ফসেট্ (যিনি এক্ষণে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনি-য়র র‍্যাঙ্গলর) সমভিব্যাহারে কোনও স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; এমন সময়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গীকে লইয়াছ?" যেখানে পুত্তলিকা ছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যা উত্তর করিলেন" পুতুল? "ইহাতে মাতা প্রত্যুত্তর করেন "আমি ঐ পুতুলটিকে পুতুল বলিয়া ভাবিতে দিতে চাহি না। আমি উহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন তুমি আমি মানুষ—মেয়েমানুষ, সেইরূপ উহাকেও জ্ঞান করি।" ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, পুত্তলিকা মানুষ সঙ্গীর ন্যায় জীবন গঠনের সহ-কারী। আর জনসমাজে নারী পুত্ত-লিকা বিশেষ নহে। পুরুষের ন্যায় ইহারও সমাজে স্থান আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে, সেগুলি হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তৎতৎ কার্য্যগুলি যে যে নারী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন না, তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। এই বিপৎ-প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। পুরুষ বলিয়া কাহারও শত খুন মাপ

নাই, স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও অণু মাত্র দোষ কল্পনায় পর্ব্বতাকারে পরিণত হইবে না। বিবি ফসেট্ সমদর্শিনী। ইনি স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, কাহারও প্রতি কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই ও কখনও ছিল না। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার মানসে আমরা উহাঁর একটি বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এই "পূর্ণবয়স্কা নারীকে কুত্রাপি এরূপ ভাবিও না যে, তিনি পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারেন না।" হিন্দুশাস্ত্রে যে আছে 'অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা ইত্যাদি" স্ত্রীলোক গৃহে রুদ্ধ থাকিলেও অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।" এই বাক্যের সহিত তাঁহার মতের কেমন ঐক্য দেখা যায়। যিনি বিষম সামাজিক পাপ রোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা শক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন, নারীচরিত্রের উপর তাঁহার বিশ্বাস কেমন দৃঢ়!

(ক্রমশঃ)

দেশাচার ও সংস্কার।

দেশাচার বড় ভয়ানক জিনিষ, সহজে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। ইহা যদিও জঘন্য হয়, তাহা হইলেও ইহা ত্যাগ করিতে গেলে নিন্দিত, সমাজচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত এবং সময়ে সময়ে প্রহারিতও হইতে হয়। দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের সমাজের অর্থাৎ বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজের দেশাচার গুলির মধ্যে অনেক সুপ্রথা আছে, আবার কতকগুলি কুপ্রথাও আছে। কুপ্রথা গুলির সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সচরাচার যে নিত্য আচার গুলি প্রচলিত, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে একে একে সে গুলির বিচার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। মুসলমান রমণীগণের মধ্যেও এই দেশাচারের অধিকাংশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এই প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষেও উপকারী হইলে হইতে পারে।

সিন্দুর।—সধবা বা কুমারী হিন্দুকন্যার কপালে সিন্দুর বিন্দু স্থাপন করা হিন্দু সমাজের একটী দেশাচার। বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এদেশে ইহা প্রচলিত। শরীরের অঙ্গ বিশেষে লোহিত রঙ্গের চিহ্ন স্থাপন করা অথবা লালবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করা হিন্দুরা স্বর্গের সোপান বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই জন্য বিবাহের সময়ে পাত্র ও পাত্রীকে "চেলীর জোড়," লাল পট্টবস্ত্র, লাল কাপড় প্রভৃতি পরিতে হয়। ব্রতাদি বা পূজা কালে গৃহস্থ ও

পুরোহিতকে লালবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। গর্ভবতী রমণীর সাধভক্ষণ কালে লোহিতবস্ত্র পরিধান করা শাস্ত্রসঙ্গত। লোহিতবর্ণ হিন্দুর সুখ, সৌভাগ্য ও ধর্ম্মের চিহ্ন। সিন্দুর বিন্দু ভাল দেশে স্থাপন করা হিন্দু সধবার সৌভাগ্য ও সুখের পরিচায়ক স্বরূপ। মুসলমান নারীদিগের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা নাই; কিন্তু বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানেরাও অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিন্দুর সেবনের প্রথা আমরা এককালে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহি, যেহেতু ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। সিন্দুরে (অক্সাইড অব মার্কারি) পারা-বিশ্লেষণ নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। বিশুদ্ধ পারা যে কোনও প্রকারে হউক, শরীরের অভ্যন্তরে বা বহির্দ্দেশে থাকিলে জীবদেহের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয়না, ইহা জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মত এবং ইহা বহুতর্ক ও মীমাংসায় সিদ্ধ। সিন্দুরে উপকার করে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৈলের সহিত সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে স্থাপন করার প্রথা নিতান্ত জঘন্য। পারা ও তৈল একত্রে মিশ্রিত হইলে ভয়ানক বিষের সৃষ্টি করে; প্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থের মতে গোদুগ্ধ, বটপত্রের দুগ্ধ বব্বুল (বাবলা) গাছের নব্য গঁদ অথবা নবনীত সহ সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে দিলে সিন্দুরের আরও গুণ ফলিতে পারে।

মিশি।—বঙ্গ দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোকে মিশি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশি দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ যায় এবং দন্তমূল দৃঢ় হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে মিশি প্রস্তুত হয় তাহা উত্তম নহে, ইহাতে দন্তের স্বাভাবিক উজ্জলতা ও চিকণতাকে নষ্ট করিয়া এক কদাকার কৃষ্ণ বর্ণ উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য দন্তপাতির মাংসাদি জঘন্য আকার ধারণ করে। পুরাতন সুপারি, চাখড়ি (চক্), মাজু ফল, তামাকুর পাতা, দারু চিনি, লবঙ্গ ও তেজ পত্র, এবং কিঞ্চিৎ তুঁতিয়া জলন্ত অগ্নির শিখায় গরম করিয়া লইয়া চূর্ণ কর এবং একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিন প্রাতে দন্তমর্জ্জন কর। ইহাতে দাঁত কাল হয় না, অথচ দন্তমূল বহুকাল পর্য্যন্ত শক্ত থাকে। দন্তমূল ফুলিলে কখন কখন দাঁতের গোড়ায় কাল লঙ্কা টিপিয়া ধরিলে উপকার হয়।

বিবিধ।

১। টিকিট সংগ্রহ।—আজ কাল বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য দেশে নানা-দেশীয় ও নানা সময়ের টিকিট সংগ্রহের বড় ধুম পড়িয়াছে। সে দিন ১৮৪৭

সালে মরিসাস দ্বীপের দুইটা টিকিটের দর ৬৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল।

২। সাক্ষ্য প্রথা।—পূর্ব্বে ফ্রান্স-দেশে কোন জমি জমা নিলাম হইলে ১২ জন প্রৌঢ় ও ১২ জন বালক সাক্ষী হইত। ক্রেতা মূল্য দিবামাত্র বালক-দিগকে সজোরে কান্ মলিয়া প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহার কারণ ভবিষ্যতে তাহারা কানমলার সহিত জমি বিক্রয়ও স্মরণ রাখিবে।

৩। শরীর পালন।—ডাক্তার নগেন বলেন যে তিনি যাহাদিগকে অন্ন চিকিৎসা করেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে ভুগে।

৪। মাতাল দুরস্ত।—একজন ভয়ানক মাতাল কিছুতেই শোধরাইল না। একদিন সে মদে ভোঁ হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। এদিকে চতুরা ভার্য্যা এক ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মত্ততাবস্থার একটী ফটো (চিত্র) লইলেন ও টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। স্বামী সজ্ঞান অবস্থায় তাহা দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন এবং নীরবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার কদভ্যাস চিরকালের জন্য বর্জন করিলেন।

৫। এক বার বিলাতে বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, চারিদিকের লোক মরিতেছে, কিন্তু একটী গৃহে রোগ একবারে প্রবেশ করে নাই। পরে জানা গেল যে ঐ গৃহে কতকগুলি কাঁচা পেঁয়াজ ঝুলান ছিল। উহার বায়ু বড় উপকারী, সংক্রামক রোগ দূর করে। সেইজন্য ঐ গৃহস্থেরা রক্ষা পাইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

৬। ফুল্‌স্‌কাপ কাগজ সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, তাহা অনেকে বোধ হয়, জানেন না। ইংলণ্ডের অধিপতি—১ম চার্লস ১৭শ খৃঃ অব্দে একটী কোম্পানীকে কাগজ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কোম্পানী এই অনুমতি লাভে কাগজ প্রস্তুত করেন, সেই কাগজে জলের চিহ্ন দ্বারা রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ১ম চার্লস বিপক্ষপক্ষদ্বারা নিহত হওয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সভাপতি ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজনিদর্শন সমুদায় একে একে লুপ্ত হইতে লাগিল। কাগজে রাজচিহ্ন থাকিবে কেন? ক্রমওয়েল অনুমতি করিলেন, কাগজে রাজচিহ্ন থাকিতে পারিবে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ঐ স্থলে গাধার টুপি বসাইতে হইবে। সেই অবধি শাসন পরিবর্ত্তন হইলে ও ঐ কাগজে ফুলস্ ক্যাপ অর্থাৎ বোকা গাধার টুপী ব্যবহৃত হইয়া আসিছে।

৭। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনা সহরে একটী নারীর হৃদযন্ত্রে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা হৃদ্‌কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে অতি সুমধুর তান-

লয়যুক্ত বাদ্যের ন্যায় স্বর শুনিতে পান। সেই স্বরে তিনি মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছেন।

৮। আফ্রিকায় মাটাবিলি নামক অসভ্য জাতি বিশ্বাস করে যে মৃত্যু হইলে মানবাত্মা বৃষ,সর্প অথবা মহিষ প্রভৃতি জন্তুর দেহে প্রবেশ করে এবং সংসারের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবিত কালে যদি কেহ শত্রুর শত্রুতার প্রতিহিংসা করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর ঐ সর্প প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করিয়া ঐ শত্রুকে দংশন করে বা হত্যা করিয়া থাকে। কাহার হঠাৎ সর্পাঘাতে বা মহিষের শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহারা বিশ্বাস করে, তাহার শত্রু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

৯। নারী জাতি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য এমন কোন কার্য্য নাই যাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। ফ্রান্স দেশের রমণীরা সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য পশুহত্যার সময় ঐ পশুর রক্ত পান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাঁচা পেঁয়াজ সেবনে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। এই সংবাদে কোন কোন সভ্য নারী মহলে আনন্দের রোল উঠিয়াছে, তাঁহারা কাঁচা পেঁয়াজ সেবন করিয়া দেহ পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধন করিবেন!

বর্ষ-শেষ চিন্তা।

১। এক বৎসর কাল আমার ছিল, এখন আর আমার নাই। আবার যে এক বৎসর আমার হইবে, কে বলিতে পারে!

২। ঈশ্বরের দয়া অপার ও অনন্ত। পলকে পলকে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে কত তাঁর দয়া লাভ করিয়াছি! এক এক পলকের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা সংবৎসর কাল দিয়াও শেষ করা যায় না, সংবৎসরের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভবে? হৃদয়—তন্ত্রী প্রতিক্ষণ তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে ধ্বনিত হউক, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার দয়াল নাম কীর্ত্তন করুক্।

৩। জীবন পরীক্ষা করিয়া কে না অনুতাপ করিবে? কত কাজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করি নাই; কত কাজ অকর্ত্তব্য ছিল, তাহা করিয়াছি। মলিন, অজ্ঞান, দুর্ব্বল মানবের ত্রুটি ও অপরাধ অপরিমেয়। তবে ভরসা এই ঈশ্বরের দয়ার পরিমাণ ইহার অপেক্ষাও অধিক এবং তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই।

৪। অশ্রুসিক্ত না হইলে মানুষের চক্ষু পবিত্র হয় না। অনুতাপের অশ্রুতে স্নান কর, শরীর যেমন নির্ম্মল হইবে, চিত্ত সেইরূপ বিশুদ্ধ হইবে।

৫। বয়স যত বৃদ্ধি হইতেছে, আয়ু ততই ক্ষয় হইতেছে এবং ততই আমরা মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছি।

৬। হায়! কি দুঃখের বিষয়, যে

পরিমাণে বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে জীবন সে পরিমাণে উন্নত হয় না, কিন্তু পাপ ও অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

৭। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন এদেশে বিদেশী পথিক ছিলেন, আমরাও সেইরূপ। আজি হউক, কালি হউক, তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও এখান হইতে চলিয়া যাইব। পৃথিবী যে পান্থশালা, সেই পান্থশালা পড়িয়া থাকিবে।

৮। ধর্ম্মসাধনের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিবে না। "কোহহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু হইবে?

৯। জগতে দুইটী মাত্র সত্য ধ্রুব সত্য:—(১) মৃত্যু, (২) ঈশ্বর। মৃত্যুতে ঐহিক জীবনের সকলেরই শেষ, ঈশ্বরে অনন্ত জীবনের আরম্ভ। মৃত্যু ছায়া, ঈশ্বর বস্তু; মৃত্যু মিথ্যা সত্য, ঈশ্বর সত্য সত্য।

১০। বৎসর পুরাতন ও নূতন হয়, কিন্তু ঈশ্বর চিরনূতন। তাঁহার মহিমা ও করুণা নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১১। হে জীবনের কর্ত্তা ঈশ্বর! আমাদের গণা দিন আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি এবং জীবনের প্রত্যেক বিন্দু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জনে এবং তোমার করুণা স্মরণে যেন নিয়োজিত করি।

১২। হে প্রভু! মানব জীবনকে অনিত্য ও অসার করিয়া তোমার জ্ঞানের ও করুণার পরিচয় দিয়াছ, তাহা না হইলে নিত্য ও সার বস্তু যে তুমি তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতাম না এবং দেবতার ন্যায় অমর জীবনের অধিকারী হইয়া নিত্যকাল তোমাকে সম্ভোগ করিবার অধিকার পাইতাম না।

নূতন সংবাদ।

১। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ও সুপণ্ডিতবর বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৮ইএপ্রেল বহুমূত্র রোগে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বঙ্গমাতা একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন!!

২। অধ্যাপক রো সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর উদ্যোগে কালা বোবাদিগের স্কুলের সাহায্যার্থ টাউন হলে এক "কনসার্ট" হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, লেডী এলগিন ও লেডী ইলিয়েট ইহার প্রতিপোষকতা করেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ও ইংরাজ মহিলা ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজীবাদ্যও বাজে এবং কয়েকটী সাহেব বিবী গান বাদ্য ও অভিনয় দ্বারা সভাস্থগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সার রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গীত সভার সভ্যগণ ন্যাসতরঙ্গ ও দেশীয় ঐকতানিক বাদ্যে শ্রোতাগণকে আমোদিত করেন। কালা বোবাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন।

৩। বিলাতের কতকগুলি বিবি

ভলন্টিয়ার (সখের স্ত্রী সৈনিক) হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহারা লণ্ডনে সভা সমিতি করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণের সময়—দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন এই ইহাদের আশা।

৪। বাঁকীপুর ডিস্পেন্সারী সংশ্লিষ্ট একটি অস্ত্রচিকিৎসাগার নির্ম্মাণের জন্য ডুমরাওনের মহারাজ ৩৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। ছোট লাট বাহাদুর এজন্য মহারাজকে সাধুবাদ দিয়াছেন।

বামারচনা।

ভিক্ষা।

স্বনীড়ে বসিয়া পাখী
পঞ্চমে উঠিল ডাকি
সে কাকলী ধারা পূর্ব্ব দ্বারেতে ছুটিল;
চমকি রুচিরা ঊষা,
পরিয়া কনক ভূষা,
মোহন বসন খানি অঙ্গেতে আঁটিল;
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া
আঁখি দুটী রগড়িয়া
শশব্যস্তে তমোময় দ্বার সরাইল।
হেরি সে মোহিনী ছবি
হাসিয়া উদিল রবি,
সে রূপছটায় দশ দিক্ উজলিল।

২

মৃদুল সমীর কোলে
নবীনা বল্লরী দোলে;
পরাণ নিভৃত কক্ষে করে হায়! হায়!
কি যেন মাখিতে চিতে
আত্মা উপহার দিতে
কাহারে খুঁজিছে মন কারে যেন চায়।
কোথা সে হারাণ জন!
আকুল ব্যাকুল মন
ধরি ধরি করি তাঁর ধরা নাহি যায়,
আবছা আবছা মত
কতবার দেখেছিত,
ধরিতে গেলেই মিশে মহা শূন্যতায়।

৩

তাঁরে কল্পনা দেখিতে পায়
হৃদয় ধরিতে যায়
কিন্তু বিশ্বস্তর ভার না পারি সহিতে,
শ্রান্ত দুরবল হিয়া
ফিরে আসে ছেড়ে দিয়া
ধমনী শিরায় রক্তে আকাঙ্ক্ষা মাখিতে,
পরিণাম আকাঙ্ক্ষার
নিরাশার অন্ধকার
জীবনের পরিণাম মরণ যেমন,
অবোধ, উদাস মন
তবু চাহে অনুক্ষণ।
চাহুক, করুক ভিক্ষা যাবৎ জীবন;
ছোট খাটো যদি ভ'রে
রাখিতে সে বিশ্বম্ভরে,
করুক করুক ভিক্ষা শত শত বার,
যদিই চাহিতে হ'লো
মন মত ভিক্ষা ভালো
যে ভিক্ষায় করিতে হবেনা ভিক্ষা আর।

৪

সে ভিক্ষা পাইলে ভবে
আকাঙ্ক্ষা ত নাহি রবে,
হৃদয় হইবে সদানন্দে ভর পুর,
কল্পনা পরাস্ত করি
সে জ্যোতি হৃদয় ভরি
রহিবে, পলাবে যত অভাব অসুর।
মানস-অমরাপুরে
জীবন মাতানো সুরে
"সোঽহং" "তত্ত্বমসি" বলি প্রেম গাবে গান

"এই বিশ্ব আমারই
আমি ও বিশ্বের হই"
বলিয়া আনন্দে প্রাণ ধরিবে সুতান।
যদি সে পরম ধন
ধরিবারে চাও মন
কর কর ভিক্ষা তবে মনের মতন;
ভিক্ষা দরিদ্রের বল
ভিক্ষা দীনের সম্বল
ভিক্ষা বিনা মনোরথ হবেনা পূরণ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

শিশুর হাসি।

শিশুর সুন্দর হাসি
কি মধুর মরে যাই।
তেমন সুন্দর ভবে
আরত কিছুই নাই!
দেখেছি বসন্তকালে
গোলাপ বেলীর হাসি,
কিন্তু এর মত নয়
তাহার সুষমারাশি;
শারদে চাঁদের হাসি
করিয়াছি দরশন,
দেখেছি জোনাকী হাসি
ভরিয়া নয়ন মন;
দেখেছি জলের হাসি
গঙ্গার পবিত্র গায়,
সে সুষমা কিন্তু নয়
এ শোভার তুলনায়;
দেখেছি বিজলী হাসি
গগনে মেঘের কোলে,
দেখেছি বর্ষার হাসি
মৃদু ফোঁটা ফোঁটা জলে;
দেখেছি নলিনী-হাসি
যবে বাল-সূর্য্যোদয়,
কিন্তু ইহা শিশু হাসি
সনে কভু তুল্য নয়!
ওরে নিদারুণ বিধি
কি বিধি তোমার হায়!
একটী শিশু রতন
কেন না দিলে আমায়?

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী
যাজপুর।

১৩০০ সালের বামাবোধিনীর নিয়মানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নববর্ষ	৩৪০
বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব	১২৯
অভিনন্দন	১৩৪
বামাবোধিনীর মহোৎসব ...	১৮২
বঙ্গমহিলাদিগের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক... ...	১৯২

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিলাতি মহিলাগণের কার্য্য ...	৫
আর্য্য মহিলা—সুমিত্রা ...	৭
আদর্শ হিন্দু রমণী —মুক্তকেশী	৩৪
রজকী সমিতি	৫১
মহারাণী সীতাবিলাস	৬৮,১০৮,১৫৬
সুজাতার অপূর্ব্ব কথা ...	৭০
গার্হস্থ্যজীবনে নারীর বীরত্ব ...	১১৬

বিষয় পৃষ্ঠা।

একটী বিদুষী নারীর মৃত্যু সৌভাগ্য ১৮৮
বিবি ফসেট ... ২২৯,২৮১,৩৭৫
লেডি হেনরি সমারসেট ২২১,৩২৫
বালিকার আত্মবিসর্জ্জন ... ৩০৯
প্রহ্লাদের মা ৩২১

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

উদাসীনের চিন্তা ... ১৫,৪০
বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ ৫৫
স্বার্থে পরার্থ ... ৬৬
নারীচরিত্রের গুণকীর্ত্তন ... ৯৩
মহদ্বাক্য ... ১৮৮
নীতি কণ্ঠহার ... ১৪৪,২৫১
পঞ্চযজ্ঞ ১৭৭,২১০
ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ ... ২২৬
প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা ২৩১
•পুত্রশোকে আত্মহত্যা ... ২৪৬
নীতি শিক্ষা ... ২৫৯
শোকের শান্তি ... ২৭৫,৩০৫
মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ... ৩৩৭
দাম্পত্য ধর্ম্ম ... ৩৬১
বর্ষ শেষ-চিন্তা ... ৩৭৯

৪। বিজ্ঞান।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কৃষিতত্ত্ব ... ২১,৮৬,২১৩,২৮২
তাড়িত বার্ত্তাবহ ... ২৩
জাপানে কর্পূর বৃক্ষ ... ৪৩
আলোকতত্ত্ব ৪৮,৯২
সুদূর টেলিফোঁ ... ৫২
পথভ্রান্ত লোক ঘোরে কেন? ... ৫৩
জীব-রহস্য ৫৪
শ্লেট্ ৯৪
তাপমান যন্ত্র ... ১০৯,২১৫
বরফ মিশ্রিত জল ... ১১৪
মানব দেহ ১১৫
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তারতম্য ... ১৫০
নিদ্রা ... ১৫১
বিবিধ-তত্ত্বসংগ্রহ ... ২৭৯
সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য ২৯৭,৩৭১
ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান ৩০০,৩৪৪
পক্ষীর স্মৃতিশক্তি ... ৩৪?
•বারমেসে ৩৫৪
দুগ্ধ ৩৬৪

৫। দেশাচার।

•ইয়োরোপে প্রচলিত কয়েটী কুসংস্কার ৯১
কয়খানি চিঠি (ঘটকালী) ... ১০০
•ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ... ৭৬,১০০,১৪৫,১৭০
•বাঙ্গালা প্রবচন ... ২৫,৫০,৮৪,১২০,১৫২ ১৬৯,২০৮,২৩৫,২৮৩,৩১০,৩৩২,৩৬৬
•প্রবাদ বিচার ... ২০৬,২৩৯,২৫৯
আহার সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচি ... ২১৮
উৎকলের অনার্য্য শূদ্র ... ২৪২
বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ ... ৩০৩
•দেশাচার ও সংস্কার ... ৩৭৬

৬। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নরহত্যা ...	১৭,৫৯,৮৮
সৌভরি-চরিত ...	৯৮
পশুহত্যা ...	১৪৮,২০০,২৭৪
চীনকাহিনী ...	১৪৮,২০০,২৭৪
বালক আকবর এবং গুলবিবি	১৬৫
ভারতীয় ইহুদী ...	১৭৫
আকর পরম্	১০২
বাইবেল গ্রন্থ	৩৩৯

৭। উপন্যাস।

বঙ্গগৃহ	৮২
সতী ও শাস্তি	১২৪,১৫৪,১৮১,২৩৪,৩৪৮ ২৬৫,৩১৬,৩৩০,৩৬৮
ধর্ম্মের জয় ...	২৪৯,২৬২
ছোট বৌ	৬১২

৮। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা ...	১
বাদন প্রণালী	১৯,৪৫,২৩৭,২৬৭,৩০২
পণ্যদ্রব্যের মূল্য ...	৩০
প্রহেলিকার উত্তর ...	৮৯
প্রলেহিকা	১১৩,১৫৩,১৮৬,২০৯
স্বরসাধন প্রণালী	৩৩৪,৩৭৩
পঞ্জসাহেব	১৩৮
কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়	৩৪৯
বিবিধ	৩৭৭

৯। পদ্য।

দারর্জ্জিলিং	৭৪
ঘুমপাড়াইবার গান ...	৮৭
ফেলার মা	১১৬
আয় কোলে আয় ...	১২১
মন তুমি হওনা রাজা ...	১৮৩
ভোরা দুটী	২০৫
আঁধারে অলোক ...	২৩৬
ফেলো না মা	২৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অশ্রুকণার কবি ...	২৬৬
জরুর সিং	৪৪২
মূক বধিরের জন্য প্রার্থনা ...	৩৬২
মহামতি গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিপদ ত্যাগ উপলক্ষে	৩৬৫

১০। বামারচনা।

বসন্ত সুহৃদ্ ...	...	৩১
শোকার্ত্তা অবলার খেদ	...	৩২,৬২
মা	(পদ্য) ...	৬২
হতাশে	,, ...	৯৬
ভিখারিণী	,, ...	১২৮
বিজনে	,, ...	১৫৯
ফটো বিচার	,, ...	১৭০
পদাঙ্কে চন্দ্রের ছায়া	,, ...	১৯১
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	,, ...	২২০
অভাগা বালক	,, ...	২২৩
আমন্ত্রণ	,, ...	২৫৫
অহিফেণ কাহিনী	,, ...	২৫৬
স্ব নিকেতন	(পদ্য) ...	২৮৬
রাঁচির বর্ত্তমান অবস্থা	,, ...	২৮৭
প্রীতি প্রতিমা	,, ...	৩১৯
নবলাট আগমনে	,, ...	৩২০
বসন্ত ...	,, ...	৩৫২
ভিক্ষা ...	,, ...	৩৮১
শিশুর হাসি	,, ...	৩৮২

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৪, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩২, ১৬১, ১৯৩, ২২৫ ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩।

১২। নূতন সংবাদ।

৩০, ৬০, ৯৫, ১৩৮, ১৫৮, ১৯০, ২১৯, ২৫৩, ২৮৫, ৩১৮, ৩৬২,৩৮০।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৬১, ১৫৭, ২৫৪, ২৫৮, ৩৫১।